উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮১,০২৮.০২ (+১,৭১৮.০১)

নিফটি : ২৫,০৩০.৩৫ (+৪৯৩.৭৫)






লাদাখকে রেলপথে জুড়তে কেন্দ্রের প্রকল্প ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

| শিলিগুড়ি | জলপাইগুড়ি | কোচবিহার | আলিপুরদুয়ার |
|---|---|---|---|
| ৩৩° / ১৭° | ৩২° / ১৭° | ৩১° / ১৬° | ৩২° / ১৬° |
| সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন |



কালীপুজোর আগে পাঁঠার দাম লাখ টাকা ২

টেস্ট থেকে অবসর ঘোষণা সামির ১৪

শিলিগুড়ি ২০ কার্তিক ১৪৩৩ শনিবার ৫.০০ টাকা 7 November 2026 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 168

## রাতে চাই রোদ্দুর, ভাড়ায় মিলবে সূর্যালোক

**ক্ষতি হতে পারে নিশাচর প্রাণী ও বাস্তুতন্ত্রের। দেখা যাবে না তারা**

**সূর্যের আলো রাতে পৃথিবীতে টেনে আনতে মহাকাশে থাকবে আয়না**

**নির্দিষ্ট অ্যাপে বরাত দিলে পৃথিবীর যে কোনও অঞ্চলে আলো ফেলা যাবে। এক ঘণ্টার রোদের ভাড়া ৫ হাজার মার্কিন ডলার।**

**লস অ্যাঞ্জেলেস, ৬ নভেম্বর :** ওটিটি প্ল্যাটফর্ম বা জিম-এর মাস্থলি সাবস্ক্রিপশনের কথা আকছার শোনা যায়। কিন্তু কেমন হত, যদি সূর্যালোক বা রোদ্দুরেরও মাসিক বিল আপনার দরজায় এসে পৌঁছাত? হ্যাঁ, ঠিকই শুনছেন! কল্পবিজ্ঞানের পাতা থেকে উঠে আসা গল্প নয়, আক্ষরিক অর্থেই পকেটের রেস্ত খসিয়ে কেনা যাবে দিনের আলো। মহাকাশে বিশাল আয়না বসিয়ে রাতের পৃথিবীতে সূর্যের আলো ফিরিয়ে আনার এমন এক দুর্ধর্ষ এবং কিছুটা উদ্ভট ব্যবসায়িক পরিকল্পনা নিয়ে হাজির হয়েছে ক্যালিফোর্নিয়ার স্টার্টআপ সংস্থা 'রিফ্লেক্ট অরবিটাল।'

ভাবুন তো, শীতের রাতে বাড়ির ছাদে জমজমাট বারবিকিউ পার্টি চলছে, এমন সময়ে আচমকা আলো নিভে গেল। কিংবা কোনও সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্রে সূর্যাস্তের পর কাজ থমকে আছে। তখন স্রেফ একটা অ্যাপের মাধ্যমে অর্ডার করলেই মহাকাশ থেকে আপনার ছাদে ঠিকরে পড়বে গনগনে রোদ্দুর! রিফ্লেক্ট অরবিটাল-এর সিইও বেন নোয়াকের মস্তিষ্কপ্রসূত এই প্রোজেক্টের মূল লক্ষ্য হল, মহাকাশে ভাসমান উপগ্রহে বসানো বিশালাকার 'মাইলার মিরর' বা বিশেষ আয়নার সাহায্যে সূর্যের আলোকে রিফ্লেক্ট করে পৃথিবীর নির্দিষ্ট অন্ধকার অঞ্চলে ফেলা।



সম্প্রতি হট এয়ার বেলুনে আয়না বেঁধে ওই সংস্থাটি এর একটি ট্রায়ালও সেরে ফেলেছে। তবে এই 'কৃত্রিম দিন' উপভোগ করার খরচ মধ্যবিত্তের ধরাছোঁয়ার একেবারে বাইরে। এক ঘণ্টার জন্য রোদ্দুর ভাড়া নিতে গেলে খসবে প্রায় ৫ হাজার মার্কিন ডলার, যা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৫ লক্ষ টাকা। তাও আবার বছরে অন্তত এক হাজার ঘণ্টার চুক্তি করতে হবে গ্রাহককে!

ফলে আপনার-আমার ছাদে পার্টির জন্য নয়, এই প্রযুক্তির আসল ক্রেতা হতে চলেছে বড় বড় সোলার ফার্মগুলো। সূর্যাস্তের পরেও সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন নিরবচ্ছিন্ন রাখা এই সংস্থার মূল টার্গেট। এছাড়া প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় রাতের অন্ধকারে উদ্ধারকাজে এই 'অন-ডিমান্ড' সূর্যালোক দারুণ কাজে লাগতে পারে। সবচেয়ে বড় সুবিধা হল, আসল সূর্যের মতো এতে কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। চাইলে সুইচ অফ করে আলো নিভিয়ে দেওয়া যাবে।

কিন্তু এই ঝকঝকে প্রযুক্তির উলটো পিঠটা বেশ অন্ধকার। রাতের আকাশ কি কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি? এমনিতেই এলন মাস্কের স্টারলিংক স্যাটেলাইটের ভিড়ে রাতের আকাশ পর্যবেক্ষণে পদে পদে বাধা পাচ্ছেন মহাকাশবিজ্ঞানীরা।

*এরপর দশের পাতায়*

**জেলা হাসপাতালে হয়নি নাইট শেলটার**

## আশ্বাস সত্ত্বেও রাত্রিবাসে দুর্ভোগ

**সাগর বাগচী**

**শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর :** বিধানসভা ভোটে জেতার ২১ দিনের মাথায় শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল নিয়ে বৈঠক করে দ্রুত নাইট শেলটার তৈরি করার আশ্বাস দিয়েছিলেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। শংকরের আশ্বাসের পর প্রায় ছয় মাস কাটতে চললেও শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নাইট শেলটার তৈরি হয়নি। যার ফলে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ছেন প্রসূতি বিভাগে ভর্তি হওয়া রোগীদের পরিবারের সদস্যরা। প্রসূতি বিভাগের বাইরে কার্যত নরকযন্ত্রণা নিয়ে পরিবারের সদস্যদের রাত কাটাতে হচ্ছে। নর্দমা থেকে প্রস্রাবের দুর্গন্ধ, চারিদিকে পান-গুটখার পিক এবং তার সঙ্গে বিকালের পর থেকে মশার উৎপাত। কিন্তু সেখান থেকে চলে যাওয়ার উপায় নেই। প্রসূতি বিভাগ থেকে রোগীর প্রয়োজনে ডাক পড়তে পারে। দূরে থাকলে সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে ডাক এলে তা শোনার উপায় নেই।

সেই কারণে প্রবল সমস্যা নিয়ে পরিবারের সদস্যদের সেখানে শুয়ে-বসে রাত কাটাতে হয়। প্রতিদিন রাতে অন্তত ৪০ জন প্রসূতি বিভাগের বাইরে অপেক্ষা করেন। সকলের একটাই কথা, আত্মীয়দের থাকার যেন ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। বিষয়টি নিয়ে শুক্রবার শংকর বলেন, 'মানুষের অসুবিধার বিষয়টি দেখেছি। নতুন নাইট শেলটার তৈরির জন্য আমরা স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে আবেদন পাঠিয়েছি। দ্রুত সমস্যার সমাধান করব।'

হাসপাতালে নাইট শেলটার না থাকায় শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষায় বিভিন্ন ধরনের সমস্যা পরিজনদের পোহাতে হয়। সন্তোষীনগরের বাসিন্দা মিনা ঠাকুর তাঁর বৌমাকে এদিন প্রসূতি বিভাগে ভর্তি করান। মিনার কথায়, 'এখানে যা দুর্গন্ধ, তাতে বসে জল খাওয়ার পর্যন্ত ইচ্ছে করে না। বেশিক্ষণ বসে থাকলে আমাদেরই অসুস্থ হয়ে পড়তে হবে। কিন্তু বাধ্য হয়ে বসে রয়েছি। কোনও ওষুধ বা অন্য কোনও দরকারে প্রসূতি বিভাগ থেকে ডাকাডাকি করলে শুনতে পাব না। আমার মতো সকলেই খুবই কষ্টের মধ্যে এখানে রাত কাটাতে বাধ্য হন।'

গত ২৫ মে বিধায়ক জেলা হাসপাতালের পরিকাঠামো নিয়ে স্বাস্থ্য আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। সেদিন বৈঠক থেকে বেরিয়ে প্রসূতি বিভাগের বাইরে মাটির মধ্যে মশারি টাঙিয়ে শুয়ে থাকা লোকজনের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। দ্রুত সমস্যা সমাধান করার আশ্বাসও দিয়েছিলেন তিনি। নাইট শেলটার কোথায় হবে, সেজন্য ফাঁকা জমি সম্পর্কে জানতে চান বিধায়ক। কিন্তু নভেম্বর এসেও সেই দুর্ভোগের অবসান হল না।

ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার নরেশ মোড়ের বাসিন্দা প্রবীর রায় বৃহস্পতিবার বিকেলে তাঁর স্ত্রীকে প্রসূতি বিভাগে ভর্তি করেছেন। প্রবীর প্রসূতি বিভাগের বাইরে কোনওরকমে রাত কাটান। তাঁর কথায়, 'নালা থেকে এত দুর্গন্ধ বের হয় যে টেকা যায় না।

*এরপর দশের পাতায়*







## সপ্তম বেতন কমিশনে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা

**স্বরূপ বিশ্বাস**

**কলকাতা, ৬ নভেম্বর :** দীপাবলিতে শিক্ষকদের সুখবর। সপ্তম বেতন কমিশনের আওতায় আসছেন তাঁরাও। স্কুল শিক্ষক থেকে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা এই সুযোগ পাবেন। সঙ্গে ওইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষাকর্মীরা। বিজেপি সরকার বাংলার ক্ষমতায় এসে সপ্তম বেতন কমিশন গঠন করেছিল শুধু রাজ্য সরকারের কর্মীদের জন্য। রাজ্য অর্থ দপ্তরের শুক্রবারের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা ওই কমিশনের আওতায় এলেন।

সপ্তম বেতন কমিশন গঠন হওয়ার পর সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত সংস্থার কর্মীরা তার আওতায় আসবে কি না, তা নিয়ে ধন্দ ছিল। শুক্রবারের বিজ্ঞপ্তিতে সেই ধন্দ কাটল। এই কমিশন সরকারি কর্মী, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের বর্তমান বেতন কাঠামো পর্যালোচনা করবে। প্রয়োজনে বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ করবে। এই কমিশন গঠনের জন্য অনেকদিন থেকে কর্মী ও শিক্ষকদের দাবি এতে মান্যতা পেল।

অর্থ দপ্তরের শুক্রবারের বিজ্ঞপ্তিতে পশ্চিমবঙ্গের ২৫টি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ, মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের অধীনে কর্মরতদের সপ্তম বেতন কমিশনের আওতায় আনা হল। সরকারের এই সিদ্ধান্ত শিক্ষাক্ষেত্রে যুক্ত কর্মীদের জন্য বড় স্বস্তি বলে মনে করা হচ্ছে। বেতন কমিশনের আওতায় এল কলকাতা, যাদবপুর, উত্তরবঙ্গ, বর্ধমান, কল্যাণী, রবীন্দ্রভারতী, বিদ্যাসাগর, গৌড়বঙ্গ, প্রেসিডেন্সি ছাড়াও আলিয়া, *এরপর দশের পাতায়*



*পঞ্জাবের রাজপুরার কাছে এনজেপিগামী কর্মভূমি এক্সপ্রেসে আগুন নেভাচ্ছে দমকলবাহিনী। শুক্রবার।*

## আংটি থেকে আয়না, ধনতেরাস জমজমাট

**প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস ও তমালিকা দে**

**শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর :** সোনারুপো তো ছিলই, বাসনপত্র, বৈদ্যুতিন সামগ্রী থেকে ঝাড়ু, সবই দেদার বিকোল। শুক্রবার সকাল থেকেই শহরের বিভিন্ন নামী দোকানে ক্রেতাদের আনাগোনা শুরু। সকাল গড়িয়ে বিকেল, তারপর রাত হলেও কেনাকাটার ব্যস্ততার সেই ছবিটা খুব একটা বদলায়নি। ধনতেরাসের দিনটায় কেনাকাটাকে অনেকেই শুভ বলে মনে করেন। সেই বিশ্বাসে ভর দিয়েই শুক্রবার দোকানে দোকানে ভিড় উপচে পড়ল। নামী দোকানগুলি তো বটেই, মাঝারি থেকে ছোট দোকান মালিকদের মুখেও দারুণ হাসি ফুটল।

গয়নার দোকানের পাশাপাশি কাঁসা, পিতল ও স্টিলের বাসনের দোকানে এদিন ঠাসাঠাসি ভিড় দেখা গিয়েছে। বিধান রোড, বিধান মার্কেট, মহাবীরস্থান সহ শহরের বিভিন্ন এলাকার বাসনের দোকান, বলতে গেলে ভিড় কোথাও বাদ যায়নি। সোনার চড়া দামের কারণে যাঁরা সমস্যায়, তাঁদের অনেকেই এদিন বাসনপত্রের দোকানে ভিড় করেছিলেন। সিআইআই নর্থবেঙ্গল জোনাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান সতীশ মিক্রকা বললেন, 'দীপাবলি, ধনতেরাস উপলক্ষ্যে এখন বেশিরভাগ মানুষই সাধ্যমতো জিনিসপত্র কেনেন। আজকে জুয়েলারি, বাসনের খুব ভালো ব্যবসার পাশাপাশি যানবাহনও বিক্রি হয়েছে।'

**প্রি-বুকিং এবং আকর্ষণীয় অফারে ঝোঁক**

ধনতেরাসকে ঘিরে গয়নার দোকানগুলি এদিন খুব সুন্দর সাজে সেজে উঠেছিল। কোথাও ক্রেতাদের জন্য চা-কফির ব্যবস্থা, কোথাও কেনাকাটায় উপহারের ব্যবস্থা ছিল। সোনার দাম আকাশছোঁয়া হওয়ায় ভারী গয়নার প্রতি আজকাল অনেকেরই আগ্রহ কম। অনেকেরই এখন হালকা ওজনের স্টাইলিশ নকশার গয়নার দিকে নজর। এগুলি সহজে পরা যায়, দেখতেও আকর্ষণীয়। এমনই একজোড়া হালকা কানের দুল কিনতে বাবার সঙ্গে রিয়া তালুকদার হিলকার্ট রোডের একটি গয়নার দোকানে হাজির হয়েছিলেন। ৮–৯ গ্রামের মধ্যে ফুল-কানের দুল পেয়ে খুশি রিয়া বললেন, 'এত কম গ্রামের মধ্যে ফুল-কান পেয়ে যাব, ভাবতেই পারিনি।'

সেবক রোডের একটি সোনার দোকানের সেলস এগজিকিউটিভ অমিতাভ চৌধুরী জানিয়ে দিলেন, এখন দুই-আড়াই গ্রামে সোনার চেন তৈরি হচ্ছে। তরুণের কথায়, 'মানুষের চাহিদার কথা মাথায় রেখে হালকা গয়নায় নজর দিতে হচ্ছে।'

*এরপর দশের পাতায়*




## শেফালির প্রদীপে সম্প্রীতির আলো

**এক অলৌকিক বিশ্বাসের উপাখ্যান, যেখানে ধর্মীয় সীমানা পেরিয়ে এক মুসলমান নারীর নিরাকার সত্তায় নেমে এসেছেন স্বয়ং মহাশক্তি কালী। স্থানীয়দের কাছে তিনি 'জীবন্ত কালী'।**



**শুভঙ্কর চক্রবর্তী**

মালদার বুলবুলচণ্ডী বাজারের শেষে ঘোষপাড়ার এক এঁদো গলি। আঁকাবাঁকা পথে বেশ খানিকটা গিয়ে গলি শেষ হয়েছে রেললাইনের ধারে। লাইন ঘেঁষে থাকা বট গাছের পাশেই কংক্রিটের চাতালে তখন তৈরি হচ্ছিল মা কালীর বিশাল মূর্তি। চাতালের কয়েক পা দূরেই মাটির দেওয়াল দেওয়া ছোট্ট একটি ঘর। টালির চালার ছায়ায় মায়াবী আলোয় শান্ত হয়ে বসে আছেন বছর সত্তরের এক মহিলা। গোলাপি ও হলুদ রঙের শাড়িতে মাথা ও শরীর ঢাকা, বয়সের ভারে ন্যুব্জ অথচ চোখে এক গভীর অলৌকিক দীপ্তি। এই সেই নারী, যাঁর জীর্ণ কুটির থেকেই ছড়িয়ে পড়ে অপার ভক্তি আর সম্প্রীতির বার্তা। শুরু হয় এক অলৌকিক বিশ্বাসের উপাখ্যান, যেখানে ধর্মীয় সীমানা পেরিয়ে এক মুসলমান নারীর নিরাকার সত্তায় নেমে এসেছেন স্বয়ং মহাশক্তি কালী। বৃদ্ধার নাম শেফালি বেওয়া। স্থানীয়দের কাছে তিনি 'জীবন্ত কালী'।



*বাড়ির দুয়ারে বসে শেফালি বেওয়া। নির্মীয়মাণ কালী প্রতিমা (ইনসেটে)।*

আজ থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগের কথা। তখন ঘোর অমাবস্যার মতো এক দীর্ঘ রোগভোগে জর্জরিত ছিলেন শেফালি। নানা ওষুধ আর চিকিৎসাও তাঁর জীর্ণ শরীরকে সুস্থ করে তুলতে পারেনি। জীবনের সেই প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ একদিন তাঁর মাথাভর্তি চুল জট পাকিয়ে যায়। স্থানীয় এক কবিরাজ এসে অবাক হয়ে জানান, এটি কোনও রোগ নয়, শেফালির অবহেলিত শরীরে স্বয়ং মা কালী আসন গ্রহণ করেছেন। সেই অলৌকিক মুহূর্ত থেকেই শুরু হয় তাঁর শরীরে মায়ের ভর ওঠার পালা। নির্দেশ আসে, নিজের হাতে মায়ের পুজো শুরু করতে হবে। সেই থেকে কেন্দুয়ার লাইনপারে শুরু হয় শেফালি বেওয়ার কালীপুজো।

প্রতিবছর টানা ১৫ দিন ধরে চলে মায়ের পুজো। এই পুজো কোনও প্রচলিত নিয়মমাফিক আড়ম্বরে সীমাবদ্ধ নয়, এটি আসলে এক ভক্তির সাধনা। সবচেয়ে বড় কথা, সম্প্রীতির এই মহান পুজোয় কোনও ধরনের পশুবলি বা হিংসার স্থান নেই। এখানে কেবল রয়েছে অহিংসা, *এরপর দশের পাতায়*

# মরা হাতি লাখ টাকা, জ্যান্ত পাঁঠাও

গৌতম দাস

**গাজোল, ৬ নভেম্বর :** খুব সুন্দর করে সাবান আর শ্যাম্পু দিয়ে স্নান করেছে। খুড়ি, করিয়ে দিয়েছে। তারপর রংচংয়ে কাপড়ের ফুল দিয়ে সেজেছে। খুড়ি, সাজিয়ে দিয়েছে। সকাল সকাল এতকিছু সাজগোজ সেরে চলে এসেছে হাটে। খুড়ি, নিয়ে আসা হয়েছে হাটে। কারও গায়ের রং কুচকুচে কালো। কেউ আবার তামাটে। কারও গোটা শরীর সাদা, কিন্তু মাথাটা কালো রঙের। কারও আবার সাদা শরীরে তামাটে ছোপ। মরা হাতির দর তো সেই বহুকাল থেকেই লাখ টাকা বটে, তবে শুক্রবার, কালীপুজোর আগে পাড়ুয়ার সেই হাটে একেকজনের দাম ঠেলে উঠল লাখের কাছাকাছি।

পাঁঠা বলে কি ফ্যালনা নাকি? কারও উচ্চতা আড়াই ফুট, কেউ ফুট তিনেক উঁচু। রীতিমতো স্বাস্থ্যবান সেসব পাঁঠার একেকটার ওজন ৮০-৯০ কেজি থেকে শুরু করে



এক কুইন্টাল পেরিয়েও গিয়েছে। সেসব রামপাঁঠার তেজ সামলে রাখা মুশকিল। গাজোলের পাড়ুয়ার প্রসিদ্ধ পাঁঠার হাটে এদিন তো মাঝেমধ্যেই সেইসব পাঁঠাদের মধ্যে লড়াই-ই বেধে যাচ্ছিল। আর সামলাতে হিমসিম খাচ্ছিলেন মালিকরা। সেই লড়াই দেখতেও আবার হাটের মাঝে ভিড় করছিলেন উৎসাহীরা। এদিন পাড়ুয়ার পাঁঠা হাটে যাঁরা পাঁঠা কিনতে এসেছিলেন তাঁরা অন্তত একবার দেখে যাচ্ছিলেন এই বিশাল পাঁঠাগুলিকে। দাম ৫০ হাজার থেকে শুরু।

পাড়ুয়ার এই হাট পাঁঠা কেনাবেচার জন্য বিখ্যাত। কালীপুজোর আগে শুক্রবার ছিল শেষ হাট। স্বভাবতই ভিড় উপচে পড়েছে। কারও চাই কুচকুচে কালো। কারও চাই ধবধবে সাদা। কেউ চাইছেন বড় পাঁঠা। কারও পছন্দ দেশি পাঁঠা। আবার কেউ চাইছেন রামপাঁঠা। বিভিন্ন কালীপুজো কমিটির সদস্য থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ এদিন এসেছিলেন হাটে। আর শুধু মালদা জেলা নয়, ক্রেতা ও বিক্রেতারা এসেছিলেন মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, বিহার বা ঝাড়খণ্ড থেকেও। বিক্রেতারা বললেন, অন্যান্য বারের থেকে এবার ক্রেতা ও বিক্রেতা, দু'পক্ষেরই সংখ্যা বেড়েছে। এদিন সবথেকে বেশি বিক্রি হয়েছে কুড়ি থেকে তিরিশ হাজার টাকা দামের মধ্যম সাইজের পাঁঠা। ছাগল হাট পরিচালনার দায়িত্বে থাকা শেখ কাইয়ুম নামে এক ব্যক্তি জানালেন, কালীপুজো উপলক্ষ্যে গত কয়েকটা হাটবার থেকেই বিক্রি বেড়েছে।

মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান থেকে এক কুইন্টাল পাঁচ কেজি ওজনের পাঁঠা নিয়ে এসেছিলেন মামুদ হোসেন। মামুদ বললেন, 'আমাদের এলাকা থেকে অনেকেই পাঁঠা নিয়ে এসেছেন। আমার এই বড় পাঁঠার দাম রেখেছি ৯৫ হাজার টাকা।' দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে পাঁঠা কিনতে এসে বিপ্লব সরকার বলছিলেন, 'প্রতিবছর এই হাট থেকেই পাঁঠা কিনি। তবে আমি খুব বেশি বড় পাঁঠা কিনব না। আমার বাজেট ১২ থেকে ১৫ হাজার টাকা।'

# সেনকো গোল্ডের 'তুমসে হ্যায় ইয়ে তিওহার'

নিউজ ব্যুরো

**৬ নভেম্বর :** দেশজুড়ে ২০২টি শোরুম নিয়ে ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় জুয়েলারি রিটেলার সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস সম্প্রতি তাদের নতুন ধনতেরাস ক্যাম্পেন 'তুমসে হ্যায় ইয়ে তিওহার' লঞ্চ করেছে। ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর কিয়ারা আদবানিকে নিয়ে এই ক্যাম্পেনের পাশাপাশি বাজারে এসেছে তাদের নতুন 'শগুন ফেস্টিভ জুয়েলারি কালেকশন'ও। উৎসবের ঐতিহ্যের সঙ্গে সাজগোজের আনন্দ এবং গয়নার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ককেই তুলে ধরেছে এই প্রচার।

সেনকোর ডিরেক্টর ও হেড অফ মার্কেটিং অ্যান্ড ডিজাইন জয়িতা সেন বলেন, 'ধনতেরাস হল নতুন শুরু এবং সমৃদ্ধি উদযাপনের এক শুভ সময়। আকর্ষণীয় অফার এবং অসাধারণ ডিজাইনের মাধ্যমে ক্রেতাদের উৎসবের কেনাকাটাকে আরও স্পেশাল করে তোলাই আমাদের লক্ষ্য।'

অন্যদিকে সংস্থার এমডি ও সিইও শুভঙ্কর সেন জানিয়েছেন, দীপাবলি ও ধনতেরাস সৌভাগ্য ও দীর্ঘস্থায়ী মূল্যের প্রতীক। সম্প্রতি সোনার দামের সংশোধনের ফলে, অনেকেই ধনতেরাস ও আসন্ন বিয়ের মরশুমের জন্য এখন থেকেই গয়না কেনার দিকে ঝুঁকছেন।

# জৈব সারে জোর

নিউজ ব্যুরো

**৬ নভেম্বর :** সম্প্রতি পুরীতে সাড়ম্বরে আয়োজিত হল সুপার এগ্রো ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের বার্ষিক ব্যবসায়িক সম্মেলন। বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা ডিলার ও ডিস্ট্রিবিউটারদের পাশাপাশি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি আধিকারিকরা। সংস্থার অধিকর্তা অমরেশ মিশ্রের উপস্থিতিতে কৃষিকাজের নানা গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা হয়। তবে এদিনের মূল আকর্ষণ ছিলেন সংস্থার এমডি গোপাল মিশ্র। বর্তমান কৃষিকাজে জৈব সারের ব্যবহার ঠিক কতটা জরুরি, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন তিনি। পাশাপাশি, এই বিশেষ মঞ্চ থেকেই সুপার এগ্রোর তৃতীয় প্রজন্মের প্রতিনিধি সিদ্ধার্থ মিশ্র এবং সমরেশ মিশ্র আগামীদিনের ডিরেক্টর হিসেবে সকলের সঙ্গে পরিচিত হন।

# গ্রেপ্তার ১২

**রতুয়া, ৬ নভেম্বর :** জুয়ার আসরে অভিযান চালিয়ে রতুয়ার পৃথক দুই এলাকা থেকে ১২ জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে রতুয়ার দেবীপুর ও বাহারালে পুলিশ আচমকা হানা দেয়। শুক্রবার ধৃতদের চাঁচল মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতে পাঠিয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, জেলা পুলিশের নির্দেশে কিছুদিন আগে মদ-জুয়ার আসরের বিরুদ্ধে মাইকিং করা হয়েছিল। নির্দেশ অমান্য করলে কঠোর ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি দিয়েছিল পুলিশ।


**পূর্ব রেলওয়ে**

নোটিস নং. : সিগ_ডব্লু_৫_পলিসি, তারিখ : ০৪.১১.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর - কালবলিয়া, জেলা- মালদা, পিন - ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : **ই-টেন্ডার নং: এমএলডিটি_ এসএনটি_ ২৬-২৭_২৬_৩টি, তারিখ : ০৪.১১.২০২৬; কাজের নাম:** ০৩ বছরের জন্য নিউ ফরাক্কা - জঙ্গীপুর রোড (৪৫ আরকেএম) এবং হাঁসডিহা - গোড্ডা (৩২ আরকেএম) শাখায় ২৪ এবং ওএফসি কেবেল -এর বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি (এএমসি); **টেন্ডার মূল্য :** ৮৫,৫৭,১৭২.৯০ টাকা; **বায়না অর্থ :** ১,৭১,২০০.০০ টাকা; **ই-টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময় :** ১২.১১.২০২৬ তারিখ থেকে ২৬.১১.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা পর্যন্ত। **ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড :** ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in নোটিসবোর্ডঃ সিনি. ডিএসটিই অফিস, ডিআরএম বিল্ডিং, মালদা। (MLD-242/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in - এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter



**e-TENDER NOTICE**
**Block Development Officer**
**Matiali :: Jalpaiguri**

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. WB BLOCK/06/BDO/MATIALI/2026-27
Last date of online bid submission : 20.11.2026 upto 16:00 hours.
For further details following site may be visited http://tenders.wb.gov.in

Sd/-
**Block Development Officer**
**Matiali :: Jalpaiguri**



**NOTICE INVITING e-TENDER**
**N.I.e.T No. WB/APD-I/EO-ET/07/2026-27, dt. 06/11/2026,**
Last date and time for bid submission-23/11/2026 at 18.00 hours.
For more information please visit : www.tenders.wb.gov.in

**Sd/-**
**Executive Officer**
**Alipurduar-I Panchayat Samity**
**Panchkolguri : Alipurduar**



**পূর্ব রেলওয়ে**

**ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি**

**নং সিওএম-পিইউবি-ই-অকশন-এসডিএএইচ** **তারিখ: ০৪.১১.২০২৬**

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, ডিআরএম বিল্ডিং, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৪ কর্তৃক অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের নিকট থেকে আইআরইপিএস পোর্টালের www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন সম্পদের চুক্তিস্থ বন্টনের জন্য ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে, অকশন ক্যাটালগের বিশদ নিম্নরূপ : **অকশন ক্যাটালগ নং. এডিভিটি-এসডিএএইচ-১১-০২, নিলাম শুরু:** ১৭.১১.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২ টায়; **চুক্তির মেয়াদ :** ০৩ বছর; **এসইকিউ নং.; লট নং./বিভাগ ও বিবরণ** যথাক্রমে : এএ/১; **এডিভিটি-এসডিএএইচ-আরএইচএ-ওএসএন-৩৯-২৬-২ (বিজ্ঞাপন স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল);** শিয়ালদহ ডিভিসনের ক্লাস্টার VII স্টেশনমূহে (অধিক্ষেত্র : হালিশহর থেকে রানাঘাট, রানাঘাট থেকে শান্তিপুর, রানাঘাট থেকে গেদে, কল্যাণী শিল্পাঞ্চল থেকে কল্যাণী সীমান্ত পর্যন্ত) স্টেশনের অভ্যন্তরীণ এলাকায় বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের প্রদর্শন। **এএ/২; এডিভিটি-এসডিএএইচ-এসডিএএইচ-ওএসএন-৭৮-২৬-২ (বিজ্ঞাপন স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল);** শিয়ালদহ রেলওয়ে স্টেশনের প্রফুল্ল দ্বারের থামগুলিতে কেবলমাত্র নির্দিষ্ট স্থানে স্থায়ী বাণিজ্যিক ব্যাকলিট বিজ্ঞাপনের প্রদর্শন। **এবি/১; এডিভিটি-ইন্টইএক্সটি-৯৮৭৩৬-২-২৫-১ (ট্রেনের অভ্যন্তরে এবং বাইরে)** ১৩১৮৭/৮৮ শিয়ালদহ-রামপুরহাট মাতারা এক্সপ্রেস-এর বহির্গাত্রে (সম্পূর্ণ অংশে) ভিনাইল র‍্যাপিং দ্বারা (আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুসারে গ্রাফিক ফিল্ম) এবং কোচসমূহের অভ্যন্তরে নির্ধারিত স্থানগুলিতে বিজ্ঞাপনী প্রদর্শন; **এবি/২; এডিভিটি-ইন্টইএক্সটি-এস১-১২সি০৭২২০৪-২৬-১ (ট্রেনের অভ্যন্তরে এবং বাইরে);** ভিনাইল স্টিকার ব্যবহার দ্বারা (আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুসারে গ্রাফিক ফিল্ম) শিয়ালদহ ডিভিসনে চলাচলকারী ১২ কোচের ইএমইউ রেকের ০৫টি থ্রি ফেজ কোচের বাইরের তলে সমগ্র গাত্রে এবং কোচের অভ্যন্তরে নির্ধারিত স্থানে বিজ্ঞাপনের প্রদর্শন। সম্ভাব্য সকল দরপ্রস্তাবদাতাদের সম্পূর্ণ বিশদ দেখতে এবং প্রদত্ত কর্মসূচি অনুসারে উপরোক্ত ই-নিলামে অংশ নিতে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখতে বলা হচ্ছে।

(SDAH-295/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in -এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter



**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**
**Tender Ref No : WBPWD/EE/CED/eNIT-60/2026-2027**
**(Tender ID : 2026_WBPWD_5084469_1)**
EE, CED, P.W. Dte Invite online e-tender for the following work : Name of Work : (1) Annul Maintenance for upkeepment of Electrical Installation under Dinhata SD Hospital, Dinhata, in the Dirrict of Coochbehar---Day to day operation of Bed Cum 15 passenger lift at Dinhata Sub Divisional Hospital, Cooch Behar. Bid Submission Start Date : 21.11.2026 at 09:00 A.M. Bid submission Closing Date : 01.12.2026 at 12:00 P.M. Bid Opening Date : 03.12.2026 after 01:00 p.m. Details of NIT and tender documents may be downloaded from https://wbtenders.wb.gov.in Sd/- Simson Thakur, Executive Engineer, P.W.D. Cooch Behar Electrical Division.
ICA-T19744(2)/2026



**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**
AE, Chanchal Sub-Division, SS,PWDte. invites Online e-Tender WBPWD/ AE/CSD/SS/NI(e)T - 03/26-27, ID:- 1. 2026_WBPWD_5084296_1, for "1.Topographical Survey and Levelling and Sub- Soil investivation for the proposed Upgradation and Modernization of Bamongola RN26001242 and 2. Sub Soil Investigation for the proposed Construction of Multi-storied Quarter Buildings at Bamongola RH, Malda. RN 26001243."; Last date of its Submission 23/11/26 Intending bidders are requested to visit the website https://wbtenders.gov.in and this office notice board. Sd/- Assistant Engineer, Chanchal Sub-Division, Social Sector, P.W. Dte.
ICA-T19792(1)/2026



**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**
E.E./T.B.C.D, P.W.D. invites online e-tender for the works of :- 1. Providing 18 nos. (Unskilled Un-armed) security guards at different establishment of PWD under TBCD PWD Mkg during 2024 2025 a) Premises of TBCD PWD 6 Nos, b) TBCSD-I PWD at Mkg - 4 Nos, c) TBCSD-II PWD at Hdb 4 NOS and d) PWD Stack Yard Mkg Cooch Behar under TBCSD-I 4 Nos. Tender Id- 2026_WBPWD_5084457_1. e-NIQ No.- 11 of 2026-27 of EE/TBCD/PWD Bid Submission start date (online) 07.11.2026 from 11:00 hrs. Bid Submission closing date (online) 20.11.2026 upto 16:00 hrs. Corrigendum if any will be published in website only, Details of N.I.T. and Tender documents may downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- E.E, P.W.D, TBCD. Mekhliganj,Coochbehar.
ICA-T19805(3)/2026



**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**
Executive Engineer, Malda Highway Division, P.W.(Roads) Directorate invites online e-tender for one no. work. Supply of service for maintaining, up keeping and hospitality service including maintenance of gardening, cleaning of Mangalbari campus area at Mangalbari Rest Shed, Mangalbari under Malda Highway Division, P.W.(Roads) Directorate. e-NIQ No. 05 of 2026-27 of EE, MHD. Tender ID: 2026_WBPWD_5083893_1. Bid submission start date (online): 05/11/2026 from 6:55 pm. Bid submission closing date (online): 17/11/2026 up to 2:00 pm. Details of N.I.Q. and Tender documents may be downloaded from: http://wbtenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, Malda Highway Division, P.W.(Roads) Dte., Govt. of W.B.
ICA-T19785(3)/2026



**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**
Assistant Engineer, P.W.D., Sub-Division No II, Cooch Behar invites online e-tender. **e-NITNo.-WBPWD/AE/CSD-II/NIT_17/26_27. Tender ID : i) 2026_WBPWD_5084027_1.** Bid Submission start date (online) : **05.11.2026 from 18:00 Hrs.** Bid Submission closing date (online) : **12.11.2026 upto 18:00 Hrs.** Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may downloaded from: **http://wbtenders.gov.in** Sd/- Assistant Engineer (PWD), Cooch Behar Sub Division No II, Cooch Behar.
ICA-T19781(1)/2026



**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**
EE, Malda Division, SS, PWDte. invites Online e-Tender WBPWD/EE/MD/SS/NI(e)**T-04/2026-27(3rd Call)** ID:- 2026_WBPWD_5083810_1 for Repair and Renovation Works (Civil) of Administrative Building Government ITI Habibpur in the District of Malda. Bid submission Closing Date on 23.11.2026 at 12:00 P.M. Intending bidders are requested to visit the website **https://wbtenders.gov.in** and this office notice board. Sd/- Executive Engineer, Malda Division, Social Sector, P.W. Dte.
ICA-T19762(3)/2026



**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**
Executive Engineer, Malda Highway Division, P.W.(Roads) Directorate invites online e-tender for one no. work. Supply of service for maintaining gardens, cleaning of office buildings (inside & outside) and scavenging to courtyards, internal roads to the office Compound of P.W.(Roads) Dte., at Singatala, Malda under Malda Highway Division, P.W.(Roads) Directorate. e-NIQ No. 06 of 2026-27 of EE, MHD. Tender ID: 2026_WBPWD_5084008_1. Bid submission start date (online): 05/11/2026 from 6:55 pm. Bid submission closing date (online): 17/11/2026 up to 2:00 pm. Details of N.I.Q. and Tender documents may be downloaded from: http://wbtenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, Malda Highway Division, P.W.(Roads) Dte., Govt. of W.B.
ICA-T19786(3)/2026



**SILIGURI JALPAIGURI DEVELOPMENT AUTHORITY**
**PUBLIC NOTICE**
**(under section 36 of the West Bengal Town and Country (Planning and Development) Act, 1979)**

WHEREAS, Siliguri Jalpaiguri Development Authority (hereinafter called SJDA), in pursuance of the provisions of Section 40 of the West Bengal Town and Country (Planning and Development) Act, 1979 (West Bengal Act XIII of 1979) has prepared an amendment to the Schedule-V of zoning & sub division regulation for control of development and use of land portion of the Land Use and Development Control Plan (hereinafter referred to as the "LUDCP"), which was notified vide no. 513/SJDA dated 16.12.1992. The said amendment has been undertaken in accordance with the directives issued by the Department of Urban Development & Municipal Affairs, Government of West Bengal, vide Notification No. 1954-UDMA-22013(99)/18/2025-DAC SEC-Dept. of UDMA dated 15.12.2025, as part of the Compliance Reduction and De-regulation exercise initiated by the Government of India.

AND WHEREAS, in exercise of the power conferred by sub- section (1) of Section 36 of the said Act, SJDA hereby publishes this public notice regarding the preparation of the aforesaid amendment to the Schedule-V of zoning & sub division regulation for control of development and use of land portion of the LUDCP, on prior approval of the State Government vide no. 1909- UDMA/16/2026-DAC SEC-Dept. of UDMA dated 30.10.2026, and on publication in an extraordinary issue of the Kolkata Gazette of 3rd November, 2026 vide memo. no. 1205/1/Plg/2/95/SJDA, Inviting objections in writing from any person with respect to the proposed amendment within a period of 60 (sixty) days from the date of publication of this Public Notice.

A copy of the proposed amendment may be inspected on any working day between 11:00A.M. and 4:00 P.M. at the Office of the Chief Executive Officer of Siliguri Jalpaiguri Development Authority, at Himanchal Vihar, Near-Passport Seva Laghu Kendra, Matigara-734010. A soft copy of the proposed amendment to the LUDCP may also be availed at the official website of the Department of Urban Development & Municipal Affairs, Government of West Bengal (https://udma.wb.gov.in/), for public scrutiny.

Such objections, in triplicate, addressed to the Chief Executive Officer, Siliguri Jalpaiguri Development Authority, will be received by the Office of the Chief Executive Officer of Siliguri Jalpaiguri Development Authority, at Himanchal Vihar, Near Passport Seva Laghu Kendra, Matigara-734010 on all working days between 11:00 A.M. and 4:00 P.M. or by post within 60(Sixty) days from the date of publication of this notice The prescribed form for submission of objections shall be made available free of cost at the offices of Siliguri Jalpaiguri Development Authority.

**Ref. Memo No.1205/1/Plg/2/95/SJDA dated 03.11.2026.**

**Sd/-**
**VANDAVASI TEJA DEEPAK, IAS**
**Chief Executive Officer,**
**Siliguri Jalpaiguri Development Authority**



**গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা মেরামতের ব্যবস্থা**

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: **86/W-2/APDJ,** তারিখ: **03-11-2026।** নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং.: 30-AP-I-2026। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: নিউ কোচবিহারে - ১৪ বিএন আরপিএসএফ ক্যাম্পাসে-এর জন্য জল জমে থাকা রোধ করার লক্ষ্যে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তার মেরামত এবং নিকাশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ। টেন্ডার মূল্য: ২,৫৫,৯৮,৬০৪.১৯ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ৫,১২,০০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২৫-১১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা হবে** ২৫-১১-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ২৫-১১-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়



**পিএসআইর নির্ধারিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং অনির্ধারিত রক্ষণাবেক্ষণের কাজ**

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এপি-ইএল-টিআরডি -১৮-২৬-২৭ তারিখ ০৪-১১-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার সংখ্যা. এপি-ইএল-টিআরডি-১৮-২৬-২৭। কাজের নাম: আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে এডিইই/টিআরডি/নিউ মাল জংশন অধিক্ষেত্রের অধীনে ০২ বছরের জন্য (২৪ মাস) ধূপগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জংশন এবং নিউ মাল জংশনের ওএইচই সাথে পিএসআই ডিপোসমূহের জন্য পিএসআইর নির্ধারিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং অনির্ধারিত রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। টেন্ডার রাশি: ১,১০,৭১,০১৪.৬০/- টাকা। বায়না রাশি: ২,০৫,৪০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ৩০-১১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবে ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট (টিআরডি)/আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জোষ্ঠ ডিইই/টিআরডি, ওপি এণ্ড জিএস, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"



**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**
EE, JCD, PWD, Jalpaiguri, invites e-Tender for the work of **"1) Repairing and renovation works of Drain, Plinth Protection & Pathway around Chemistry Department Building at P.D. Women's College, Jalpaiguri."** Tender ID-2026_WBPWD_5083610_1. Estimated Amount :- Rs. 775568.00. **"2) Repairing and renovation work to inside portion of one residential building of 6 number staff quarters , remaining work of Uttara hostel two number toilets including remaining work of one toilet block at 2nd floor of college building and portion of pathway at P.D. Women's' College, Jalpaiguri."** Tender ID-**2026_WBPWD_5083610_2.** Estimated Amount :- Rs. 1369522.00. **"3) Repair and renovation works of the District Library Building including renovation of existing hall on the 2 nd floor of the building, in the district of Jalpaiguri."** Tender ID-2026_WBPWD_5083610_3. Estimated Amount :- Rs. 7278359.00. NIeT No-WBPWD/EE/JCD/NIeT No 05 of 2026-27 for Sl No- 01 Bid submission start date (online) :- 10.11.26. from 09:00 A.M. Bid submission closing date (online) 17.11.26. up to 02:00 P.M. For Sl No- 02 & 03 Bid submission start date (online) :- 10.11.26. from 09:00 A.M. Bid submission closing date (online) 24.11.26 up to 02:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT & tender documents may be downloaded from http://tenders.wb.gov.in Sd/- EE, JCD, PWD, Jalpaiguri, Govt. of W.B.
ICA-T19761(3)/2026



**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**
Executive Engineer (P.W.D), Jalpaiguri Division, Jalpaiguri invites online tender for the work **Sl No-1) Repairing And Renovation of the Old main Building at Purta Bhawan Complex, Hakim Para, Jalpaiguri,Under Jalpaiguri Sub-Division, P.W.Dte. NIeT No11 of 2026_27 (1s call). Tender Id : 2026_WBPWD_5084068_1. Estimated Amount Put to Tender : Rs, 40,65,435.09. Sl No-2) Thorough Repair And Renovation Work of Inspection Bungalow Room No.2 & 4 and Rest Shed Room No. 1, 2, 3 & 4 including bathroom under Jalpaiguri Division, P.W.Dte.** In the district of Jalpaiguri. **NIeT No11 of 2026_27 (1s call). TenderId : 2026_WBPWD_5084068_2. Estimated Amount Put to Tender: Rs. 15,76,469.16. Sl No-3) Repair And Renovation Works of Chalsa P.W.Dte.-Annexe Inspection Bungalow at Chalsa under Jalpaiguri Division, P.W.Dte. in the District of Jalpaiguri. NIeT No11 of 2026_27 (1s call). Tender Id : 2026_WBPWD_5084068_3. Estimated Amount Put to Tender: Rs. 14,48,039.17. Sl No-4) Repair And Renovation Work to Chalsa P.W.Dte-Wooden Inspection Bungalow at Chalsa under Jalpaiguri Division, P.W.Dte. in the District of Jalpaiguri. NIeT No11 of 2026_27 (1s call). Tender Id : 2026_WBPWD_5084068_4. Estimated Amount Put to Tender : Rs. 23,50,572.20.** Bid submission closing date(online):27.11.2026 up to 12:30 Hrs. **Technical Opening date (online) :** 30.11.2026 at 12:30 Hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT documents may be downloaded from : http://tenders.wb.gov.in Sd/- EE, JALPAIGURI DIVISION, PWD, GOVT. OF W.B.
ICA-T19778(3)/2026



**কলকাতা ও নিউ কোচবিহার-এর মধ্যে ফেস্টিভ্যাল স্পেশাল ট্রেন**

উৎসবের মরসুম-২০২৬-এর সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামলাতে, নীচের বিবরণ অনুযায়ী ট্রেন নং. ০৩১২৫/০৩১২৬ কলকাতা-নিউ কোচবিহার-কলকাতা ফেস্টিভ্যাল স্পেশাল (টিওডি) চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে:

**ট্রেন নং.- ০৩১২৫ কলকাতা থেকে ৭, ১৪, ২১ এবং ২৮ নভেম্বর- ২০২৬ (০৪টি ট্রিপ)**
**ট্রেন নং.- ০৩১২৬ নিউ কোচবিহার থেকে ৮, ১৫, ২২ এবং ২৯ নভেম্বর- ২০২৬ (০৪টি ট্রিপ)**

| দিন | পৌঁছাবে | ছাড়বে | স্টেশন | পৌঁছাবে | ছাড়বে | দিন |
|---|---|---|---|---|---|---|
| শনি | — | ২৩.৪০ ↓ | কলকাতা | ০৮.১০ | — | |
| রবি | ০১.২৬ | ০১.২৮ | কৃষ্ণনগর সিটি | ০৫.১২ | ০৫.১৪ | সোম |
| | ০৪.৩০ | ০৪.৩২ | জঙ্গিপুর রোড | ০২.৪৬ | ০২.৪৮ | |
| | ০৮.২৫ | ০৮.৩৫ | মালদা টাউন | ০১.৩০ | ০১.৪০ | |
| | ১০.৩৫ | ১০.৩৭ | কিষাণগঞ্জ | ২২.৩০ | ২২.৩২ | রবি |
| | ১১.২০ | ১১.২২ | আলুয়াবাড়ী রোড | ২২.০০ | ২২.০২ | |
| | ১২.১৫ | ১২.২৫ | নিউ জলপাইগুড়ি | ২১.০৫ | ২১.১৫ | |
| | ১৩.১০ | ১৩.১২ | জলপাইগুড়ি রোড | ২০.২৮ | ২০.৩০ | |
| | ১৩.৩৭ | ১৩.৩৯ | ধূপগুড়ি | ১৯.৩৬ | ১৯.৩৮ | |
| | ১৫.৩০ | — | নিউ কোচবিহার ↑ | — | ১৮.৩০ | |

অন্যান্য বাণিজ্যিক স্টপেজঃ নৈহাটি জং., রানাঘাট জং., বহরমপুর কোর্ট, আজিমগঞ্জ জং., নিউ ফারাক্কা ও বারসুই।

গঠনঃ এসি-২ টিয়ার (দুই ), এসি-৩ টিয়ার (পাঁচ), এসি-৩ টিয়ার ইকোনমি (দুই), শয়ন শ্রেণি (সাত), সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি (চার), ব্রেক, লাগেজ কাম জেনারেটর কার (দুই) = ২২টি কামরা।

জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশনস)
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়



**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**
Online bids are invited for the work under **Tender ID : 2026_WBPWD_5083990_1.** Bid Submission end Date : **27.11.2026 (upto 14:00 Hrs.).** For details please follow the website: **https://tenders.wb.gov.in** Sd/- EE, PWD, Malda Electrical Division.
ICA-T19780(2)/2026



**OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER**
**DINHATA-I DEVELOPMENT BLOCK**
**P.O. DINHATA, DIST.-COOCHBEHAR,**
**P.S. DINHATA, PIN-736135**

E-Tender are invited from bonafide resourceful Contractor/ Bidder for NIT No-Din-I/BDO/VBGRAMG/01/26-27 (3rd call), dated : 06.11.26 & NIT No. -Din-I/BDO/VBGRAMG/02/26-27 (3rd call), dated : 06.11.26 of the BDO, Dinhata-I Dev. Block for 2 nos scheme under VB-G-RAM-G fund. Details are shown in www.tender.wb.gov.in. The last date of

## তোর্ষায় আইন মেনে উচ্ছেদ

**কলকাতা, ৬ নভেম্বর :** বেআইনি দখলদারি থাকলেও আইনানুযায়ী পদক্ষেপের পক্ষে মত রাখল কলকাতা হাইকোর্ট। আলিপুরদুয়ারের তোর্ষা চা বাগানের জমিতে জবরদখল উচ্ছেদ সংক্রান্ত মামলায় বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য ও বিচারপতি অর্জন রায় মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য, 'জনগণের জমিতে জনস্বার্থে কোনও সরকারি প্রকল্প হলে আইন মেনেই কাজ করতে হবে।' ধর্নায় বসে থাকা বিক্ষোভকারীদের সরাতে কেন সরকার বুলডোজার এনেছে তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে ডিভিশন বেঞ্চ। আদালতের মন্তব্য, 'মশা মারতে আপনারা কামান আনবেন?' বিতর্কিত ওই জমিতে বসবাসকারী মানুষগুলির কথা আদালতকে আগে ভাবতে হবে বলে মন্তব্য করেন বিচারপতি ভট্টাচার্য। ওই জমিতে কাজ চালিয়ে যেতে পারবে স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ। তবে কোনও বেআইনি জবরদখল থাকলে তা সরানোর ক্ষেত্রে ভারতীয় আইন মেনেই পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ।

## ইন্দ্রনীলকে নিয়ে তল্লাশি

**কলকাতা, ৬ নভেম্বর :** মাস আর্ট কাণ্ডে ধৃত প্রাক্তন পর্যটনমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর একাধিক বাড়িতে তল্লাশি চালাল পুলিশ। কসবা, চন্দননগর সহ তাঁর বিভিন্ন বাড়িতে পৌঁছোয় তদন্তকারীদের দল। এখনও পর্যন্ত দেড়শো কোটির আর্থিক দুর্নীতির হদিস পেয়েছেন তদন্তকারীরা। মাস আর্টের নামে প্রায় ৫০ কোটি টাকার টেন্ডার ডাকা হয়েছে। বাকি তিনটি সংস্থার মাধ্যমে আরও টাকার টেন্ডার ডাকা হয়েছিল। ফলে আর্থিক দুর্নীতির পরিমাণ আরও বাড়বে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। ইতিমধ্যেই তাঁর ২৬টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে। সূত্রের খবর, ইন্দ্রনীলের স্ত্রী মধুচ্ছন্দার মতোই তাঁর মেয়ে আভেরি সেনও বাবার ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছেন। বাবার নির্দেশ মতো তিনি কাজ করতেন বলে তদন্তকারীদের জেরায় স্বীকার করেছেন। জানা গিয়েছে, ইউনেস্কোর সঙ্গে মাস আর্টের চুক্তি হয়েছিল কি না, তা জানতে ফের চিঠি পাঠিয়েছে লালবাজার। পাশাপাশি ইন্দ্রনীলের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন আইনের ধারা যুক্ত করা হতে পারে।



*শ্যামাকে আগলে ঘরের পথে। শুক্রবার কলকাতায়। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়*

# গড়ফায় কিশোরের গায়ে আগুন

## অত্যাচারের ভিডিও রেকর্ডিং ভাইরাল

**কলকাতা, ৬ নভেম্বর :** কলকাতার গড়ফায় কিশোরের গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগানোর অভিযোগ একদল তরুণ ও কিশোরের বিরুদ্ধে। শুধু আগুন লাগানোই নয়, অত্যাচার চালানোর সময় সেই ঘটনাকে মোবাইলে রেকর্ডও করে তারা। ইতিমধ্যেই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পাশাপাশি ঘটনার সঙ্গে যুক্ত দুই নাবালককে পাকড়াও করা হয়েছে। কিশোরের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হলেও বুক ও পেট ঝলসে গিয়েছে। এদিকে, ২৭ অক্টোবর গড়ফার লেলিনগড়ের ওই ঘটনার ভিডিও শুক্রবার ভাইরাল হওয়ার পর অল্প বয়সিদের মধ্যে কেন এভাবে অপরাধের প্রবণতা বাড়ছে সেই বিষয়ে চিন্তা প্রকাশ করেছেন অনেকে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই দিন বাড়ি ফেরার সময় কিশোরকে জোর করে এলাকার একটি জলাশয়ের ধারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মাথায় হেলমেট পরিয়ে তার চোখ বেঁধে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। আপত্তি জানিয়ে হেলমেট খুলে ফেললে তাকে জোর করে পেট্রোল খাওয়ানোরও চেষ্টা করা হয়। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, পুকুরপাড়ে বসে রয়েছে নাবালক এবং তাকে ঘিরে গোল করে দাঁড়িয়ে আছে চার থেকে পাঁচজন। এরপরই স্কুটারের চেম্বার থেকে পেট্রোল বের করে তার গায়ে ঢালতে দেখা যায়। যদিও তারপরেও কিশোর সেখানে বসে ছিল। এরপরেই এক তরুণ অন্য এক তরুণকে দেশলাই ছুড়ে দেয়। দেশলাই ধরিয়ে নাবালকের গায়ে সেটা ছুড়তেই দাউ দাউ করে আগুন ধরে যায় তার শরীরে। আতঙ্কে চিৎকার করে ছুটতে শুরু করে সে। স্থানীয় বাসিন্দারাই তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। এক স্থানীয় বাসিন্দার কথায়, 'অভিযুক্তরা কেউ এই এলাকার নয়। ওরা মূলত নেশা করতেই এদিকে আসে।'

যদিও পরিবারের দাবি, অভিযুক্ত এক তরুণের থেকে ছয়মাস আগে ৫০০ টাকা ধার নিয়েছিল ওই নাবালক। অভিযোগ, তারপর থেকেই বিভিন্ন সময় প্রায়ই কিশোরকে হেনস্তা করা হত। তবে সেই ধার মিটিয়ে দেওয়া হয়ছিল বলে জানিয়েছে ওই কিশোরের পরিবার। ঘটনাটি ক্যামরায় রেকর্ড করায় পুলিশের প্রাথমিক অনুমান রিল বানানোর নেশায় ঘটনাটি ঘটেছে। তবে এই ঘটনার সঙ্গে বিকৃত মানসিকতার যোগ থাকতে পারে মনে করছে নাগরিক সমাজের একটি অংশ।

মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডঃ সব্যসাচী মিত্রের কথায়, 'ছোট বয়স থেকেই কিছু ছেলেমেয়ে সাইকোপ্যাথিক হয়ে যাচ্ছে। ছোট ছোট ক্রাইম থেকেই বড়ো ক্রাইমের দিকে পা বাড়াচ্ছে তারা। শুধু কলকাতায় নয়, পুরো বিশ্বেই এদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে।'



- ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ
- কিশোরের বুক ও পেট ঝলসে গিয়েছে
- অল্পবয়সিদের মধ্যে অপরাধের প্রবণতা বাড়ায় উদ্বিগ্ন অনেকে

# পুরভোট ঘোষণায় না কোর্টের

**রিমি শীল**

**কলকাতা, ৬ নভেম্বর :** কলকাতা পুরসভার ভোট ঘোষণায় ধাক্কা খেল রাজ্য সরকার। নভেম্বরের মাঝামাঝি কলকাতা ও হাওড়া কর্পোরেশন সহ ৭টি পুরসভার ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হওয়ার কথা ছিল। শুক্রবার কলকাতা পুরসভা সংক্রান্ত মামলায় হাইকোর্টের নির্দেশে গোটা বিষয়টি নিয়েই একটা অনিশ্চয়তা তৈরি হল। এদিন হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের দুই বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য ও বিচারপতি অর্জুন রায় মুখোপাধ্যায় কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত মামলা সিঙ্গল বেঞ্চে নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ভোট ঘোষণা করা যাবে না বলে অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিয়েছেন।

যদিও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিরোধীদের উদ্দেশে বলেন, 'আমার সঙ্গে পাঙ্গা নিয়ে লাভ নেই। আপনারা নির্বাচনে জিততে পারবেন না। তাই আপনারা আদালতে গিয়েছেন, যান। আমি লড়ব, সরকারও লড়বে। ৩০ নভেম্বরের পরে আমি ২০৯টি ওয়ার্ডে কোঅর্ডিনেটর নিয়োগ করে দেব। কলকাতার মানুষ পরিষেবা পাবে না, এটা হতে দেব না।'

বিচারপতিরা অবশ্য বলেছেন, পুরসভা ভেঙে দেওয়ার পর সরকার নিযুক্ত প্রশাসক ও পুর কমিশনার কখনও ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের সুপারিশ করতে পারেন না। নির্বাচিত পুরবোর্ড ভেঙে দেওয়ার পর তাড়াহুড়ো করে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস করে যেভাবে ভোট ঘোষণার চেষ্টা হয়েছে তার উদ্দেশ্য নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছে আদালত।

সরকার প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে আবেদন করলেও অবশ্য হাইকোর্টের পুজোর ছুটি কাটার পরে অর্থাৎ আগামী বৃহস্পতিবারের আগে শুনানি সম্ভব নয়। ইতিমধ্যেই ১২ নভেম্বর ভোটার তালিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে দিয়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। বৃহস্পতিবারই রাজ্য নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, পুরভোট সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করবে না কমিশন। সেক্ষেত্রে নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে ভোট ঘোষণা না হলে সেক্ষেত্রে ডিসেম্বরে পুরভোট করে বোর্ড গঠন কার্যত অসম্ভব। প্রশাসনিক মহলের একাংশ মনে করছে সেক্ষেত্রে মামলার খুব তাড়াতাড়ি নিষ্পত্তি হলেও নতুন বছরের জানুয়ারি মাসের আগে ভোট করা সম্ভব নয়।

এরইমধ্যে ৩১ ডিসেম্বর মেয়াদ শেষ হচ্ছে কলকাতা পুরসভার বর্তমান পুরকমিশনার তথা প্রশাসক স্মিতা পান্ডের। পুর আইন অনুযায়ী নির্বাচিত পুরবোর্ড না হওয়া পর্যন্ত প্রশাসককের অধীনেই থাকবে পুরসভা।

## নিউটাউনে আম্বানিদের তিরুপতি মন্দির

**কলকাতা, ৬ নভেম্বর :** চিড়িয়াখানার পর নিউটাউনে তিরুপতি মন্দির হবে। মন্দির তৈরির জন্য মুকেশ আম্বানির ছেলে অনন্ত আম্বানির সঙ্গে কথা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। শুক্রবার নিউটাউনে কালীপুজোর উদ্বোধন করতে গিয়ে বিগত সরকারের দুর্গাঙ্গন তৈরির ঘোষণাকে তৃণমূলের হিন্দু ভোটের রাজনীতি বলে কটাক্ষ করেন তিনি।

এদিন পুজো উদ্বোধনের পর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মুকেশ আম্বানি, অনন্ত আম্বানিকে বলেছি তিরুপতির মন্দির করার জন্য। আম্বানিজিকে বলেছি ভালো করে মন্দির বানান। যাঁরা আসবেন তাঁদের ফ্রিতে প্রসাদ দিতে হবে। উনি রাজি হয়েছেন।'

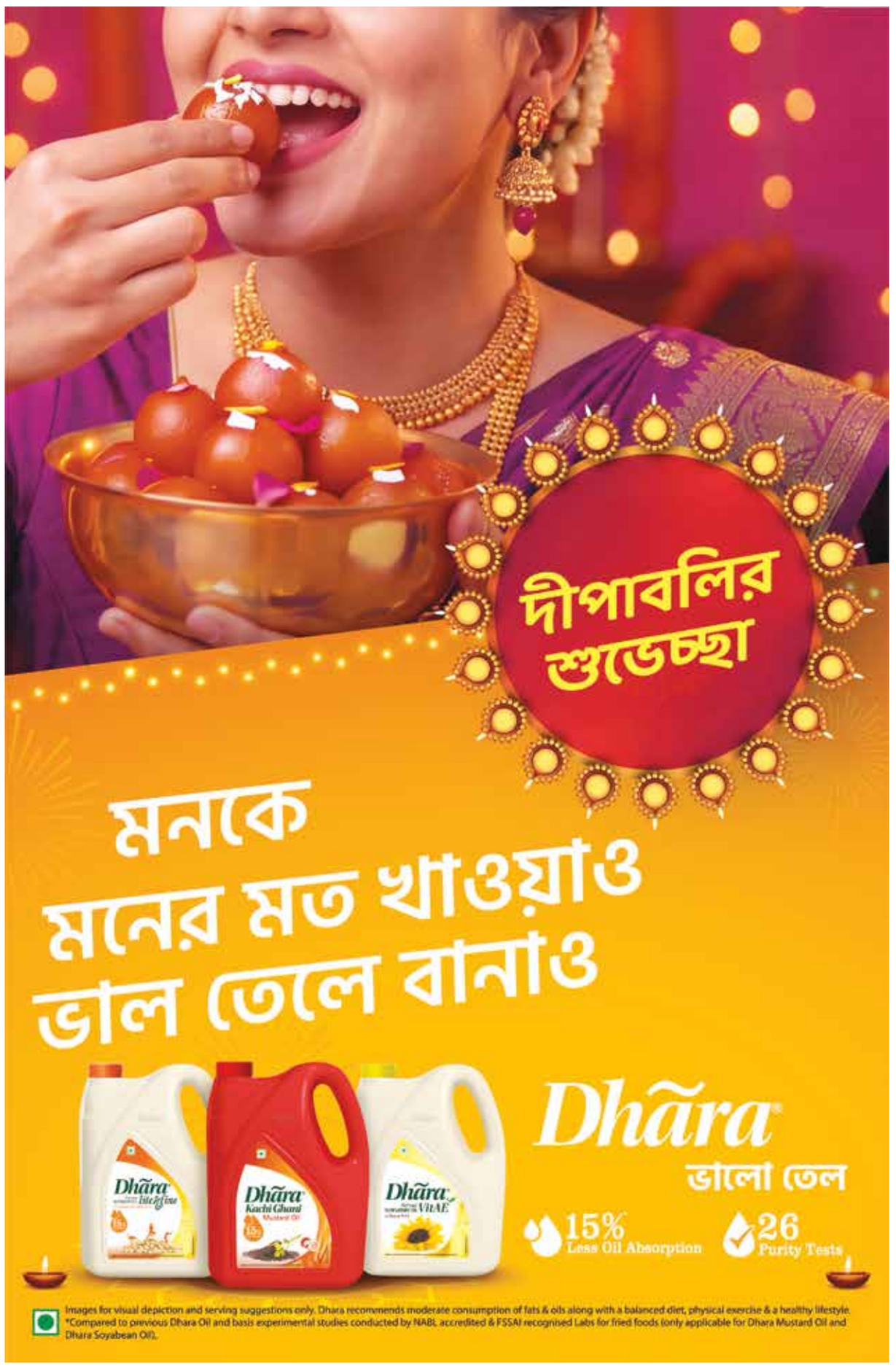
## রিপোর্ট তলব

**কলকাতা, ৬ নভেম্বর :** দুর্গোৎসবে বামেদের একের পর এক বুকস্টলে হামলার ঘটনায় ৩০ নভেম্বরের মধ্যে রিপোর্ট তলব করল মানবাধিকার কমিশন। শুক্রবার কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি ইন্দ্রপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এই সংক্রান্ত বিষয়ে বৈঠক ডেকেছিলেন। সেখানে হাজির ছিলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। তিনি বলেন, 'রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, কলকাতার পুলিশ কমিশনার সহ সংশ্লিষ্ট জেলার সুপারদের থেকে রিপোর্ট চেয়েছে কমিশন।'









## ঘুষ কাণ্ডে রিপোর্ট চাইল মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর

**শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর :** ঘুষ না দেওয়ায় মোটা টাকা জরিমানার অভিযোগের প্রেক্ষিতে শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলন করে সাফাই দিল পরিবহণ দপ্তর। এআরটিও বিশ্বজিৎ দাস পালটা অভিযোগ করেন, 'মেডিকেল মোড় এলাকায় বালি-পাথরের একটি সিন্ডিকেট সক্রিয় রয়েছে। সেই দুষ্কৃতীরাই ওই ট্রেলারচালককে উসকানি দিয়েছে।' এদিন সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের আরটিও মিল্টন দাস। ফলে গোটা ঘটনা এবার অন্যদিকে মোড় নিল বলে মনে করা হচ্ছে।

পরিবহণ দপ্তরের এই বয়ানের পরে নতুন করে একাধিক প্রশ্ন উঠছে। পুলিশ প্রশাসনের নজর এড়িয়ে কীভাবে মাটিগাড়ার মতো এলাকায় সিন্ডিকেট কাজ করছে? যদিও বালি-পাথরের সিন্ডিকেট সক্রিয় থাকার বিষয় অস্বীকার করছেন পুলিশের এক পদস্থ কর্তা। তাঁর বক্তব্য, 'ওখানে কোনও সিন্ডিকেট আছে বলে আমাদের জানা নেই। এলাকায় উত্তেজনা ছড়ানোর খবর পাওয়ামাত্র পুলিশকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান।'

এদিকে বৃহস্পতিবার রাতের ভিডিও ভাইরাল হওয়ায় বিষয়টি সরাসরি পরিবহণ দপ্তর সহ মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে পৌঁছেছে। যদিও ওই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি



উত্তরবঙ্গ সংবাদ। এ ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে সেই রিপোর্ট পাঠিয়ে দেওয়াও হয়েছে শিলিগুড়ি এআরটিও-র তরফে।

আরটিও মিল্টন বলেন, 'এই ট্রেলারটিকে গত ৩ তারিখ সকালে একই কারণে উত্তরপ্রদেশ ও সন্ধ্যায় বিহারে জরিমানা করা হয়। আমরা ওই ট্রেলারে থাকা ব্যক্তির তথ্যও বের করেছি। তাঁর নাম মহম্মদ ইমরান খান। তিনি হাওড়া জেলার বাসিন্দা। কর্তব্যরত কর্মীদের হেনস্তা করার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে এদিন আমরা মাটিগাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি।'

তবে ইমরানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে ফোন বন্ধ থাকায় যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। এদিকে বৃহস্পতিবার রাতের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে কর্তব্যরত অবস্থায় থাকা এমভিআই কর্মীদের জন্য আরও ক্যামেরা জোগানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পরিবহণ দপ্তর।

শিলিগুড়ির এক পদস্থ কর্তার কথায়, '৪টি ক্যামেরা রয়েছে। আমরা আরও ৬টি ক্যামেরা নিচ্ছি।'



মায়ের চক্ষুদান।। *শুক্রবার বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।*

## এগোচ্ছে না কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া

# তৃণমূলের বিজয়ায় বিষাদের সুর

**রণজিৎ ঘোষ**

**শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর :** বিজয়া সম্মিলনিতেও বিষাদের সুর তৃণমূল কংগ্রেসে। শুক্রবার কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা কমিটি যখন বিজয়া সম্মিলনির আয়োজনে ব্যস্ত, তখনই খবর আসে, দলের নেত্রী তথা প্রাক্তন মেয়র-পারিষদ সিক্তা দে বসুরায় দলবদল করে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। যথারীতি তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনির অনুষ্ঠানে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে ঘটনাটি। এমন নানান ঘটনায় পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া এগিয়ে নিতে পারছে না কালীঘাটপন্থী তৃণমূল।



*কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা কমিটির বিজয়া সম্মিলনি।*

মমতাপন্থী শিবিরের দার্জিলিং জেলা কমিটি শুক্রবার শিলিগুড়িতে বিজয়া সম্মিলনির আয়োজন করেছিল। তবে এবারের বিজয়া সম্মিলনি শুধু নাচগানের আসর এবং মিষ্টিমুখের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। দলের সঙ্গে কারা কারা আছেন, সেটা দেখে নেওয়াটাই ছিল প্রধান লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে কিছুটা হলেও এদিন হোঁচট খেয়েছে নেতৃত্ব। কেননা, একদিকে সিক্তার দলবদল, অন্যদিকে এক ঝাঁক প্রাক্তন কাউন্সিলার ও প্রথম সারির নেতা-নেত্রীর অনুপস্থিতি পুরভোটের আগে জেলা নেতৃত্বকে ভাবতে বাধ্য করছে।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে একাধিক নেতা বর্তমান পরিস্থিতির জন্য বর্তমান জেলা নেতৃত্বের দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। মহানন্দা নদীর ওপারের একটি ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার গৌতম দেবের সামনেই বলেছেন, 'দলীয় মেয়রকে যাঁরা সবসময় ঘিরে রাখতেন, তাঁরা এখন কোথায়? পার্টি অফিস থেকে পুরনিগম, কোনও জায়গায় মেয়রের সঙ্গে একান্তে কথা বলা যেত না। দু'তিনজন কাউন্সিলার তাঁকে সারাক্ষণ ঘিরে থাকতেন। আর মেয়র যেখানে পরিদর্শন, বৈঠক করতেন, সেখানেই তাঁর পাশে জায়গা করে নিতেন তৎকালীন ডেপুটি মেয়র। তিনিও এখন নিখোঁজ। কোথায় আছেন, কী করছেন, কেউ খোঁজ পাচ্ছেন না।'

সংযোজিত এলাকার এক কাউন্সিলার দলের এই বিপর্যয়ের ময়নাতদন্তের দাবি করেছেন। এই জায়গা থেকে দলকে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য সবরকম চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন গৌতম। তিনি বৈঠকে বলেছেন, 'পুরভোটকে সামনে রেখে দ্রুত সমস্ত স্তরের কমিটিগুলি তৈরি করার চেষ্টা চলছে।'

দলীয় সূত্রের খবর, কমিটি গঠন প্রক্রিয়া কিছুদিন আগেই শুরু হয়েছে। কিন্তু বিধানসভা ভোট পরবর্তী সময়ে বেশ কিছু নেতা-নেত্রী চিঠি দিয়ে দল থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। কিছু নেতা-নেত্রী দলবদল করেছেন। আবার কিছু নেতা-নেত্রীর ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর থেকে আর দেখাই মিলছে না। ফলে দলে কে বা কারা আছেন, সেটাই স্পষ্ট হচ্ছে না।

সেজন্য কমিটি গঠনের ক্ষেত্রেও জেলা নেতৃত্বকে বারবার হোঁচট খেতে হচ্ছে। যদিও কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভাপতি কুন্তল রায় বলছেন, 'বিজয়া সম্মিলনিতে গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে। পুজো পর্ব কাটলেই নতুন কমিটি গঠন করে পুরভোটের প্রস্তুতিতে নামা হবে।'

## উত্তরের দুই মেডিকেল কলেজে খুশির হাওয়া

# আসন বাড়ল এনবিএমসি-তে



## এমজেএন-এ শুরু হচ্ছে স্নাতকোত্তর

**কোচবিহার, ৬ নভেম্বর :** এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্নাতকোত্তরে পঠনপাঠনের জন্য মিলল চূড়ান্ত অনুমোদন। এখন থেকে কোচবিহারেই তৈরি হবেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। আজ শুক্রবার ন্যাশনাল মেডিকেল কাউন্সিলের তরফে ১৪টি আসনে স্নাতকোত্তরে পড়ুয়াদের ভর্তির জন্য ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। আগামী মরশুমেই এখানে পঠনপাঠন শুরু হবে। বর্তমানে এখানে এমবিবিএস এবং ডিএনবি কোর্সে পঠনপাঠন হয়। এতদিন এখানে এই সুযোগ ছিল না। অবশেষে ন্যাশনাল মেডিকেল কাউন্সিলের ছাড়পত্র পাওয়ায় খুব উচ্ছ্বসিত কর্তৃপক্ষ। যদিও মেডিকেলে পড়াশোনা করানোর জন্য অধ্যাপক চিকিৎসকের অভাব রয়েছে। এমজেএন মেডিকেল কলেজের এক পদস্থ আধিকারিক বলেছেন, 'সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী পঠনপাঠন প্রক্রিয়া শুরুর তোড়জোড় চলছে।'

এমজেএন মেডিকেলে এতদিন এমবিবিএস ডিগ্রিধারী চিকিৎসক তৈরি হলেও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তৈরি না হওয়ায় পড়ুয়াদের বাইরের মেডিকেল কলেজের উপর নির্ভর করতে হত। দীর্ঘদিন ধরেই দাবি ছিল যাতে এখানেই পঠনপাঠন প্রক্রিয়া চালু করা যায়। মেডিকেল সূত্রে খবর, ২০২২ সালে এমজেএন মেডিকেল সহ রাজ্যের বেশ কিছু মেডিকেল কলেজে এমডি কোর্স চালুর জন্য রাজ্যের স্বাস্থ্য ভবনের তরফে কেন্দ্রের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে ১৪টি আসনের জন্য ছাড়পত্র মিলেছে। নতুন যে ১৪টি আসনে স্নাতকোত্তরে পঠনপাঠন হবে তার মধ্যে অ্যানাটমি, কমিউনিটি মেডিসিন এবং অর্থোপেডিকে দুটি করে এবং প্যাথলজি ও পেডিয়াট্রিক বিভাগে চারটি করে আসন বরাদ্দ হয়েছে।

এমজেএন মেডিকেলের এমবিবিএস-এর পড়ুয়া তথা ছাত্র সংগঠন এবিভিপি-র মেডিকেল শাখা মেডিভিশনের উত্তরবঙ্গের কনভেনর অরিন্দম নায়ক বলেন, 'কোচবিহারে চিকিৎসায় উচ্চশিক্ষার সুযোগ হওয়ায় একদিকে যেমন পড়ুয়াদের সুবিধা হবে, তেমনই এখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তৈরি হওয়ায় রোগীরাও উপকৃত হবেন।'

**রণজিৎ ঘোষ**

**শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর :** উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বড় সাফল্য এল। এখানে স্নাতকোত্তর (পিজি) স্তরে আসন বাড়ল। এতদিন এমডি এবং এমএস মিলিয়ে ১৯টি বিভাগে মোট আসন সংখ্যা ছিল ৯২। তা বেড়ে এবার দাঁড়িয়েছে ১০৮। দুটি নতুন বিভাগে এবার স্নাতকোত্তর কোর্স করানোর জন্য ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে।

আসন সংখ্যা বাড়ায় কলেজ কর্তৃপক্ষ থেকে চিকিৎসক— সকলেই খুশি। চিকিৎসকরা বলছেন, এমডি, এমএসে আসন বাড়ায় এবং নতুন বিভাগে এই সুযোগ চালু হওয়ায় গবেষণার সুযোগও বাড়বে। কলেজ অধ্যক্ষ ডাঃ সুজয় মিস্ত্রি বলেছেন, 'আমাদের জন্য ভীষণ ভালো খবর। আরও বেশি সংখ্যক চিকিৎসক স্নাতকোত্তর কোর্স করার সুযোগ পাবেন।'

মেডিকেল কলেজ সূত্রের খবর, এখানে স্নাতকোত্তর অর্থাৎ এমডি, এমএসে ৯২টি আসন ছিল। এবার সাজারিতে ৬টি, অর্থোপেডিক্সে ৪টি, ইএনটিতে ২টি আসন বেড়েছে। এরই সঙ্গে ফার্মাকোলজি এবং রেডিয়েশন অনকোলজিতেও স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। দুটি বিভাগেই দুটি করে আসনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

সব মিলিয়ে চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতকোত্তরে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে আসন সংখ্যা বেড়ে ১০৮ হল। এর মধ্যে অ্যানাস্থিজিওলজিতে ১১টি, সাজারিতে ১২টি, প্রসূতি বিভাগে ৯টি, অ্যানাটমি, বায়োকেমিস্ট্রি, মাইক্রোবায়োলজি, শিশু, ফিজিওলজি এবং চক্ষু ও ইএনটি বিভাগে ৪টি করে, মেডিসিনে ১৮টি, ফরেন্সিক মেডিসিন, ফার্মাকোলজি, রেডিয়েশন অনকোলজি এবং মনোরোগ বিভাগে ২টি করে, প্যাথোলজিতে ৭টি, রেডিওলজি এবং অর্থোপেডিক্সে ছ'টি করে আসন এবং কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগে তিনটি আসনে ভর্তি নেওয়া হবে।

নতুন করে যুক্ত হওয়া ১৬টি আসনের মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিভাগ রেডিয়েশন অনকোলজি এবং ফার্মাকোলজিতে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে প্রতিনিয়ত উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি প্রতিবেশী রাজ্য অসম, সিকিম, বিহার এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ ও ভুটান থেকেও প্রচুর রোগী চিকিৎসা করাতে আসেন।



- স্নাতকোত্তর স্তরে এতদিন এমডি এবং এমএস মিলিয়ে ১৯টি বিভাগে আসন সংখ্যা ছিল ৯২
- সেই আসন সংখ্যা বেড়ে এবার দাঁড়িয়েছে ১০৮
- দুটি নতুন বিভাগে এবার স্নাতকোত্তর কোর্স করানোর জন্য ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে

**আমাদের জন্য ভীষণ ভালো খবর। আরও বেশি সংখ্যক চিকিৎসক স্নাতকোত্তর কোর্স করার সুযোগ পাবেন।**

**ডাঃ সুজয় মিস্ত্রি**
অধ্যক্ষ, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এই পরিস্থিতিতে স্নাতকোত্তর স্তরে ১৬টি আসন বাড়ায় একদিকে যেমন উত্তরবঙ্গের পড়ুয়া ও তরুণ চিকিৎসকরা উচ্চশিক্ষার আরও বেশি সুযোগ পাবেন, তেমনই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়ায় রোগীদের পরিষেবা দেওয়ার কাজ আরও সহজ হবে বলে চিকিৎসকরা মনে করছেন। পাশাপাশি গবেষণামূলক কাজেও বড়সড়ো অগ্রগতি আসবে।

ইএনটি বিভাগের প্রধান ডাঃ রাধেশ্যাম মাহাতো বলেছেন, 'আমাদের দীর্ঘদিনের চাহিদা ছিল যে দুটি আসন বাড়ানো হোক। রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা এবং মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করায় আসন সংখ্যা বেড়েছে।'

এই সিদ্ধান্ত উত্তরবঙ্গের সার্বিক স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর মান উন্নত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে তিনি আশাবাদী।

## ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত

**ইসলামপুর, ৬ নভেম্বর :** গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাতে ইসলামপুর পুলিশ জেলার পুলিশের অভিযানে উদ্ধার হল প্রায় দেড় কেজি ব্রাউন সুগার। গ্রেপ্তার করা হয়েছে দুজনকে। শুক্রবার পুলিশ সুপার রাকেশ সিং সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সেখানে তিনি জানান, বৃহস্পতিবার গোপন সূত্রে পুলিশ জানতে পারে, মালদার কালিয়াচক থেকে গাড়িতে মাদক দ্রব্য নিয়ে কানকি ও চাকুলিয়ায় যাচ্ছিল পাচারকারীরা। গাড়িটিকে ধরতে ডালখোলা থানার বস্তাবাড়ি এলাকায় জাতীয় সড়কের উপর নাকা তল্লাশির ব্যবস্থা করা হয়। তারপর রাত সাড়ে নয়টা নাগাদ সন্দেহজনক গাড়িটি সেখানে পৌঁছালে পুলিশ গাড়িটি আটকায়। তল্লাশি চালিয়ে বাজেয়াপ্ত করা হয় ১৫ প্যাকেট ব্রাউন সুগার। যার বাজারমূল্য আনুমানিক দেড় কোটি টাকা বলে জানান পুলিশ সুপার। ধৃত দুজনই মালদা জেলার বাসিন্দা। ইসলামপুর আদালতের সরকারি আইনজীবী সঞ্জয় ভাওয়াল জানান, ধৃতদের শুক্রবার আদালতে তোলা হলে বিচারক সাতদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

## শান্তিজল ছিটিয়ে আসনে

**ইসলামপুর, ৬ নভেম্বর :** ইসলামপুরের মাটিকুন্ডা-২ পঞ্চায়েতে প্রধানের চেয়ারে বসার আগে শান্তিযজ্ঞ করে শান্তিজল ছিটিয়ে পঞ্চায়েত শুদ্ধ করলেন নবনিযুক্ত প্রধান মালা সিংহ। বৃহস্পতিবার বিজেপির প্রধান নির্বাচিত হওয়ার পর শুক্রবার তিনি প্রধানের চেয়ারে বসেন। এদিনের অনুষ্ঠানে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও সদস্য উপস্থিত ছিলেন না। মালা বলেন, 'এর আগে তৃণমূলের প্রধান ছিলেন। তাঁরা দুর্নীতিবাজ ছিলেন। অনেক দুর্নীতি করে গিয়েছেন। যার জন্য আমরা আজ প্রথমে পঞ্চায়েতে শান্তিযজ্ঞ করি এবং তারপরে শান্তিজল ছিটিয়ে পঞ্চায়েত শুদ্ধ করি। এরপরে প্রধানের চেয়ারে জল ছিটিয়ে সেটিও শুদ্ধ করি তারপর প্রধানের চেয়ারে বসি। এখন থেকে পঞ্চায়েত সুষ্ঠুভাবে সঞ্চালন হবে।' নির্মাণ সহায়ক ও অন্য পঞ্চায়েত কর্মীরা এদিন তাঁকে সংবর্ধনা জানান।

## যৌন নির্যাতনে ধৃত এক

**শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর :** চার বছরের শিশুকন্যাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে বৃহস্পতিবার রাতে এক ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ধৃতকে শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতে পাঠান।

পুলিশ জানিয়েছে, নির্যাতিতার মা-বাবা আলাদা থাকেন। শিশুটি তার বাবার সঙ্গে থাকে। ওই এলাকার এক ব্যক্তি শিশুটিকে যৌন নির্যাতন করেন বলে অভিযোগ। নির্যাতনের পর শিশুটি ঘটনার বিষয়ে তার মাকে জানায়। এরপর পরিবারের সদস্যরা থানায় অভিযোগ জানান। পুলিশ এরপর অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। তবে তার আগে ওই ব্যক্তি গণপিটুনির শিকার হন বলে অভিযোগ। পুলিশ ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে।

## জামিন মঞ্জুর মোর্চার পাঁচ নেতার

**ইসলামপুর, ৬ নভেম্বর :** জামিন পেলেন ইসলামপুর পঞ্চায়েত সমিতির গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার পাঁচ সদস্য। শুক্রবার ইসলামপুর মহকুমা আদালত তাঁদের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে। আদালত চত্বরেই গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার কর্মী-সমর্থকরা তাঁদের ফুলের মালা পরিয়ে সংবর্ধনা জানান।

মঙ্গলবার ছিল ইসলামপুর পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠনের দিন। তার আগের রাতে শিলিগুড়ির একটি হোটেল থেকে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার পাঁচ সদস্যকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মঙ্গলবার তাঁদের ইসলামপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তিনদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। শুক্রবার পুলিশি হেপাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তাঁদের পুনরায় আদালতে পেশ করা হয়। এদিন বিচারক তাঁদের জামিন মঞ্জুর করেন। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে কার্যত প্রশ্ন তুলে ওই পাঁচ নেতার বক্তব্য, পুলিশ তাঁদের ক্ষেত্রে যেমন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে, অপরাধীদের ক্ষেত্রেও যদি এমন ভূমিকা দেখায়, তাহলে তাঁরা অনেক বেশি খুশি হবেন।

## শহরের ওয়ার্ডে নজর শিখার

**শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর :** মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশের পরেই ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঘুরছেন ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। তিনি নাগরিক পরিষেবা সংক্রান্ত নানা কাজের তদারকি করছেন। শুক্রবার শিখা পাঁচ নম্বর বরো অফিসে যান। সেখানে তিনি আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। কেন নাগরিক পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না, সেই প্রশ্ন করেন। কীভাবে সেই কাজগুলি দ্রুততার সঙ্গে করানো যায় সেই পরামর্শ দিয়েছেন। শিখার বক্তব্য, 'তদারকির অভাবে জঞ্জাল অপসারণ, পানীয় জল পরিষেবা, নর্দমা সাফাইয়ে ব্যাঘাত ঘটছে। সেগুলি যাতে সঠিক সময়ে হয় সেই নির্দেশ দিয়েছি।'

মুখ্যমন্ত্রী শিলিগুড়িতে মিছিল করার পরে, তাঁর বক্তব্যে পুরসভার নাগরিক পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। সঠিক কাজ হচ্ছে না বলে জানান তিনি। তাই তদারকির জন্য ১৪টি ওয়ার্ডের দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রী শিখাকে দেন। বাকিগুলির দায়িত্ব পেয়েছেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। শিখার বক্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব দিয়েছেন। সেজন্য ঘুরে ঘুরে এলাকায় পরিষেবা ঠিকমতো দেওয়া হচ্ছে কি না, সেটা দেখছি। মুখ্যমন্ত্রী তো এমনি এমনি বলেননি। কিছুটা তদারকির অভাব তো রয়েছেই।' তবে দ্রুততার সঙ্গে নাগরিক পরিষেবার কাজের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

# পিছুধাওয়া করে ১১টি মোষ উদ্ধার পুলিশের

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর :** গোরু পাচারচক্রের দাপট এমনিতেই শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের মাথাব্যথার কারণ হয়ে রয়েছে। এর মধ্যে বিহার থেকে শিলিগুড়িকে ট্রানজিট পয়েন্ট করে অসমে মোষ পাচারের চক্রের হদিস মেলায় কমিশনারেটের অন্দরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে মাটিগাড়া থানার পুলিশ প্রায় দুই কিলোমিটার ধাওয়া করে ১১টি মোষ সহ দুটি পণ্যবাহী গাড়ি আটক করে। চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ধৃতদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশের অনুমান, বিহার থেকে মোষ এনে মাটিগাড়া কিংবা সংলগ্ন এলাকায় অন্য গাড়িতে হাতবদল করে সেগুলি অসমে পাঠানো হত। কতদিন ধরে এই চক্র সক্রিয় রয়েছে এবং শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকার কারা এর সঙ্গে জড়িত, তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। ধৃত সোনু কুমার, প্রবীণ কুমার ও শিবশংকর রায় বিহারের বাসিন্দা। জামাল মণ্ডল অসমের বাসিন্দা।

পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার রাতে মাটিগাড়া থানার একটি দল নাকা চেকিং করছিল। সেই সময় গোপন সূত্রে খবর আসে, দুটি পণ্যবাহী গাড়িতে ১১টি মোষ পাচার করা হচ্ছে। গাড়ি দুটিকে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিলে চালকরা তা না মেনে এগিয়ে যান। পুলিশ এরপর মাটিগাড়া থেকে তুম্বাজোতের দিকে গাড়ি দুটির পিছু নেয়। তুম্বাজোত সেতুর কাছে পুলিশের দ্রুতগতির গাড়ি পণ্যবাহী গাড়ি দুটির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

**শিলিগুড়ি ট্রানজিট পয়েন্ট**

চালক ও সহকারী খালাসির কাছে মোষ সংক্রান্ত কাগজপত্র চাওয়া হলে তাঁরা তা দেখাতে পারেননি।

ধৃতদের শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। এর আগে ফাঁসিদেওয়া থানা এলাকায় মোষ পাচারের একাধিক তথ্য সামনে এসেছিল। এবার মাটিগাড়া দিয়ে পাচারের পিছনে রুট বদলের কোনও সূত্র রয়েছে কি না, তা নিয়ে পুলিশ তদন্ত করছে। পুলিশের এক পদস্থ কর্তার কথায়, 'গোটা বিষয়টাই গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে। তদন্ত চলছে।'



*পাচারে ব্যবহৃত গাড়ি।*



পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

মোহময়ী।। *শ্যামাবিয়ংয়ে ছবিটি তুলেছেন শিলিগুড়ির তানচুড়ী চক্রবর্তী।*

# ফসল বাঁচাতে আধপাকা ধানই ঘরে

**মহম্মদ হাসিম**

**নকশালবাড়ি, ৬ নভেম্বর :** কেউ ঋণ নিয়ে ধান চাষ করেছিলেন, কেউ আবার সারা বছরের খাবারের সংস্থান করতে জমিতে ফলিয়েছিলেন ফসল। কিন্তু হাতির তাণ্ডবে সব ভেস্তে গেল। কারও বিঘার পর বিঘা জমির ধান নষ্ট হয়েছে, কেউ আবার ফসল বাঁচাতে বাধ্য হয়ে কেটে ফেলছেন আধপাকা ধান। এই পরিস্থিতিতে কালীপুজোর আগে চরম দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন নকশালবাড়ি ব্লকের মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের চাষিরা।

কৃষকদের অভিযোগ, সাধারণত দুর্গাপুজোর পরেই ওই এলাকায় ধান কাটা শুরু হয়। কিন্তু এ বছর বৃষ্টি দেরিতে শুরু হওয়ায় ধানের রোপণও দেরিতে হয়েছে। সেই কারণে কালীপুজোর পরে ধান কাটার কথা ছিল।

কিন্তু তার আগে প্রতিদিন সন্ধ্যায় হাতির দল গ্রামে ঢুকে ধানের জমি তছনছ করে দিচ্ছে। ফলে হাতির ভয়ে আধপাকা ধান কাটতে বাধ্য হচ্ছেন কৃষকরা।

এদিকে, বারবার হাতির হানায় বন দপ্তরের ভূমিকায় প্রশ্ন উঠছে। যদিও পানিঘাটা বন দপ্তরের রেঞ্জ অফিসার প্রণবকুমার দাস বলেন, 'হাতির গতিবিধির উপর নজর রাখা হচ্ছে। এলাকার বনসুরক্ষা কমিটিকে আটটি ওয়াকিটোকি দেওয়া হয়েছে। এগুলির যাতে অপব্যবহার না হয়, সেজন্য পুলিশের কাছে সব তথ্য দেওয়া রয়েছে।'

ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ দিকে কার্সিয়াং ডিভিশনের টুকরিয়া ঝাড় বনাঞ্চল। উত্তর দিকে রয়েছে পানিঘাটা রেঞ্জের অন্তর্গত কলাবাড়ি বনাঞ্চল। বুধবার গভীর রাতেও খাবারের সন্ধানে জঙ্গল ছেড়ে কেটুগাবুরজোত ও কিলারামজোতের একাধিক ধানখেতে হানা দেয় একদল দাঁতাল। হাতির পায়ের তলায় পড়ে কাঁচা ধান নষ্ট হয়েছে কৃষক নারায়ণ চৌধুরীর।

শুক্রবার সেই আধপাকা ধান



*হাতির হানায় তছনছ হয়ে গিয়েছে ধানখেত। মণিরামে।*

কাটছিলেন নারায়ণ। তিনি বলেন, 'প্রায় দুই বিঘা জমির ধান গত দুই সপ্তাহ ধরে লাগাতার হাতির আনাগোনায় নষ্ট হয়েছে। রাত জেগেও কোনও লাভ হচ্ছে না।'

কৃষক মনোরঞ্জন সিংহ আবার দশ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ধান চাষ করেছিলেন।

মনোরঞ্জনের কথায়, 'হাতির দল এক আঁটি ধানও ছাড়েনি। এখন কী করে ঋণ শোধ করব বুঝতে পারছি না। যেহেতু জমির নথিপত্র নেই, বন দপ্তরে আবেদন করলেও লাভ হচ্ছে না।'

এদিকে, জলসেচের অভাবে বছরে একবারই চাষ হয় ওই জমিগুলিতে। ফলে ফসল নষ্ট হওয়ায় চরম সংকটে পড়েছেন কৃষকরা।

তার ওপর সেখানে তিনশো একরেরও বেশি জমি মেচি নদীর চর বলেই সরকারি খাতায় নথিভুক্ত রয়েছে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী নদীর চরের জমিতে পাট্টা দেওয়ার নিয়ম নেই। তাই হাতির হানায় ফসল নষ্ট হলেও কৃষকরা উপযুক্ত নথিপত্রের অভাবে ক্ষতিপূরণ পাচ্ছেন না।

মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রঞ্জন চিকবড়াইক বলেন, 'আমাদের কৃষকরা অভিযোগ জানাচ্ছেন। কিন্তু ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নিয়ম নেই। এই সমস্যা একাধিকবার বন দপ্তরের মিটিংয়ে তুলেছি। এর আগের সরকারের আমলেও আমরা চিঠি দিয়েছি। বর্তমান সরকারকেও জানিয়েছি।'

## পঞ্চম থেকে এআই, আইটি কোর্স : দীপক

**কোচবিহার, ৬ নভেম্বর :** পঞ্চম শ্রেণি থেকেই এআই ও আইটি বাধ্যতামূলক করছে রাজ্য। তৈরি হচ্ছে নতুন বই। শুক্রবার রাজ্যের স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন সেই ইঙ্গিতই দিলেন। এদিন উত্তরবঙ্গ সংবাদকে তিনি বলেন, 'আগামী শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও ইনফরমেশন টেকনলজির উপর সাবজেক্ট স্কুলগুলিতে চালু হবে। এরজন্য নতুন বই তৈরি করা হচ্ছে।' দীপক আরও জানিয়েছেন, শীঘ্রই এ বিষয়ে নোটিফিকেশন জারি হবে। অতিরিক্ত নয়, কম্পালসারি সাবজেক্ট হিসাবেই পড়ুয়াদের এটা পড়তে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় সরকার বলেন, 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-তে এই দুটি বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে পঞ্চম শ্রেণি থেকে পড়ুয়ারা যাতে কোডিং শিখতে পারে সেটাও বলা হয়েছে। সেই অনুযায়ী রাজ্য শিক্ষা দপ্তর পঞ্চম শ্রেণি থেকে এটা চালু করছে। যাতে দেশের অন্যান্য রাজ্যের পাশাপাশি এ রাজ্যের ছেলেমেয়েরাও আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ পায়। বিষয়টিকে সাধুবাদ জানাই।' কোচবিহার রামভোলা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক তপন দাসের বক্তব্য, 'এতদিন কতিপয় স্কুলে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে এই পাঠক্রম চালু ছিল। এখন যদি প্রতিটি স্কুলে পঞ্চম শ্রেণি থেকে এই পাঠক্রম বাধ্যতামূলক হিসাবে চালু করা হয় তাহলে আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীরা অনেক কিছু জানতে পারবে। এতে পড়ুয়ারা উপকৃত হবে এবং আগামীদিনে দেশও অনেক লাভবান হবে।'

# কাজলের বিরুদ্ধে ফের আন্দোলন

**নীতেশ বর্মন**

**শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর :** তৃণমূল নেতা কাজল ঘোষের সঙ্গে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন এবং অন্যান্য নেতৃত্বের ছবি দেখা গিয়েছিল। প্রতিবাদে পথে নেমেছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমার বিধাননগরের বিজেপি নেতারা। কাজলের কুশপুতুল দাহ করা হয়েছিল। তাঁরা জেলা বিজেপির অফিস মাল্লাগুড়িতে ধর্নায় বসার হুঁশিয়ারিও দিয়েছিলেন। কিন্তু ৩ নভেম্বর শিলিগুড়িতে মুখ্যমন্ত্রীর 'গণতন্ত্র বাঁচাও' কর্মসূচির আগে প্রতিবাদীদের তা করতে দেওয়া হয়নি।

রাজ্য নেতৃত্ব মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচির দিনই আলোচনার আশ্বাস দিয়েছিল বলে দাবি প্রতিবাদী বিজেপি নেতাদের। কিন্তু তারপর আর আলোচনা হয়নি। তাহলে কি কাজল প্রসঙ্গে সুর নরম করছে বিজেপি? সেই প্রশ্ন যেমন উঠছে, তেমনই কাজল ইস্যুতে আরও খেপছেন স্থানীয় নেতারা। তাঁরা আগামী রবিবার বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী বলেন, 'কাজলের মতো ব্যক্তিরা জনরোষের মুখে পড়বেন। তাঁদের ধোলাই দেওয়া বাকি রয়েছে। তৃণমূলের ধাঁচে বিজেপিতে ঢোকার চেষ্টা করলে নেতারা মানবেন না।' তবে তাঁর সঙ্গে কারও আলোচনার কথা ছিল না বলে তিনি এদিন দাবি করেছেন। তিনি কাউকে আলোচনার ব্যবস্থা করে দেবেন বলেও আশ্বাস দেননি, দাবি বাপির।

বিধাননগরের বিজেপি নেতা অরুণ মণ্ডলের বক্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচির জন্য দলের জেলা অফিসে গিয়ে প্রতিবাদ করতে দেওয়া হয়নি। তারপর আলোচনার কথা থাকলেও সেকথা রক্ষা করা হয়নি। আমরা রবিবার আবারও বড় আন্দোলনে নামছি।' কিষান মোর্চার রাজ্যের সদস্য শিশির সিনহা বলেন, 'কাজল সম্পর্কে দল স্পষ্ট বার্তা দিক। না হলে নীচু স্তরে মানুষের ক্ষোভ থাকা স্বাভাবিক।'

### রাজ্য নেতৃত্ব আলোচনা না করায় ক্ষোভ

কাজলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নামায় ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমে বিজেপির কিষান মোর্চার এক নেতার পা ভেঙে দেওয়ার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে কাজলের পরিবারের এক সদস্যের বিরুদ্ধে। বিজেপির তরফে ফাঁসিদেওয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়েরও হয়েছিল। ফলে ফাঁসিদেওয়ায় বিজেপির নীচুতলায় ক্ষোভের আগুন জ্বলছে। নেতৃত্বের তরফে কাজলকে নিয়ে আলোচনার আশ্বাস দেওয়ার পরেও কেন তা হল না, নীচুতলার কর্মীরা এখন প্রকাশ্যেই সেই প্রশ্ন তুলছেন। কাজল প্রসঙ্গে জেলা নেতৃত্বের একাংশ কেন চুপ, সরাসরি সেই প্রশ্ন তুলেছেন প্রতিবাদীরা। বিতর্কিত তৃণমূল নেতার প্রতিক্রিয়া জানতে সন্ধ্যা ৭টা ৪৯ মিনিট ও রাত ৯টা ১৬ মিনিটে ফোন করা হলেও সাড়া দেননি।

দলের অন্দরে খবর, কাজলকে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মূলে জেলা বিজেপির এক শীর্ষ নেতার হাত রয়েছে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে কাজল যেদিন দেখা করেছিলেন, সেই ছবিতে বিহারের এক বিজেপি নেতার ছবি দেখা গিয়েছিল। জেলা বিজেপির তরফে সেই নেতাকে ফোন করেছিলেন প্রতিবাদীরা। তাতেই জেলা বিজেপির ওই শীর্ষ নেতার নাম সামনে এসেছে বলে দাবি। জেলা বিজেপির সভাপতি অরুণ মণ্ডল এদিন ফোন ধরেননি। জেলা বিজেপির সহ সভাপতি লক্ষ্মী শর্মা বলেন, 'এ ব্যাপারে আমার কিছু জানা নেই।'

ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মু বলেন, 'লোকমুখে অনেক কথা শুনেছি। কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল বুঝতে পারছি না। তবে দলের অন্দরে ক্ষোভ রয়েছে। তা সামলাতে নিশ্চয়ই নেতৃত্ব ভাবছেন। প্রতিবাদীদের সঙ্গে বসে আলোচনা করলেই ভালো হত।'

## র‍্যাশন সামগ্রী আত্মসাতের অভিযোগে ঘেরাও

**মহম্মদ আশরাফুল হক**

**গোয়ালপোখর, ৬ নভেম্বর :** গ্রাহকদের প্রাপ্য র‍্যাশন সামগ্রী আত্মসাৎ করে কালোবাজারে বিক্রির অভিযোগ। সেই অভিযোগকে কেন্দ্র করে শুক্রবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখর। অভিযুক্ত ৭১ নম্বর জিএলপি র‍্যাশন ডিলারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে খাদ্য সরবরাহ দপ্তর ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন লোধন গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর চোপড়া বাঘারি গ্রামের বাসিন্দারা। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে চলে বিক্ষোভ।

বিক্ষোভকারীদের পক্ষে নুরুল ইসলামের অভিযোগ, ডিজিটাল র‍্যাশন কার্ড থাকা সত্ত্বেও নিয়মিত খাদ্যসামগ্রী পাচ্ছেন না উপভোক্তারা। পরিবারপিছু বরাদ্দ চাল ও গমের একাংশ কেটে রেখে তা কালোবাজারে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয়, র‍্যাশন দেওয়ার সময় ওজনে কারচুপি এবং প্রতিবাদ করলে গ্রাহকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগও উঠেছে ডিলারের বিরুদ্ধে।

উপভোক্তা দিল মহম্মদের দাবি, গত ২৯ অক্টোবর এই বিষয়ে খাদ্য সরবরাহ দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছিল। কিন্তু এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তায় ক্ষুব্ধ হয়ে এদিন সকাল ১১টা নাগাদ দপ্তর ঘেরাও করে বিক্ষোভে শামিল হন গ্রামবাসীরা।

যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এমআর রেহিমা ফেয়ার প্রাইস শপের (৭১ জিএলপি) পক্ষে সাঞ্জার আলম। তাঁর দাবি, ডিলারকে কালিমালিপ্ত করতে কারও প্ররোচনায় অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।

খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের আধিকারিক রবীন্দ্র দেবশর্মা বলেন, 'গ্রাহকদের অভিযোগের ভিত্তিতে দ্রুত তদন্ত শুরু হবে। অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে অভিযুক্ত ডিলারের বিরুদ্ধে সরকারি নিয়ম মেনে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' তাঁর আশ্বাসের পর বিক্ষোভ প্রত্যাহার করেন গ্রামবাসীরা।

# সিক্তার পথে আরও অনেকে

**শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর :** দিল্লিতে বিজেপির বিরুদ্ধে একসঙ্গে লড়াই করলেও রাজ্যে তৃণমূলের ঘরে বড়সড়ো ধস নামাতে চাইছে কংগ্রেস। শুক্রবার শিলিগুড়িতে তৃণমূলের প্রাক্তন মেয়র পারিষদ সিক্তা দে বসুরায় কংগ্রেসে যোগদান করেন। দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস কার্যালয় বিধান ভবনে জেলা সভাপতি সুবীন ভৌমিক শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র পারিষদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন। পাশাপাশি, আরও বেশ কয়েকজন তৃণমূল কর্মী এদিন কংগ্রেসে যোগদান করেন। কংগ্রেসে যোগদানের জন্য তৃণমূলের আরও কয়েকজন প্রাক্তন মেয়র পারিষদ, কাউন্সিলার সহ জেলার নেতা তৈরি রয়েছেন বলে জানিয়েছেন সুবীন। ভাইফোঁটা পার হলেই তাঁদের কংগ্রেসে নেওয়া শুরু হবে।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের নির্বাচনে তৃণমূলের প্রতীক নিয়ে প্রথমবার ভোটের ময়দানে নেমে ২৬ নম্বর ওয়ার্ড থেকে লড়ে সিক্তা জিতেছিলেন। তৃণমূল তাঁকে মেয়র পারিষদ করে। কিন্তু বিধানসভা ভোটে তৃণমূল ধরাশায়ী হতেই সিক্তা দলবদলের চেষ্টা শুরু করেন। প্রশ্ন উঠেছে, তৃণমূলের থেকে আর পাওয়ার কিছু নেই, তা




বুঝতে পেরেই কি প্রাক্তন মেয়র পারিষদ দলবদল করলেন? সিক্তার দাবি, 'বিজেপির বিরুদ্ধে যেভাবে কংগ্রেস পথে নেমে লড়াই করছে, তা তৃণমূলে থেকে করা সম্ভব হত না। তবে, তৃণমূল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কোনও ক্ষোভ নেই।' এদিকে, দল থেকে চাওয়া-পাওয়া শেষ হওয়ায় প্রাক্তন মেয়র পারিষদ কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন বলে দাবি করেন দার্জিলিং (সমতল) জেলা তৃণমূল (মমতাপন্থী) সভাপতি কুন্তল রায়। তিনি বলেন, 'অনেক যোগ্য মানুষকে বাদ দিয়ে সিক্তা দে বসু রায়কে দল মেয়র পারিষদ বানিয়েছিল। স্বার্থসিদ্ধি হতেই তিনি দল ছেড়ে দিলেন। উনি চলে যাওয়ায় আমাদের দলের ক্ষতি হবে না।'

দার্জিলিং জেলাজুড়ে লাগাতার যোগদান কর্মসূচি চালানো হবে বলে এদিন সুবীন জানান। সুবীনের কথায়, 'আরও প্রাক্তন মেয়র পারিষদ, কাউন্সিলররা দলে যোগদান করবেন। পাশাপাশি, অন্য রাজনৈতিক দলের পদাধিকারীরা দলে যোগ দেওয়ার জন্য অপেক্ষায় আছেন। কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার জন্য তাঁরা আবেদন জানিয়েছিলেন এবং সেই আবেদন উচ্চ নেতৃত্ব মঞ্জুর করেছেন।'

**পশ্চিমবঙ্গ সরকার**

যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তর,
৩২/১, বিবাদী বাগ (দক্ষিণ), স্ট্যান্ডার্ড বিল্ডিং, কলকাতা- ৭০০০০১

**পর্বতারোহণ প্রশিক্ষণ**

যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ওয়েস্ট বেঙ্গল মাউন্টেনিয়ারিং অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস ফাউন্ডেশন - এর উদ্যোগে

**পর্বতারোহণ শিক্ষণের জন্য বৃত্তি প্রদান**

হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, দার্জিলিং-এ পর্বতারোহণ প্রশিক্ষণে (বেসিক/অ্যাডভান্স/এম.ও.আই/সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ) ইচ্ছুক দুঃস্থ ও শারীরিকভাবে সক্ষম যুবক-যুবতীদের কাছ থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গল মাউন্টেনিয়ারিং অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস ফাউন্ডেশন-এর পক্ষ থেকে বৃত্তি প্রদানের জন্য যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন-
নির্বাচনের স্থান - কলকাতা, দুর্গাপুর ও শিলিগুড়ি, সময়ঃ- জানুয়ারি - ফেব্রুয়ারি, ২০২৭
নির্ধারিত আবেদনপত্রে আবেদনের শেষ তারিখ - ৭ই ডিসেম্বর, ২০২৬
অংশগ্রহণের বয়স - ১৮ থেকে ৪০ বছর। ০১/০১/২০২৬ তারিখটিকে বয়স নির্ধারণের মাপকাঠি ধরতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে বয়স, বাসস্থান ও পারিবারিক মাসিক আয়ের প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে।

- শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরাই আবেদন করতে পারবেন।
- আবেদনপত্র ওয়েস্ট বেঙ্গল মাউন্টেনিয়ারিং অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস ফাউন্ডেশন-এর নিম্নলিখিত কার্যালয় থেকে বা যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করা যাবে এবং শুধুমাত্র উক্ত কার্যালয়েই জমা দিতে বা পাঠাতে হবে।

**আবেদনপত্র সংগ্রহ ও জমা দেবার ঠিকানা**

প্রযত্নে - অ্যাডভাইজার অন মাউন্টেনিয়ারিং,
ওয়েস্ট বেঙ্গল মাউন্টেনিয়ারিং অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস ফাউন্ডেশন, রাধানাথ শিকদার - তেনজিং নোরগে ভবন, বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন, কলকাতা- ৭০০১০৬
বিশদ জানতে লগঅন করুন- http://www.wbyouthservices.gov.in/
e-mail: advisorwbmasf@gmail.com
ফোন নং : ৮২৭৪৯২৭৩৩৭ (সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা)

অধিকর্তা,
যুবকল্যাণ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ICA-N305(3)/2026

**মালদা ডিভিশনে এম-ইউটিএস সহায়ক নিয়োগ**

অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারী, অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারীগণের স্বামী বা স্ত্রী/প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান এবং সাধারণ জনগণ লক্ষ্য করুন

বিজ্ঞপ্তি নং. সিওএম/এম-ইউটিএস/সহায়ক-২০২৬/এমএলডিটি তারিখ ঃ ০৫.১১.২০২৬

এম-ইউটিএস ডিভাইসের মাধ্যমে অসংরক্ষিত পেপার টিকিট প্রদানের জন্য, ৩০.০৬.২০২৭ তারিখ পর্যন্ত এম-ইউটিএস সহায়ক হিসেবে কাজ করতে **অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারী, অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারীগণের স্বামী বা স্ত্রী/প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান এবং সাধারণ জনগণের** থেকে নির্ধারিত বয়ানে আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্রমিক নং ও স্টেশন এবং প্রয়োজনীয় এম-ইউটিএস সহায়কের সংখ্যা নিম্নরূপঃ (১) মালদা টাউন (এমএলডিটি) - ১২ (বারো)। (২) ভাগলপুর (বিজিপি) - ০৫ (পাঁচ)। (৩) জামালপুর (জেএমপি) - ০৯ (নয়)। (৪) নিউ ফরাক্কা (এনএফকে) - ০৬ (ছয়)।

উপরোক্ত স্থানগুলিতে এম-ইউটিএস সহায়ক হিসেবে কাজ করতে আগ্রহী অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারী এবং/বা তাঁদের স্বামী বা স্ত্রী/প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান ও সাধারণ জনগণ যাদের বয়স ১৮ বছরের বেশি তাঁরা **www.er.indianrailways.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে নিয়োগের সাধারণ শর্তাদি, আবেদনের বয়ান, যোগ্যতার মানদণ্ড, কার্যকাল, নির্বাচন পদ্ধতি, কার্য পদ্ধতি ইত্যাদি ডাউনলোড করতে পারবেন এবং তা সিনিয়র **ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা-এর কার্যালয়, ডিআরএম বিল্ডিং, ঝলকলিয়া, মালদা-৭৩২১০২**-তে জমা দিতে পারবেন।
কোনো কারণ না দর্শিয়ে যে কোনো বা সকল আবেদন স্থগিত/পরিবর্তন করার বা গ্রহণ করার অধিকার রেলওয়ে প্রশাসন কর্তৃক সংরক্ষিত।

এটি কোনো রেলওয়ের চাকরি নয়, এটি একটি এজেন্টের মতো; বোনাসের অর্থ স্বয়ংক্রিয়ভাবে অগ্রিম টিকিট জমার অ্যাকাউন্টে যুক্ত হবে

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, মালদা

**পূর্ব রেলওয়ে**

**হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া স্পেশাল ট্রেন**

উৎসবের মরশুমে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, ০৩০২৭/০৩০২৮ **হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া স্পেশাল** ট্রেন নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচি, স্টপেজ, চলাচলের তারিখ/দিন এবং গঠন অনুযায়ী চলবে ঃ

| হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি | | | (০৩০২৭) (০৩০২৮) স্টেশন | নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| দিন | পৌঁঃ | ছাঃ | | পৌঁঃ | ছাঃ | দিন |
| বুধ | — | ২৩.৫০ | হাওড়া | ০০.১৫ | — | শুক্র |
| বৃহঃ | ০৩.৩০ | ০৩.৩৫ | আজিমগঞ্জ | ১৯.৩০ | ১৯.৩৫ | বৃহঃ |
| | ০৬.২০ | ০৬.৩০ | মালদা টাউন | ১৭.১০ | ১৭.২০ | |
| | ০৮.২৫ | ০৮.২৭ | কিশনগঞ্জ | ১৩.৫৫ | ১৩.৫৭ | |
| | ১০.৪৫ | — | নিউ জলপাইগুড়ি | — | ১২.৪৫ | |

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে ব্যাণ্ডেল, নবদ্বীপ ধাম, কাটোয়া, জঙ্গীপুর রোড, বারসোই এবং আলুয়াবাড়ি স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের তারিখ/দিন ঃ হাওড়া থেকে ০৩০২৭ ঃ** ১৮.১১ ও ২৫.১১.২৬ তারিখ (বুধবার) = ০২টি ট্রিপ এবং **নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ০৩০২৮ ঃ** ১৯.১১ ও ২৬.১১.২৬ তারিখ (বৃহস্পতিবার) = ০২টি ট্রিপ। **গঠন ঃ** এসি ফার্স্ট ক্লাস কাম এসি ২ টিয়ার- ০১, এসি ২ টিয়ার - ০২, এসি ৩ টিয়ার- ০৫, স্লিপার ক্লাস - ০৭, জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস (এলএস)- ০৪, এলএসএলআরডি - ০১, পাওয়ার কার-০১ = ২১টি কোচ ও প্যান্ট্রিকার - ০১ (লক অ্যান্ড কী থাকবে)। **ক্যাটেগরি ঃ** মেল/এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

**পূর্ব রেলওয়ে**

অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞাপন

**ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন পুরুলিয়া-এর এক বাসিন্দা**



সাপ্তাহিক লটারির 83J 48487 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "সাধারণ মানুষকে আরও ভালো সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারির প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। এতে আমাদের খুব বেশি খরচ হচ্ছে না এবং অন্য যে কোনো কিছুর জন্য যে সামান্য অর্থ আমরা ব্যয় করি, তা দিয়েই আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। আমার জীবনযাত্রা এখন বদলে গেছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, পুরুলিয়া - এর একজন বাসিন্দা এসকে নাজির - কে 09.07.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

### 'মমতা-সেলিম-অধীররা হাত ধরুন'

# রেলের উচ্ছেদের পক্ষে শমীক



*আলিপুরদুয়ার ডিআরএম মাঠে কালীপুজোর উদ্বোধনে শমীক ভট্টাচার্য। শুক্রবার। - আয়ুষ্মান চক্রবর্তী*

**অভিজিৎ ঘোষ ও খোকন সাহা**

**আলিপুরদুয়ার ও বাগডোগরা, ৬ নভেম্বর :** উচ্ছেদ ইস্যুতে রেলের পাশেই দাঁড়ালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। রেলের জমি দখল করে বসবাস এবং বাণিজ্যে যে তাঁর সায় নেই, তা স্পষ্ট করে দিয়ে রাজ্যসভার সাংসদ শমীক বলেন, 'আমি রেলের আধিকারিকদের বলব, বেআইনিভাবে রেলের জমি দখল থাকলে মুক্ত করে নিন। রেলের জমি আটকে ঘর, বাণিজ্য করবে— সেটা হবে না। এক্ষেত্রে কোনও রং দেখা যাবে না। চাপের কাছে মাথা নত করবেন না।' শুক্রবার আলিপুরদুয়ার ডিআরএম মাঠে এনএফ রেলওয়ে আলিপুরদুয়ার বিল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের কালীপুজোর উদ্বোধনে একথা বলেন শমীক। সেসময় মঞ্চে ছিলেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ারের ডিআরএম দেবেন্দ্র সিং সহ রেলের পদস্থ আধিকারিকরা। আলিপুরদুয়ারে যাওয়ার আগে এদিন বাগডোগরা বিমানবন্দরে বিরোধী জোট নিয়ে কটাক্ষ করেছেন তিনি। বলেন, 'আমরা চাই মমতা, মহম্মদ সেলিম, অধীর চৌধুরী কলকাতার রাস্তায় নামুন। দিল্লির মতো এখানে কেন হাত ধরছেন না? কালীঘাট, ভবানীপুর, শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ার— যেখানে ইচ্ছে ধরুন, এত জায়গা আছে, কে মানা করেছে?'

রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতাসীন হতেই আটকে থাকা প্রকল্পে গতি আনতে চাইছে রেল। ওই লক্ষ্যে শুরু হয়েছে উচ্ছেদ প্রক্রিয়া, যা নিয়ে প্রতিটি জায়গাতেই রেলের জমিতে বসবাসকারীদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। বিজেপিকে পাশে পেতে চাইছেন শিলিগুড়ি, নিউ কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার চৌপথি সহ বিভিন্ন জায়গার উচ্ছেদ আশঙ্কায় থাকা বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা। কিন্তু এদিন শমীকের স্পষ্ট বার্তা— রেলের উচ্ছেদে বিজেপি বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। বরং এদিন বিজেপির রাজ্য সভাপতির মুখে শোনা গিয়েছে রেলের একাধিক প্রকল্পের কথা। তৃণমূল সরকারকে তুলোধোনা করে শমীকের অভিযোগ, ৬৩টি রেলের প্রকল্প আটকে ছিল। শমীকের এমন অবস্থানে যে রেল উচ্ছেদের ক্ষেত্রে অক্সিজেন পেল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শাসকদলের শীর্ষ নেতার সমর্থন পাওয়ার পর রেল উচ্ছেদ অভিযানে আরও গতি বাড়াবে বলে মনে করা হচ্ছে। ডিআরএম দেবেন্দ্র সিং বলছেন, 'রেলের দখল করা জমি খালি করার কাজ তো চলছে। আরও কাজ হবে।'

এদিন জেলার বন্ধ ইটভাটা ও বন্ধ চা বাগান নিয়েও মুখ খোলেন রাজ্যসভার সাংসদ শমীক। জেলা শাসক যেন বন্ধ ইটভাটাগুলো খোলার ব্যবস্থা করেন, সেই আবেদন রাখেন তিনি। বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানে মঞ্চ আলো করে বসে থাকতে দেখা যায় বিজেপি নেতাদের। এই সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে বিজেপির রাজ্য সভাপতি বলেন, 'সরকার ও দল আলাদা কাজ করছে। দলের সঙ্গে সরকারকে মেলালে হবে না। কোনও অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হলে যাওয়া যেতে পারে, তবে সেক্ষেত্রে সরকারের সঙ্গে দল যেন না মিশে যায়।' রাজ্য থেকে টাটাদের সরানো ভুল হয়েছে— মদন মিত্রের এমন আক্ষেপ সংক্রান্ত প্রশ্নে এদিন বাগডোগরা বিমানবন্দরে 'ও লাভলি' মন্তব্য করে শমীক বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় বোঝা যাচ্ছে সিঙ্গুরে শিল্প হবে। শিল্পপতিরা উঠে গিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ থেকে, এখন বিজেপি ক্ষমতাসীন হওয়ায় দেশীয় শিল্পপতি এবং বিদেশি কোম্পানিগুলির মধ্যেও উৎসাহ এসেছে। এখানে শিল্পপতিরা তো আসবেনই, তবে সিন্ডিকেট চলবে না।'

## শিশু উদ্ধার

**শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর :** বাবার সঙ্গে ঘুরতে বেরিয়ে নিখোঁজ হওয়া এক নাবালককে উদ্ধার করে পরিবারের হাতে তুলে দিল এনজেপি থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, সিকিমের বাসিন্দা এক ব্যক্তি প্রধাননগর এলাকায় ঘরভাড়া নিয়ে থাকছিলেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় ওই ব্যক্তি তাঁর ৬ বছরের ছেলেকে নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন। সেই সময় কোনওভাবে বাচ্চাটি হারিয়ে যায় এবং হাঁটতে হাঁটতে রাতের দিকে এনজেপি থানা সংলগ্ন পিডব্লিউডি মোড় এলাকায় চলে আসে। এদিকে, ওই ব্যক্তি পুলিশের ১১২ নম্বরে ডায়াল করে ছেলের নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে অভিযোগ জানান। বাচ্চা নিখোঁজের খবর পৌঁছোয় এনজেপি থানায়। অন্যদিকে, পিডব্লিউডি মোড় এলাকায় একটি বাচ্চাকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে দেখে স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। বিষয়টি তাঁরা এনজেপি থানায় জানান। পুলিশ দ্রুত শিশুটিকে উদ্ধার করে। এরপর নাবালকের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওই শিশুকে সুস্থ অবস্থায় তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।



■ ৪৭ বর্ষ ■ ১৬৮ সংখ্যা, শনিবার, ২০ কার্তিক ১৪৩৩

# অন্তত কথা হোক

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে প্রকাশ্য বিতর্কে বসার চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। একবার নয়। একাধিকবার। রাহুলের বক্তব্য, বিতর্কসভার স্থান মোদি যেন নিজেই বেছে নেন। সেই সভা পরিচালনার ভার আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত কিংবা শিল্পপতি গৌতম আদানিকে দেওয়া যেতে পারে। কারা দেশদ্রোহী, কাদের সঙ্গে বিদেশি শক্তির যোগাযোগ, কারা বাইরে থেকে মদত পেয়েছে, কেন মন্ত্রীসভাকে অন্ধকারে রেখে মার্কিন চুক্তি হল ইত্যাদি নিয়ে মোদিকে তাঁর সঙ্গে খোলামেলা আলোচনায় বসার বার্তা দিয়েছেন কংগ্রেস নেতা।

ভোট চুরি, এসআইআর ইস্যুতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বিরোধী বিক্ষোভ, 'ইন্ডিয়া' জোট এবং ককরোচ জনতা পার্টির লাগাতার আন্দোলনের মধ্যে রাহুলের এই চ্যালেঞ্জে যেন বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের গায়ে ফোসকা পড়েছে। ওই চ্যালেঞ্জের জবাবে রাহুলকে নানাভাবে হেয় করার চেষ্টা করছেন বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা। তাতে রাহুল না দমায় বিশেষ অধিবেশন ডেকে সংসদে আলোচনার বার্তা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা।

তিনি বলেছেন, আলোচনা চাইলে রাস্তায় গোলমাল না পাকিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লেখা উচিত বিরোধীদের। সরকার বিশেষ অধিবেশন ডাকতে প্রস্তুত। তবে সংসদের অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দলনেতার বাগযুদ্ধ গত ১২ বছরের মোদি জমানায় কখনও হয়নি। প্রধানমন্ত্রী সংসদে যান, অধিবেশনে নিজের ভাষণে বিরোধীদের যুক্তিজালে ছিন্নভিন্ন করেন, তারপর চলে যান- এটাই গত কয়েক বছরের চেনা ছবি।

বিরোধী দলনেতাও শাসক শিবিরের লাগাতার কটূক্তি, ব্যঙ্গবিদ্রুপের মধ্যে ভাষণ দেন। তাঁকে বলতে বাধা দেওয়া হচ্ছে, ক্যামেরায় দেখানো হচ্ছে না বলে হইচই করেন। কিন্তু শাসক-বিরোধী দুই মহারথীর মুখোমুখি তর্কাতর্কি, যুক্তি-পালটা যুক্তি বর্তমান সংসদে কার্যত অনুপস্থিত। যা সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে সুখকর নয়। আমেরিকার মতো ভারতে রাষ্ট্রপতি পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা নেই। বরং ব্রিটেনের ধাঁচে সংসদীয় গণতন্ত্র বহাল। ফলে আমেরিকার মতো জনসমক্ষে বিতর্কসভার দরকার হয় না ভারতে।

সংসদীয় গণতন্ত্রের সৌন্দর্য এবং তাৎপর্য এখানেই। কিন্তু গত কয়েক বছরে সংসদের অধিবেশন পণ্ড করার দিকেই বেশি নজর শাসক ও বিরোধীদের। এই বদভ্যাস সংসদের গরিমা নষ্ট করছে। শাসক এবং বিরোধী পক্ষের তালমিল ঠিক থাকলে অধিবেশন মসৃণ গতিতে চলে। দুই পক্ষের বিরোধ হলে বিরোধীরা ওয়াক-আউট করে থাকেন। তাতে অধিবেশন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু বিরোধীরা সংসদে বলতে না পেরে বাইরে প্রতিবাদ দেখাচ্ছেন- এই ছবিটা গণতন্ত্রের পক্ষে বেমানান।

তেমনই সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সমস্ত বিল পাশ করিয়ে নেওয়ার যে নীল নকশা তৈরি করে, তা-ও অনুচিত। বিরোধীদের কথা বলতে না দিলে সংসদ গুরুত্বহীন হতে বাধ্য। অধিবেশন কতটা মসৃণভাবে চলবে, তার দিশা ঠিক হয় সর্বদল বৈঠকে। বাস্তব অভিজ্ঞতা হল, সর্বদল বৈঠকে বেশিরভাগ সময় অনুপস্থিত থাকেন প্রধানমন্ত্রী। বিরোধীরা এনিয়ে বারবার অভিযোগ তুলেছে। তারপরেও ছবিটা একই থেকে গিয়েছে।

অমিত শা সঠিক পরামর্শই দিয়েছেন। সংসদেই আলোচনা এবং বিতর্ক হওয়া উচিত। কিন্তু সেই বিতর্ক এবং আলোচনার অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয় তখনই, যখন শাসক এবং বিরোধী শিবিরের মধ্যে পারস্পরিক সম্মানবোধ টিকে থাকে। মোদি জমানায় শাসকপক্ষ সরকারবিরোধীদের লাগাতার দেশবিরোধী, দিমাগী নকশাল, বিদেশি শত্রুর মদতে চলা সংগঠন বলে আক্রমণ করায় সেই পারস্পরিক সম্মানবোধ রাজনীতি থেকে চিরতরে সমাপ্ত হতে চলেছে।

রাহুলের দাবি মেনে প্রকাশ্য বিতর্কে প্রধানমন্ত্রী শেষমেশ রাজি হবেন কি না, সেটা অনিশ্চিত কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পরামর্শ মেনে সংসদে যদি কোনও বিষয়ে আলোচনা, বিতর্কে বিরোধীপক্ষ রাজি হয়, তাহলে সরকারপক্ষের উচিত সেই সিদ্ধান্তকে সম্মান জানানো। পরস্পরকে গালমন্দের বিপজ্জনক প্রবণতাকে দূরে সরিয়ে রেখে সরকার এবং বিরোধীদের উচিত আলোচনা করা। তবেই গণতন্ত্র মজবুত হবে।

## অমৃতধারা

যারা নিজেদের অধিকারের জন্য লড়াই করে তারা আসলে দুর্বল, তারা তাদের অন্তর্নিহিত শক্তির কথা জানে না, খোঁজ রাখে না তাদের বৃহত্তর সত্তার। তুমি যত দুর্বল হবে ততই অধিকার সচেতনতা বাড়বে। অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি নিয়ে যারা লড়াই করে তারা আবার এতে গর্বও বোধ করে। এটা মূর্খের গর্ব। এটা বোঝা উচিত কেউ কারও অধিকার কেড়ে নিতে পারে না। অধিকার সবসময়েই স্বপ্রতিষ্ঠিত। সাহসী লোকেরা অধিকারবোধ ত্যাগ করে। এই ত্যাগেই তোমার শক্তি, তোমার মুক্তি। কারণ অধিকার থাকলে তবেই না অধিকারবোধ ত্যাগ করা যায়। যেমন 'অধিকার চাই', 'অধিকার চাই' বলে চ্যাঁচালেই তুমি অধিকার পেয়ে যাবে না, তেমনি ত্যাগ করলেও তোমার অধিকার হারিয়ে যাবে না।

- শ্রীশ্রী রবিশংকর

# তিলেক দাঁড়া ওরে বয়স, আশিতে আসিও হে

লুলা থেকে রোনাল্ডো, এক আশ্চর্য যুগের কাহিনী শোনাচ্ছে পৃথিবী। বয়স সেখানে সত্যিই এক সংখ্যা।

**রূপায়ণ ভট্টাচার্য**





গণসংগীতের রমরমার যুগে সুকান্ত ভট্টাচার্যের লেখা 'বেজে উঠল কি সময়ের ঘড়ি, এসো তবে আজ বিদ্রোহ করি', সুর করেছিলেন পরেশ ধর। 'নয়া সুনার বঙ্গালে' সুকান্তের শতবর্ষ নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য নেই। তবে তাঁর সেই গানের রেশ বারবার ফিরে আসছে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে।

পৃথিবীর ঘড়িতে কি গোলমাল হয়েছে? সময় এগোচ্ছে, অথচ ক্ষমতার মঞ্চে দাঁড়িয়ে থাকা মুখগুলো বদলাচ্ছে না। ব্রাজিলে ৮১ বছরের লুলা দ্য সিলভা আবার নির্বাচনে জেতার পর পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে তাকাতে বাধ্য হই ফের। পৃথিবী চালাচ্ছে কারা? কত বয়স তাঁদের? বাঙালিদের অনেকে এখন ৭০ পেরোলেই বৃদ্ধাশ্রমের খোঁজ নিচ্ছেন। কেন, কীসের দরকার!

আমেরিকায় ৮০ বছরের ডোনাল্ড ট্রাম্প। ভারতে ৭৬-এর নরেন্দ্র মোদি, রাশিয়ায় ৭৪ বছরের ভ্লাদিমির পুতিন, চিনে ৭৩-এর শি জিনপিং অপ্রতিদ্বন্দ্বী। মাঠেও একই চমক। জাতীয় দল থেকে অবসর নিলেও ৪১-এর ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, ৩৯ বছরের লিওনেল মেসি এখনও প্রতিদিন খবরে। ক্লাবজার্সিতে প্রতিপক্ষের রক্ষণে বিভ্রম তৈরি করার জন্য। ৪১-এর লুকা মডরিচ যেমন এই বয়সেও এসি মিলানের ভরসা। বাস্কেটবলে ৪১ ছোঁয়া লেব্রন জেমস নতুন দলের হয়ে অন্য অধ্যায় শুরুর পথে। কালীপুজোর আগে রামপ্রসাদি সুরে যেন সবাই গাইছেন, 'তিলেক দাঁড়া ওরে বয়স বদন ভরে যৌবনকে ডাকি রে!'

দেখুন, আলোচনাটা কীভাবে ঘুরে যাচ্ছে অন্য পথে! কে কতদিন বাঁচছেন, তা নয়। কে কতদিন প্রাসঙ্গিক থাকছেন, প্রাণবন্ত স্বতঃস্ফূর্ত থাকছেন? আর কেন পৃথিবী বারবার তাঁদের কাছেই ফিরে যাচ্ছে?

এই মুহূর্তে এই গল্পের সবচেয়ে নাটকীয় চরিত্র লুলা। কারাবাস, রাজনৈতিক বিপর্যয়, পরাজয় পেরিয়ে চতুর্থবার ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট তিনি। দু'দিন পরে পা দিলেন ৮১ বছরে। তার মধ্যে জেলে থাকার সময়ই প্রেম করেছেন, বিয়ে করেছেন ৬০ বছরের জাঞ্জাকে।

লুলার জয় শুধু প্রবীণ রাজনীতিকের প্রত্যাবর্তন বলি কী করে? একটি দেশে স্মৃতির ওপর দাঁড়িয়ে ভবিষ্যৎ দাবি করার কাহিনী। তরুণ ভোটারের কাছে পৌঁছোতে প্রচারের ভাষা বদলেছেন। বোঝাতে চেয়েছেন, বয়স তাঁর বোঝা নয়, লড়াইয়ের সঞ্চয়।

ট্রাম্পের সঙ্গে লুলার মতাদর্শের দূরত্ব কয়েক আলোকবর্ষের। তবু দুজনের রাজনৈতিক শক্তিতে অদ্ভুত মিল। তাঁরা নিজেদের দলকে ছাপিয়ে স্বতন্ত্র পরিচয় তৈরি করেছেন। সমর্থকরা তাঁদের মধ্যে শুধু নীতি দেখেন না, দেখেন একজাতীয় ব্যক্তিগত প্রতিশ্রুতি। ভারতে মোদির জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রেও এই ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার ভূমিকা। তবে পুতিন বা শি জিনপিংয়ের দীর্ঘ আধিপত্যকে একই ছাঁচে ফেলা ভুল। সেখানে দল, রাষ্ট্রযন্ত্র ও ক্ষমতার কাঠামোর নিয়ন্ত্রণ অনেক বেশি নির্ধারক। ফলে সব প্রবীণ শাসকের দীর্ঘায়ু একই গণতান্ত্রিক গল্প বলে না।

ক্যামেরুনের রাষ্ট্রপতি পল বিয়ার বয়স ৯৩। চার দশকের বেশি ক্ষমতায়। সৌদি আরবের রাজা সলমন ৯০, যদিও দৈনন্দিন শাসনে প্রধান ভূমিকা যুবরাজের। ইকুয়েটোরিয়াল গিনির তেওদোরো ওবিয়াং ৮৪, জিম্বাবোয়ের এমারসন মানাঙ্গাগওয়া ৮৪, উগান্ডার ইয়োওয়েরি মুসেভেনি ৮২। অনেকের রাজনৈতিক জীবন তাঁদের দেশের বিপুলসংখ্যক তরুণ নাগরিকের সমগ্র জীবনের চেয়েও দীর্ঘ। মানতেই হবে, দীর্ঘ শাসন মানে দক্ষতার বিজয় নয়। কোথাও নির্বাচনি গ্রহণযোগ্যতা, কোথাও প্রতিদ্বন্দ্বিতার পথ সংকীর্ণ হওয়ার ইতিহাস। অভিজ্ঞতার সঙ্গে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার প্রবণতাকে গুলিয়ে ফেললে ভুল হবে।

তবু কেন বয়স্ক মুখের এত চাহিদা? প্রথম কারণ অনিশ্চয়তার ভয়। যুদ্ধ, মূল্যবৃদ্ধি, অর্থনৈতিক অস্থিরতার যুগে পরিচিত নেতা অনেকের কাছে আশ্বাস। দু'নম্বর কারণ, উন্নত চিকিৎসা, পুষ্টি ও শরীরচর্চা। দীর্ঘদিন সক্রিয় থাকার সুযোগ বেড়েছে, যদিও সবার সমান নয়। তৃতীয় কারণ, প্রচারের বদলে যাওয়া পৃথিবী। আগে দল তৈরি করত নেতার পরিচয়। এখন নেতার মুখ, কণ্ঠ, বিতর্কই দলের সবচেয়ে বড় পরিচিতি। চার নম্বর কারণ, প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতার সুবিধা— সংগঠন, অর্থ, অনুগত কর্মী, যোগাযোগ। প্রবীণ নেতাকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মনে হওয়ার পেছনে কখনও তাঁর দক্ষতার চেয়ে উত্তরসূরি গড়তে না পারার ব্যর্থতাই বড়।

এই দীর্ঘ সক্রিয় জীবনেরও এক শ্রেণিগত মানচিত্র আছে। রাষ্ট্রপ্রধান, তারকা বা ধনী ক্রীড়াবিদের কাছে যে চিকিৎসক, বিশ্রাম, পুষ্টি ও সহায়তার ব্যবস্থা থাকে, সাধারণ শ্রমজীবীর কাছে তা প্রায় অধরা। তাই কয়েকজন বিখ্যাত মানুষের আশ্চর্য কর্মক্ষমতাকে গোটা মানবজাতির সমান সুযোগের প্রমাণ ভাবা বিপজ্জনক। পৃথিবী দীর্ঘজীবনের দরজা খুলছে, কিন্তু চাবি সবার হাতে পৌঁছোয়নি।

তথ্য আর এক কথাও বলে। এক আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় ১৮৬টি দেশের শীর্ষ নেতাদের মধ্যবর্তী বয়স ৬৩। আশি বছরের ট্রাম্পের চেয়েও প্রবীণ নেতা তখন মাত্র ১৬ জন। মানে সহজ। বিশ্বজুড়ে প্রবীণদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই; আছে কিছু প্রবীণ নেতার অসামান্য দৃশ্যমানতা। সেই উপস্থিতিকে সর্বজনীন সত্য ভাবলে তরুণ নেতৃত্বের উত্থান চোখ এড়িয়ে যায়।

আরও একটি বৈপরীত্য পাবেন। জনতা রাজনীতিতে বয়স নিয়ে প্রশ্ন তোলে, আবার সংকটের মুহূর্তে অভিজ্ঞ মুখের আশ্রয়ও খোঁজে। তাঁরা সবসময় বৃদ্ধ নেতৃত্ব চান না। চান নির্ভরযোগ্য নেতৃত্ব। কারণ অভিজ্ঞতা বছর গুনে আসে না, আসে সিদ্ধান্তের দায়িত্ব নেওয়া এবং ভুল থেকে শেখার মাধ্যমে।

রাজনীতির পর খেলার মাঠে তাকানো যাক। এখানে ক্ষমতার সংগঠন নয়, প্রতিটি খেলায় শরীরের পরীক্ষা। ক্রিশ্চিয়ানো একসময় গতিতে প্রতিপক্ষকে পিছন ফেলতেন। এখন গোলের জন্য সঠিক জায়গা বেছে নেওয়া, মুহূর্তটি বুঝে ওঠা, কঠোর অনুশীলন তাঁর মূল সম্বল। মেসিও আগের মতো সারাক্ষণ দৌড়োন না। কিন্তু বল কোথায় যাবে, প্রতিপক্ষ কখন এগোবে, সেই হিসাব মুহূর্তে কষেন। শরীরের কিছু শক্তি কমেছে, খেলার বুদ্ধি বেড়েছে। তাঁরা বয়সকে অস্বীকার করেননি; বয়সের সঙ্গে নিজেদের খেলাকেই পালটেছেন।

লেব্রন জেমসের গল্পও তাই। তেইশ নম্বর মরশুমে তাঁর নতুন শুরু মনে করিয়ে দেয়, শারীরিক সামর্থ্যের সঙ্গে অভিজ্ঞতার বোঝাপড়া কখনও খেলোয়াড় জীবনের আয়ু বাড়াতে পারে।

টেনিসে ৩৯ ছোঁয়া নোভাক জকোভিচ, মোটর রেসিংয়ে ৪১-এর লুইস হ্যামিল্টন কিংবা ৪৫ বছরের ফার্নান্দো আলন্সো সেই ব্যতিক্রমী অধ্যবসায়ের প্রতিনিধি। অবশ্য এঁরা ব্যতিক্রমই। তাঁদের দেখে ভাবা যাবে না, বয়স শরীরের ওপর কোনও প্রভাব ফেলে না।

খেলার জগতে অবশ্য উত্তরসূরি তৈরি হওয়ার পথ বন্ধ নেই। রোনাল্ডো ও মেসির পাশে এমবাপে কিংবা ইয়ামালের মতো অনেক কমবয়সি ফুটবলার নিজেদের যুগ তৈরি করছেন। এখানে প্রবীণের মুকুট নতুন প্রজন্মের মাথায় যাওয়ার সম্ভাবনা প্রতিদিন মাঠেই যাচাই হয়। এই স্বাভাবিক প্রতিযোগিতাটুকু রাজনীতিতে সবসময় থাকে না। নেতারা সময় বেশি পান। সেখানেই দুই জগতের সবচেয়ে বড় ফারাক।

সিনেমাতেও এক আশ্চর্য পরিবর্তন। ৬৪ বছরের টম ক্রুজ এখনও ছবির প্রধান আকর্ষণ। ৭৭ বছরের মেরিল স্ট্রিপ ফিরে এসেছেন 'দ্য ডেভিল ওয়্যার্স প্রাডা'-র দ্বিতীয় পর্বে। ভারতীয় ছবিতেও অমিতাভ-শাহরুখ-সলমন-আমির আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁদের শক্তি শুধু পরিচিত মুখ হওয়া নয়, দীর্ঘ অভিনয় জীবনে তৈরি আস্থা। দর্শক বুঝেছেন, পর্দায় আকর্ষণীয় থাকার জন্য সবসময় তারুণ্যের মুখোশ লাগে না। কোনও কোনও চরিত্র বয়সের রেখা নিয়েই বেশি বিশ্বাসযোগ্য।

অথচ এই প্রবীণদের পাশেই উলটো স্রোত। নেপালের ৩৬ বছরের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহ একসময় গান করতেন, পরে কাঠমান্ডুর মেয়র হয়েছেন; তরুণদের আন্দোলনের পর পৌঁছেছেন রাষ্ট্রক্ষমতায়। আইসল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টরুন ফ্রস্টাডোত্তির ৩৮, ইতালির জর্জিয়া মেলোনি ৪৯, এল সালভাদরের নায়িব বুকেলে ৪৫। তাঁদের সামনে দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন সম্ভব, কিন্তু দীর্ঘকাল শাসন করার নিশ্চয়তা নেই।

এই তরুণদের দীর্ঘ ভবিষ্যৎ নিয়ে আগাম ভবিষ্যদ্বাণী করাও তাই কঠিন। আসলে ক্ষমতায় যাওয়ার দক্ষতা আর ক্ষমতায় থেকে প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করার দক্ষতা এক নয়। তাঁদের সাফল্য বিচার করতে হবে বিরোধীদের স্বাধীনতা, নাগরিক অধিকার এবং নিজের বিকল্প নেতৃত্ব তৈরির ইচ্ছা দিয়েও।

তাহলে আসল পরিবর্তন কোথায়? মানুষের জীবন আর শিক্ষা, চাকরি, অবসর— এমন তিন ঘরে বন্দি থাকছে না। ষাটে নতুন কাজ, সত্তরে নতুন লড়াই, আশিতে নির্বাচনি জয় সম্ভব। অবশ্যই সম্ভাবনা আর অধিকার এক নয়। রোনাল্ডোকে মাঠে, মেসিকে প্রতিটি আক্রমণে, লেব্রনকে প্রতিযোগিতায় নিজের জায়গা অর্জন করতে হয়। রাষ্ট্রনায়কদেরও তেমন অর্জন করতে হয় ক্ষমতা। কোনও রি-টেকের ব্যাপার নেই।

এই যুগের সবচেয়ে সুন্দর শিক্ষা তাই বয়সকে অস্বীকার করা নয়, বয়সের একচ্ছত্র শাসন অস্বীকার করা।

যৌবন যেমন যোগ্যতার নিশ্চয়তা নয়, বার্ধক্যও তেমন অযোগ্যতার শংসাপত্রও নয়। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় 'আশিতে আসিও না' ছবিতে একটি গ্রামীণ পুকুরে ডুব দিয়ে ফিরে পেয়েছিলেন যৌবন। মান্না দে'র গানে অতঃপর লিপ দিয়ে নাচতেন, 'ও ভোলামন, দাও ডুব, ডুব দিয়ে যাও।'

ও মন, ডুব দিয়ে যাও অফুরান প্রাণশক্তিতে।

*(লেখক সাংবাদিক)*

## আজ

**১৮৬৭**



নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী মারি ক্যুরি আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন।

**২০১৯**



আজকের দিনে প্রয়াত হন সাহিত্যিক নবনীতা দেবসেন।

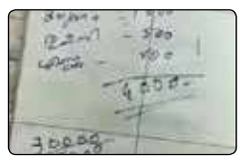
## আলোচিত



কেউ ধর্নায় (জয়গাঁয়) বসে থাকলে তাঁর বিরুদ্ধে আইন মেনেই পদক্ষেপ করতে হবে। ধর্নায় বসে থাকা মানুষকে সরাতে আপনারা বুলডোজার নিয়ে যেতে পারেন না। কেউ ছোট ঝুপড়িতে থাকুন বা বড় প্রাসাদে, প্রত্যেকের সমান আইনি সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। বরং যাঁরা ঝুপড়িতে থাকেন, তাঁদের সুরক্ষার বিষয়টি বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত। কারণ, তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর মতো অন্য কেউ নাও থাকতে পারেন। ওই মানুষদের ভরসার একমাত্র জায়গা আদালত।

-বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য

## ভাইরাল/১



পাসপোর্ট নাকি ব্যক্তিগত নোটবুক বোঝা দায়! কেরলের এক ব্যক্তির পাসপোর্ট খুলে চক্ষু ছানাবড়া সরকারি আধিকারিকদের। পাসপোর্টের খালি পাতায় সারি সারি ব্যক্তির নাম ও ফোন নম্বর লেখা। রয়েছে দৈনন্দিন খরচের খতিয়ান। নেটিজেনদের কথায়, অব্যবহৃত পাসপোর্টের সঠিক ব্যবহার করেছেন ওই ব্যক্তি।

## ভাইরাল/২



সামনে বোনের বিয়ে। ব্যাগভর্তি আমন্ত্রণপত্র নিয়ে যাচ্ছিলেন এক ব্যক্তি। হঠাৎ সমস্ত বিয়ের কার্ড ব্যাগ থেকে বেঙ্গালুরুর ব্যস্ততম রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে। ওই ব্যক্তি তড়িঘড়ি কার্ডগুলি কুড়োতে শুরু করেন। গাড়ি, স্কুটার থামিয়ে তাঁর সঙ্গে সেই কাজে হাত লাগান আরও অনেকে। মানবিক দৃশ্যটি ভাইরাল।

জনমন জনমত

# আলোর উৎসব এবং আমাদের কিছু দায়িত্ব

বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণের মধ্যে অন্যতম উজ্জ্বল ও আনন্দময় উৎসব দীপাবলি। এই উৎসব শুধুই বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতা নয়, এর গভীরে লুকিয়ে রয়েছে শাশ্বত দর্শন ও মানবিক বার্তা। দীপাবলি আসলে অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলোর, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের এবং অজ্ঞতার বিরুদ্ধে জ্ঞানের বিজয়ের প্রতীক।

দীপাবলির মূল সুরটি অত্যন্ত স্পষ্ট— 'তমসো মা জ্যোতির্গময়', অর্থাৎ অন্ধকার থেকে আলোর অভিমুখে যাত্রা। এই আলো শুধু মাটির প্রদীপের বা আধুনিক বৈদ্যুতিক বাতির আলো নয়, এটি আমাদের অন্তরের প্রজ্ঞা ও চেতনার আলো। আমাদের ভেতরে লুকিয়ে থাকা কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা ও অহংকারের মতো আসুরিক প্রবৃত্তিগুলোকে পুড়িয়ে ফেলে খাঁটি মানুষ হয়ে ওঠার দীক্ষা দেয় এই উৎসব।

বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে দীপাবলি উদযাপনের ধরন এবং আমাদের সামাজিক দায়িত্ব নিয়ে নতুন করে ভাবার সময় এসেছে। শুধু নিজের বাড়ি আলো দিয়ে সাজানোই উৎসবের শেষকথা হতে পারে না, আমাদের চারপাশের সমাজ ও পরিবেশের প্রতি কিছু দায়বদ্ধতা রয়েছে। যেমন, আনন্দের নামে তীব্র শব্দবাজি ফাটানো উৎসবের মূল চেতনার পরিপন্থী। বাজির ধোঁয়া এবং কানফাটানো আওয়াজ আমাদের পরিবেশ, অসুস্থ প্রবীণ মানুষ, শিশু এবং অবোলা পশুপাখিদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। সবুজ বাজি বা পরিবেশবান্ধব আলোর মাধ্যমে উৎসব উদযাপন করাই হোক আমাদের মূল লক্ষ্য।

দীপাবলির আলো তখনই সার্থক হবে, যখন তা সমাজের অন্ধকার কোণগুলোকে আলোকিত করতে পারবে। আমাদের চারপাশের সুবিধা বঞ্চিত, দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষজনের সঙ্গে উৎসবের আনন্দ ভাগ করে নেওয়া উচিত। নতুন পোশাক, মিষ্টি বা প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিয়ে তাঁদের মুখে হাসি ফোটানোই হতে পারে এই উৎসবের সেরা প্রাপ্তি।

বর্তমান অস্থির সময়ে দাঁড়িয়ে দীপাবলি আমাদের সম্প্রীতির বার্তা দেয়। জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে মৈত্রী ও ভালোবাসার আলো জ্বেলে দিতে হবে। বিদ্বেষের অন্ধকারকে মুছে ফেলে পরমতসহিষ্ণু সমাজ গড়ে তোলাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

এখন দেখা যাচ্ছে আধুনিক চিনা আলোর ঝলকানিতে হারিয়ে যেতে বসেছে আমাদের দেশীয় মৃৎশিল্পীদের তৈরি মাটির প্রদীপ। গ্রামীণ অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে এবং এই ঐতিহ্যবাহী শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে আমাদের বেশি করে মাটির প্রদীপ কেনা উচিত।

দীপাবলি আমাদের শেখায়, অন্ধকার যতই ঘন হোক না কেন, একটি ছোট্ট প্রদীপের শিখাই তাকে দূর করার জন্য যথেষ্ট। আসুন, এই আলোর উৎসবে আমরা প্রতিজ্ঞা করি, আমরা শুধু ঘর সাজাব না, আমাদের মনকেও সাজাব। পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতা আর ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা বিসর্জন দিয়ে একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠব। তবেই দীপাবলির আলো আমাদের জীবনে সত্যিকারের সার্থকতা এনে দেবে। প্রতিটি ঘরে জ্বলে উঠুক মানবতার আলো।

**কিরণ মজুমদার (সিন্টু)**
**প্রীতিলতা রোড, শিলিগুড়ি।**

# ঐতিহ্যের মাঠ, শহরের সবুজ ভবিষ্যৎ

রাসমেলার আয়োজনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাঠ ব্যবহারে প্রশ্ন উঠেছে; ঐতিহ্য ও পরিবেশের ভারসাম্য জরুরি।

**চিরদীপা বিশ্বাস**



'শিট, পাঁচ বছর পর দেশে ফিরে ভাবলাম, কোথায় রাসমেলার গ্ল্যামার বাড়বে। কিন্তু শহরশুদ্ধ লোক মাঠ, মাঠ করে এমন হাপিত্যেশ করছে কেন ভাই?' বিদেশফেরত বন্ধুর কথা শুনে অবাক হয় তার বাল্যবন্ধু। 'পাগলটাগল হলি নাকি রে, এসব গ্ল্যামার বাড়াবে মনে হচ্ছে তোর? কলেজের মাঠে সার্কাস, স্কুলের মাঠে এক্সপো বসলে কী হাল হবে ভেবেছিস একবার? শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তো!' এনআরআই বন্ধুটি বিরক্ত হয়ে বলে, 'রাখ তোর প্রতিষ্ঠান। পাবলিক প্রপার্টি পাবলিকের এন্টারটেইনমেন্টের জন্য ব্যবহার হলে খারাপ কী?' এই কথোপকথনে দুই মনোভাব স্পষ্ট। একদিকে বিনোদন ও ব্যবসা, অন্যদিকে ঐতিহ্য, শিক্ষা ও পরিবেশের গুরুত্ব।

বন্ধুর আপত্তির পিছনে রয়েছে পুরোনো স্মৃতি। কোচবিহারে একবার ওদের কলেজের মাঠে হেলিপ্যাড তৈরি হয়েছিল। রাজনৈতিক প্রচারের জন্য বাঁশ দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছিল এবিএন শীল কলেজের সবুজ মাঠের একাংশ। অথচ প্লেনঘাঁটির মাঠ, পুলিশ লাইনের মাঠ কিংবা সার্কাস গ্রাউন্ডের মতো জায়গা থাকতে কলেজের মাঠেই কেন এই আয়োজন, তা বুঝতে পারেনি সে। এক-দু'ঘণ্টার ব্যবহারে মাঠের একটি অংশ কার্যত ন্যাড়া হয়ে গিয়েছিল। এবার সেই মাঠে সার্কাসের তাঁবু বসানোর তোড়জোড় এবং পাশের জেনকিন্স স্কুলের মাঠে এক্সপোর পরিকল্পনা ঘিরে আপত্তি উঠেছে। রাসমেলার আয়োজন সম্প্রসারণের ভাবনায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাঠ ব্যবহারের প্রস্তাব সামনে আসতেই প্রশ্ন উঠেছে। রাসমেলার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু স্কুল ও কলেজের নিজস্ব পরিসর কতটা ব্যবহার করা উচিত, তা ভেবে দেখা দরকার।



*এনবিএন শীল কলেজের মাঠে হেলিকপ্টার।–ফাইল চিত্র*

শুধু কোচবিহার নয়, উত্তরের নানা জেলায় এমন বহু মাঠ রয়েছে, যাদের কথা মনে পড়ে পুজো, মেলা, বইমেলা কিংবা রাজনৈতিক সমাবেশের সময়। রাসমেলা ময়দান, নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্কুলের পাশের সার্কাস গ্রাউন্ড, দিনহাটা সংহতি ময়দান, মাথাভাঙ্গার মেলার মাঠ, আলিপুরদুয়ারের প্যারেড গ্রাউন্ড তার উদাহরণ। মাঠগুলিও শহরের সম্পদ। আয়োজন শেষে মাঠের যত্ন নেওয়ার কথা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। রাসমেলা ময়দান বা সার্কাস গ্রাউন্ডের দিকে তাকালে কোথাও কোথাও সবুজের পুরোনো ছাপ খুঁজে পাওয়া কঠিন। স্কুল ও কলেজের মাঠ পরিচর্যায় থাকলে পড়ুয়াদের খেলাধুলো ও শরীরচর্চার জায়গা হয়ে ওঠে। মাঠ শুধু অনুষ্ঠানের খোলা জমি নয়, শহরের সামাজিক ও পরিবেশগত সম্পদও।

বিদেশফেরত বন্ধুটি হয়তো পাঁচ বছরে একবার দেশে এসে দুর্গাপুজো কিংবা কোনও ঐতিহ্যবাহী মেলার গ্ল্যামার গায়ে মেখে নিজের চেনা ছন্দে ফিরে যাবে। পুরোনো স্কুল ও কলেজের মাঠের হরিৎ শোভা নিয়ে ভাবার অবকাশ তার নাও থাকতে পারে। তবে শুধু তার দিকে আঙুল তুলে লাভ নেই। আমরাই বা কতটা ভাবি? সরস্বতীর ধার কে ধারে আজকাল! কড়ি বা ভাত ছড়ালে তেল বা কাকের অভাব হবে না, তা তো জানা কথাই। মাঠ পরিচর্যা করলে তা বেঁচে থাকে, খেলার উপযোগী থাকে। অথচ আয়োজনের পর আবর্জনা সরানো, ঘাসের ক্ষত সারানো, মাটির জলধারণ ক্ষমতা ফিরিয়ে আনা কিংবা গাছপালা রক্ষার দায়িত্ব অনেক সময় অনিশ্চিত থাকে। মাঠ ব্যবহারের আগে অনুমতি, পরিবেশগত শর্ত, ক্ষতির হিসাব ও পুনরুদ্ধারের দায় নির্দিষ্ট করা দরকার।

আরও একটি অভ্যাস আমাদের ভাবায়। ফোটোজোন তৈরির নামে রাস্তার গাছের ডালে টুনি বালবের মালা জড়িয়ে দেওয়া হয়, কখনও তার দিয়ে ডাল শক্ত করে বাঁধা হয়। এতে গাছের ক্ষতি হতে পারে, কৃত্রিম আলোর প্রভাবে ব্যাহত হতে পারে তার স্বাভাবিক জৈ



মঙ্গল হোক সবার... বৃন্দাবনে দীপ উৎসব পালন। শুক্রবার।

# বাতিল ভোটারদের ফের সুযোগ কমিশনের

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর :** লাগাতার বিক্ষোভ এবং বিরোধী শিবির, নাগরিক সমাজের তরফে একাধিক প্রশ্নের মুখে বাদ পড়া ভোটারদের নিয়ে শেষমেশ নড়েচড়ে বসল নির্বাচন কমিশন। এসআইআরে যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে সেই সমস্ত ভোটারদের নাম ফের তালিকাভুক্তির সুযোগ দিল নির্বাচন কমিশন। তবে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশের মতো যে সমস্ত রাজ্যে সবথেকে বেশি অভিযোগ এবং বিতর্কের ঝড় উঠেছে সেই রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হচ্ছে না।

দিল্লি, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, তেলেঙ্গানা এবং নাগাল্যান্ড-এই সাতটি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে যাঁদের নাম অনুপস্থিত, মৃত কিংবা ডুপ্লিকেট ভোটার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, তাঁদের নাম তুলতে আরও একবার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, বিরোধীদের লাগাতার বিক্ষোভের মধ্যেই ভোটার তালিকা সংশোধনের এই সিদ্ধান্ত খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

কমিশন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছে, এমন একটি নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যাতে কোনও যোগ্য ভোটার চূড়ান্ত তালিকায় নাম তোলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হন। একইসঙ্গে একাধিক জায়গায় নাম নথিভুক্তির মতো অনিয়মও আটকাতে হবে। এর আগে দিল্লিতে এসআইআর চলাকালীন ভোটার তালিকায় নাম তোলা এবং বাদ দেওয়ার আবেদন জমা দেওয়ার সময়সীমা বাড়িয়েছিল কমিশন। মহারাষ্ট্রে ফের আবেদন জমা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। নাগাল্যান্ড, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং হরিয়ানায় আবেদন নিষ্পত্তির সময়সীমাও বাড়ানো হয়েছিল। এবার পৃথক নির্দেশ দিয়ে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিনও পিছিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। নাগাল্যান্ড, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, মহারাষ্ট্র এবং হরিয়ানায় চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে ৩০ নভেম্বর। দিল্লিতে ভোটার তালিকা প্রকাশের নতুন দিন ধার্য হয়েছে ২২ ডিসেম্বর।

এদিকে, নির্বাচন কমিশনের শীর্ষ আধিকারিকদের কাজের দায়িত্বেও বড়সড় পরিবর্তন আনা হয়েছে। ৪ নভেম্বরের নির্দেশ অনুযায়ী, সিনিয়র ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার, ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার, ডিরেক্টর-সহ একাধিক আধিকারিকের দায়িত্ব পুনর্বণ্টন করার পরদিন থেকেই নতুন ব্যবস্থা কার্যকর হয়েছে। সিনিয়র ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার ড. পবনকুমার শর্মাকে আইটি /আইসিটি, অভিযোগ নিষ্পত্তি ও রাজনৈতিক দল, নির্বাচনী ব্যয়নীতি, রাজনৈতিক দলের ব্যয় পর্যবেক্ষণ, পর্যবেক্ষক বিভাগ এবং সমন্বয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। জাতীয় দল, রাজ্য দল এবং নিবন্ধিত স্বীকৃতিহীন রাজনৈতিক দলগুলির ব্যয় পর্যবেক্ষণও তাঁর অধীনেই থাকবে। উত্তর-পূর্ব-২, পূর্ব-২ এবং দক্ষিণ-২জোনের দায়িত্বও সামলাবেন তিনি। আইটি ও আইসিটি এবং অভিযোগ সংক্রান্ত ফাইল তাঁর মাধ্যমেই জমা পড়বে।

তবে ডিজি (আইটি ) সীমা খান্নাই এই দুই বিভাগ সামলানোর কাজ চালিয়ে যাবেন। এসআইআর এর মাধ্যমে ভোটার তালিকায় কারচুপি এবং প্রচুর নাম বাদ পড়াকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। সেই নাম বাদ দেওয়ার পিছনে বারবার উঠে এসেছে সীমা খান্নার নাম। অভিযোগ দিল্লিতে বসেই তিনি এই কাজ করছিলেন। সিনিয়র ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার মনীশ গর্গের দায়িত্বে থাকছে নির্বাচন পরিকল্পনা, ইভিএম , নির্বাচনী সামগ্রী এবং ইএমডি-সহ ইনডেক্স কার্ড। পূর্ব-১ জোনের বিহার, ঝাড়খণ্ড ও ছত্তীসগঢ় এবং উত্তর-৩ জোনের উত্তরপ্রদেশ তাঁর আওতায় থাকবে। নির্বাচন পরিকল্পনায় ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার সহায়তা করবেন।

## এনজেপিগামী কর্মভূমি এক্সপ্রেসে আগুন

**পাতিয়ালা, ৬ নভেম্বর :** পঞ্জাবের রাজপুরার কাছে চলন্ত কর্মভূমি এক্সপ্রেসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। শুক্রবার দুপুরে অমৃতসর থেকে নিউ জলপাইগুড়ি অভিমুখী ট্রেনটির চারটি সাধারণ কামরা আগুনে পুড়ে যায়। তবে স্বয়ংক্রিয় সুরক্ষাব্যবস্থা চালু হওয়ায় ট্রেনটি দ্রুত থেমে যায় এবং যাত্রীরা নিরাপদে প্ল্যাটফর্ম ও ট্র্যাকে নেমে আসেন। দুর্ঘটনায় হতাহতের খবর নেই।

দুপুর ১টা নাগাদ সরাই বাঞ্জারা স্টেশনের কাছে ইঞ্জিনের পরের কামরাটি থেকে প্রথম আগুন ছড়ায়। ধোঁয়ায় ছেয়ে যায় আশপাশের এলাকা। ট্রেনের একটি কামরার পাখায় শর্টসার্কিট কিংবা প্যান্ট্রি কার থেকে আগুন লেগেছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছেন আধিকারিকরা। খবর পেয়ে দমকল ও রেল আধিকারিকরা দ্রুত এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। আটকে পড়া বিপুল সংখ্যক যাত্রীকে গন্তব্যে পাঠাতে বিকল্প ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়। আম্বালা ডিভিশনের সিনিয়ার ডিসিএম যশঞ্জিৎ সিং বলেন, 'আমাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল যাত্রীরা যাতে নিরাপদে নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছোতে পারেন, সেটা দেখা।'

## 'জলসায়' বোমার হুমকি

**মুম্বই, ৬ নভেম্বর :** ফের নিশানায় বলিউডের 'শাহেনশা'। বম্বে হাইকোর্টে আসা একটি হুমকি ইমেলে অমিতাভ বচ্চনের জুহুর বাংলো 'জলসা'-কে উড়িয়ে দেওয়া হবে। একইসঙ্গে বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ এবং ওরলি রেসকোর্সেও বোমাতঙ্ক ছড়িয়েছে। খবর পাওয়ার পরেই মুম্বইজুড়ে হাই অ্যালার্ট জারি করে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে পুলিশ। চোদ্দো দিনের ব্যবধানে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার হুমকি বার্তা অমিতাভকে। এর আগে ২২ অক্টোবর একটি স্কুল ও মুম্বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ জায়গার সঙ্গে তাঁর জুহুর বাড়ির নাম উল্লেখ করে উড়ো মেল পাঠানো হয়েছিল। মুম্বই পুলিশ জানিয়েছে, ইমেল প্রেরকের সন্ধান চালাতে তদন্ত শুরু হয়েছে এবং সবকটি নিরাপত্তা সংস্থাকে সতর্ক করা হয়েছে।

## এবার বিহারে এনকাউন্টার

**পাটনা, ৬ নভেম্বর :** শুক্রবার ভোরে বিহারের পাটনা জেলার মনের থানা এলাকার শেরপুরে পুলিশ ও দুষ্কৃতীদের তুমুল 'গুলির লড়াইয়ে' তিন অভিযুক্তের মৃত্যু হয়েছে। গঙ্গার তীরে ঘটা এই সংঘর্ষে আহত হয়েছেন স্থানীয় থানার এক পুলিশকর্মী। দুর্গাপুজোর সময় সমবায় সমিতির সভাপতি খুনের মামলায় জেপি যাদব, রাজা শর্মা ও বাবলু কুমার নামে তিন দুষ্কৃতীকে খুঁজছিল পুলিশ। দানাপুর ও শাহপুরেও তাদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। গোপন খবর পেয়ে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স ও পুলিশ যৌথ অভিযান চালায়। পাটনার প্রবীণ পুলিশ সুপার কার্তিক কুমার শর্মা জানান, 'সমাজবিরোধীরা জড়ো হয়ে অপরাধের ছক কষছে খবর পেয়ে যৌথ বাহিনী অভিযানে যায়। সেখানে পৌঁছোতেই দুষ্কৃতীরা এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে।'

## তেজপালের আর্জি খারিজ

**নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর :** ২০১৩ সালের যৌন নিগ্রহ মামলায় 'তহেলকা'র প্রাক্তন সম্পাদক তরুণ তেজপালের ১০ বছরের কারাদণ্ডে স্থগিতাদেশ দিতে অস্বীকার করল সুপ্রিম কোর্ট। দীপাবলির সময়ে বাড়ি ফেরার আর্জিতে সাড়া না দিয়ে বিচারপতি এমএম সুন্দরেশ এবং বিচারপতি প্রসন্ন বি ভারালের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, 'নথিতে থাকা বার্তা ও ই-মেলের ভিত্তিতে কারাদণ্ডে স্থগিতাদেশের যে দাবি জানানো হয়েছে, তাকে কোনওভাবেই ছাড় দেওয়ার মতো মামলা বলে মনে করছি না আমরা।'

# লাদাখকে রেলপথে জুড়তে কেন্দ্রের প্রকল্প

## পাহাড় চিরে ২৭০ কিমি সুড়ঙ্গ

**নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর :** বরফে ঢাকা দুর্গম পাহাড়ি পথ, হাড়কাঁপানো ঠান্ডা আর অক্সিজেনের ঘাটতি—হিমালয়ের এই চরম প্রতিকূল পরিবেশে এবার ট্রেনের হুইসেল বাজানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে ভারতীয় রেল। হিমাচলপ্রদেশের বিলাসপুর থেকে লাদাখের লে পর্যন্ত বিস্তৃত এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী রেল প্রকল্পের চূড়ান্ত বিস্তারিত রিপোর্ট ইতিমধ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে। ৪৮৯ কিলোমিটার দীর্ঘ এই রেলপথ শুধু সাধারণ যাত্রী পরিবহণ বা পর্যটনের খোলনলচে বদলে দেবে না, সামরিক ও কৌশলগত দিক থেকেও দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ হতে চলেছে। আনুমানিক ১.৩১ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রস্তাবিত এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে তা পৃথিবীর রেলপথের ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে জায়গা করে নেবে।

প্রস্তাবিত নকশা অনুযায়ী, লাদাখের তাংলাং লা গিরিখাতের নীচে ৫,২৫৬ মিটার বা প্রায় ১৭,২৪৪ ফুট উচ্চতায় একটি রেলওয়ে স্টেশন তৈরি করা হবে। বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু রেলস্টেশনটির অবস্থান চিনে। তাদের কিংহাই-তিব্বত রেলপথের তাঙ্গুলা স্টেশনটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫,০৬৮ মিটার উঁচুতে অবস্থিত। অর্থাৎ, ভারতের তাংলাং লা স্টেশনটি তৈরি হলে তা চিনের রেকর্ড ভেঙে বিশ্বের উচ্চতম রেলস্টেশনের শিরোপা ছিনিয়ে নেবে।

পাহাড়ের বুক চিড়ে এত দীর্ঘ পথ তৈরি করা কোনও সাধারণ কারিগরি দক্ষতার কাজ নয়। ভৌগোলিক গঠনের জটিলতা, খাড়া ঢাল এবং চরম আবহাওয়ার কথা মাথায় রেখে এই রেলপথের এক বিশাল অংশকে পাহাড় কেটে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, ৪৮৯ কিলোমিটারের মধ্যে প্রায় ২৭০ কিলোমিটার পথই যাবে সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে। অর্থাৎ, পুরো যাত্রাপথের অর্ধেকেরও বেশি অংশ থাকবে হিমালয়ের গভীরে। হিমাচল ও লাদাখের মান্ডি, মানালি, কেলং, সারচু এবং উপসির মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ জনপদকে ছুঁয়ে এই ট্রেন পৌঁছোবে লে-তে। এই রুটে চলাচলকারী ট্রেনের কামরাগুলিও বিশেষভাবে নকশা করা হবে। এত উঁচুতে যাত্রীদের অক্সিজেনের মাত্রা ঠিক রাখতে বিমানের মতো প্রেসারাইজড বা বায়ুর চাপ নিয়ন্ত্রিত কামরা ব্যবহারের পরিকল্পনা রয়েছে, যেখানে কোনও স্লিপার ক্লাস থাকবে না।

এই রেলপথের প্রয়োজনীয়তা কেবল পর্যটকদের সুবিধার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। লাদাখ ভারতের অন্যতম সংবেদনশীল সীমান্ত এলাকা। বর্তমানে দেশের অন্যান্য প্রান্তের সঙ্গে লে শহরের যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হল সড়ক ও আকাশপথ। কিন্তু শীতকাল এলেই প্রবল তুষারপাতের কারণে মানালি-লে সড়কপথ দীর্ঘদিন বন্ধ থাকে। ফলে সেইসময় সামরিক বাহিনী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ—সকলকেই চরম বিচ্ছিন্নতার শিকার হতে হয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্যই প্রতিরক্ষামন্ত্রক এই রেলপথকে কৌশলগত দিক থেকে অত্যন্ত জরুরি বলে চিহ্নিত করেছে। রেল করিডর তৈরি হলে বছরের যে কোনও সময়, যে কোনও আবহাওয়ায় খুব দ্রুত সেনা জওয়ান, সামরিক সরঞ্জাম এবং রসদ সীমান্তে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। সামরিক অস্ত্র ও বিপুল পরিমাণ সরঞ্জাম ওঠানো-নামানোর সুবিধার জন্য নির্দিষ্ট স্টেশনগুলিতে বিশেষ লুপ লাইন বা অতিরিক্ত ট্র্যাক তৈরি করা হবে বলেও জানা গিয়েছে।

তবে এই মুহূর্তে গোটা বিষয়টি পরিকল্পনার স্তরেই রয়েছে। রেলমন্ত্রক সমীক্ষা শেষ করে বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করলেও এখনও চূড়ান্ত নির্মাণকাজের ছাড়পত্র মেলেনি। হিমালয়ের মতো স্পর্শকাতর অঞ্চলে এত বড় মাপের কাজ করার ক্ষেত্রে পরিবেশগত বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। তাছাড়া হিমাচলপ্রদেশে জমি অধিগ্রহণ নিয়েও প্রশাসনিক ও আইনি জটিলতার অতীত ইতিহাস রয়েছে। এই সমস্ত বাধা টপকে, বিপুল আর্থিক বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি যেদিন সত্যিই বাস্তবের আলো দেখবে, সেদিন তা দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জাতীয় নিরাপত্তার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে।



ছবি : এআই

## পুরভোটে কংগ্রেস-মমতা জোটের জল্পনা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর :** রাজ্যপাট হারানোর আগে পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে কংগ্রেস এবং তৃণমূল ২০১২ সাল থেকেই বিপরীত মেরুর বাসিন্দা। ইদানীং ইন্ডিয়া জোটেও কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই পরিস্থিতিতে পরিবর্তনের বাংলায় কংগ্রেসের সঙ্গে মমতা-এআইটিসির জোট ঘিরে জল্পনা তুঙ্গে।

কলকাতা, হাওড়া সহ সাত পুরসভায় চলতি বছরের শেষে নাকি আগামী বছর ভোট হবে তা নিয়ে টানাপোড়েন অব্যাহত। এরইমধ্যে মমতা-এআইটিসি সূত্রে খবর, কংগ্রেসের সঙ্গে একজোট হয়ে পুরসভা নির্বাচনে লড়তে চলেছে। তবে এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে চূড়ান্ত কোনও ঘোষণা করা হয়নি।

জাতীয় স্তরে বিরোধী ঐক্য থাকলেও প্রদেশ কংগ্রেসের একাংশ মমতা-এআইটিসি সঙ্গে জোটের বিরোধী। অন্যদিকে, দলেরই একটি অংশ পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে নির্বাচনী সমঝোতার দরজা খোলা রাখার পক্ষপাতী। সম্প্রতি রামলীলা ময়দানের সমাবেশে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, তাঁর নেত্রী সোনিয়া গান্ধি। তারপর থেকেই জল্পনার ডানা মেলতে শুরু করেছে। নন্দীগ্রামে কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থন করেছিলেন মমতা। কংগ্রেস ও মমতা-এআইটিসি যদি পৃথকভাবে নিজেদের প্রার্থী দেয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীরা নিজ নিজ দলের প্রতীকে লড়তে পারেন। আবার আসন সমঝোতার ভিত্তিতে কোনও একটি দলের প্রার্থী অন্য দলের সমর্থন নিয়ে নির্বাচনে অংশ নিলে, সেই প্রার্থীর প্রতীক নির্ধারণে নির্বাচন কমিশনের নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

এদিকে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের ৬ ট্রাক ভর্তি নথির প্রতিলিপি কালীঘাট তৃণমূলের হাতে না পৌঁছনোয় পাল্টা হলফনামা জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। বৃহস্পতিবার ঋতব্রত শিবিরের তরফে জানানো হয়েছে, বিপুল পরিমাণ নথির প্রতিলিপি অন্য পক্ষকে দেওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া যাঁরা হলফনামা দিয়েছেন, তাঁদের নাম প্রকাশ্যে এলে প্রতিপক্ষের হুমকি ও চাপের মুখে পড়তে হতে পারে। মমতা শিবিরের অভিযোগ, ঋতব্রত শিবিরের জমা দেওয়া ট্রাকভর্তি নথি ভুয়ো। ভয় দেখিয়ে হলফনামায় স্বাক্ষর করানো হয়েছে।

## 'সংবিধানের ঊর্ধ্বে কেউই নয়'

**নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর :** দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তকে নিয়ে সমাজমাধ্যমে বিতর্কিত পোস্ট করায় বিপাকে পড়ল কেরল প্রদেশ কংগ্রেস। শুক্রবার মামলার শুনানিতে কেরল কংগ্রেসের পদাধিকারীদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার নোটিশ জারি করল সুপ্রিম কোর্ট।

বিচারপতি অরবিন্দ কুমার ও বিচারপতি বিপুল এম পাঞ্চোলির ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে 'সংবিধান সবার ওপরে। কোনও রাজনৈতিক দলই তার ঊর্ধ্বে নয়।' গত ১২ অক্টোবর কেরল কংগ্রেসের এক্স



হ্যান্ডেলে প্রধান বিচারপতির পদত্যাগের দাবিতে একটি আপত্তিকর পোস্ট করা হয়েছিল। সমালোচনার মুখে পড়ে পরে পোস্টটি সরিয়ে নিঃশর্ত ক্ষমা চায় কংগ্রেস। দলের তরফে জানানো হয় অনুমতি ছাড়াই ওই পোস্ট করা হয়েছিল। তবে শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, বিচারব্যবস্থার গরিমা ক্ষুণ্ণ করার যেকোনো প্রচেষ্টার শক্ত হাতে মোকাবিলা করা হবে এবং এই ঘটনায় ফৌজদারি বা দেওয়ানি অবমাননার দিকটি খতিয়ে দেখতে অ্যাটর্নি জেনারেল ও অ্যামিকাস কিউরি-র সাহায্য চাওয়া হয়েছে।

# স্ত্রী সহ ৭ জনকে খুন, ধৃত ক্যাবচালক

**বেঙ্গালুরু, ৬ নভেম্বর :** পারিবারিক বিবাদের জেরে নিজের স্ত্রী ও শ্বশুরবাড়ির আরও ছয়জনকে নৃশংসভাবে খুন করার অভিযোগ উঠল এক ক্যাবচালকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বেঙ্গালুরুর শ্রীরামপুর-রাজাজিনগর এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের নাম ইন্দুশেখর (৪৫)। ১৫-২০ দিন ধরে পরিকল্পনা করে একে একে সাতজনকে খুন করে সে। এই জঘন্য কাজে অভিযুক্তকে তার নাবালিকা মেয়েও সাহায্য করেছিল বলে পুলিশি জেরায় উঠে এসেছে।



নিহতদের মধ্যে রয়েছেন অভিযুক্তের স্ত্রী সুনীতা, শাশুড়ি রূপবতী, দুই শ্যালক শিবকুমার ও শংকর, দুই শ্যালিকা দিব্যা ও নলিনী এবং সাত বছরের এক ভাইপো পুনীত। কুড়ি বছরের বিবাহিত জীবনে স্ত্রী সুনীতার সঙ্গে ইন্দুশেখরের দীর্ঘদিন ধরেই অশান্তি চলছিল। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ায় সুনীতার বাপের বাড়ির লোকজন সবসময় সুনীতার পক্ষ নিতেন। বিবাহিত জীবনে শ্বশুরবাড়ির এই মাত্রাতিরিক্ত হস্তক্ষেপ মেনে নিতে পারেনি ইন্দুশেখর। সেই পুঞ্জীভূত রাগ থেকেই সে এই চরম পদক্ষেপ করে।

বেঙ্গালুরুর পুলিশ কমিশনার সীমান্তকুমার সিংহ জানান, প্রথমে স্ত্রীকে খুন করে দেহ লোপাট করে অভিযুক্ত। এরপর পার্টির অজুহাতে শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের একে একে নিজের বাড়িতে ডেকে আনে। ভারী শিলনোড়া দিয়ে মাথায় আঘাত করে তাঁদের খুন করা হয়। শহর থেকে ৬০-৭০ কিলোমিটার দূরে চিক্কাবল্লাপুর ও নন্দী হিলসের মতো নির্জন এলাকায় দেহগুলি ফেলে আসে সে। পরিবারের এক সদস্যের করা নিখোঁজ ডায়ারির সূত্র ধরে তদন্তে নেমে পুলিশ ইন্দুশেখরকে জেরা করতেই গোটা বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। একটি দেহ উদ্ধার করা হয়েছে, বাকিদের খোঁজে পুলিশি তল্লাশি চলছে।

# বিষ বাতাসে ধুঁকছে দিল্লি : প্রধান বিচারপতি

**নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর :** দীপাবলির মুখে দিল্লির বিষাক্ত বাতাস ও লাফিয়ে বাড়া বায়ুদূষণ নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করল সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার দূষণ সংক্রান্ত এক স্বতঃপ্রণোদিত মামলার শুনানিতে বাতাসের মান ৪০০ ছুঁইছুঁই দেখে ক্ষুব্ধ বিচারপতিরা পরিস্থিতি সামলাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার কড়া বার্তা দেন।

শুনানির শুরুতে আদালতের থমথমে পরিবেশ হালকা করতে হলেও কড়া ভাষায় ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত রসিকতা করে বলেন, 'আশা করি আপনারা সবাই দিল্লির আবহাওয়া উপভোগ করছেন।' তবে এরপরেই দিল্লিতে বিপজ্জনকভাবে বাড়তে থাকা বায়ুদূষণ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে শীর্ষ আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ।

দূষণ নিয়ন্ত্রণে আদালতের নানা কঠোর নির্দেশ সত্ত্বেও পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন প্রধান বিচারপতি। তিনি বলেন, 'আমরা যত বেশি নির্দেশ দেব, নিয়ম লঙ্ঘনের ঘটনা তত বাড়বে।' তাঁর আক্ষেপ, কেবল কড়াকড়ি করে বা স্রেফ সরকারি আদেশে এই জটিল সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়।

উৎসবের মরশুমে বিত্তশালীদের ভূমিকা নিয়ে এদিন প্রশ্ন তোলে সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, দীপাবলিতে সামাজিক আভিজাত্যের প্রদর্শনী ও দেখনদারির যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, তা শহরের বায়ুদূষণ বাড়িয়ে দিচ্ছে। পাশাপাশি লাগামছাড়া ব্যক্তিগত গাড়ির ব্যবহার এবং শহরজুড়ে তীব্র যানজটের বিষাক্ত ধোঁয়াকেই দূষণের প্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।



- আশা করি আপনারা সবাই দিল্লির আবহাওয়াটা উপভোগ করছেন
- আমরা যত নির্দেশ দেব, নিয়ম লঙ্ঘনের মাত্রা তত বাড়বে
- দীপাবলি উপলক্ষ্যে আভিজাত্যের প্রদর্শনী ও দেখনদারির সংস্কৃতিই শহরের দূষণ বাড়িয়ে দিচ্ছে

মামলার সওয়ালে অ্যামিকাস কিউরি অপরাজিতা সিং জানান, দিল্লিতে দিনে ৩০টি করে সিগারেট খেলে ফুসফুসের যে ক্ষতি হয়, এখানকার বাতাসে শ্বাস নিলে ঠিক ততটাই ক্ষতি হচ্ছে। অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল ঐশ্বর্য ভাটি জানান, শস্যের গোড়া পোড়ানো এবং যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে ইতিমধ্যেই সরকার বেশ কিছু কড়া পদক্ষেপ করেছে।

দরিদ্র ও সাধারণ মানুষের সমর্থনে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত স্পষ্ট ভাষায় জানান, 'দরিদ্র মানুষ মোটেও দূষণ তৈরি করেন না, তাঁরাই এর সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী।' তাই বাজিমুক্ত পরিচ্ছন্ন দীপাবলি উদযাপন আইনি আদেশের মাধ্যমে হবে না। এটাকে সর্বস্তরের জনগণের সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।



সুস্থ থাকুন



# আবহাওয়া বদলে সাবধান



ধীরে ধীরে নামছে পারদ। দিনেরবেলা কড়া রোদের জন্য গরমের অনুভূতি থাকলেও বিকেল হতেই আবহাওয়া বদলাচ্ছে। আর রাত বাড়তেই অনুভূত হচ্ছে শিরশিরে ঠান্ডা। এই অসময়ের ঠান্ডা-গরমে ঘরে ঘরে বাড়ছে সর্দিকাশি এবং জ্বরের দাপট। এখন যে জ্বর ও সর্দিকাশি হচ্ছে, তা প্রধানত ঋতুবদলের সাধারণ ভাইরাসজনিত সমস্যা। তবে এই সময় সচেতন না হলে সমস্যা বাড়তে পারে। কীভাবে সুরক্ষিত থাকবেন, জানালেন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ **ডাঃ শঙ্খ সেন**

## বৃষ্টি না হলে ডেঙ্গির আতঙ্ক নেই

নতুন করে একটানা ভারী বৃষ্টি না হলে বা কোথাও জল না জমলে ডেঙ্গি নিয়ে এই মুহূর্তে অযথা আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই। এবছর বর্ষাকালে নিয়মিত ব্যবধানে বৃষ্টি হওয়ায় জল জমে থাকার সুযোগ ছিল না, ফলে জমা জল ধুয়ে সাফ হয়ে গিয়েছে। তাই ডেঙ্গি বা ম্যালেরিয়ার প্রকোপ এখনও তুলনামূলকভাবে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। কৃত্রিমভাবে যাতে কোথাও জল না জমে, সেদিকে নজর রাখতে হবে। এর পাশাপাশি মশার কামড় থেকে বাঁচতে বা ম্যালেরিয়া-ডেঙ্গি প্রতিরোধে রাতে নিয়মিত মশারি টাঙিয়ে ঘুমানো উচিত।

## দিনের গরম আর রাতের ঠান্ডাই কাল

সকালে গরম থাকায় অনেকেই এখনও এসি বা পাখা চালিয়ে রাখছেন। কিন্তু দুপুরের পর থেকে বা বিকেল হতেই আবহাওয়ায় বদল আসছে। রাতের দিকে তাপমাত্রা অনেকটাই কমে যাচ্ছে। ভোরের দিকে পারদ আরও নামছে। ফলে সারারাত এসি চালিয়ে ঘুমোলে ঠান্ডা লেগে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল। রাতে যদি এসি চালাতেই হয়, তবে নির্দিষ্ট সময় পর তা বন্ধ করে দেওয়া উচিত। এসির হাওয়া যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলাই ভালো।

একইসঙ্গে, যাঁরা রাতে বাইক বা স্কুটার চালাচ্ছেন কিংবা ভোরে প্রাতর্ভ্রমণে বের হচ্ছেন, তাঁদের হালকা গরম জামা বা উইন্ডচিটার পরা উচিত। ঠান্ডা হাওয়া সরাসরি লেগে যাতে গলা বা বুকে ঠান্ডা না বসে, তার জন্য কান ও বুক ঢেকে রাখা জরুরি। হেলমেট ব্যবহার করলে বিশেষ সুবিধা মেলে। এছাড়া সরাসরি ফ্রিজের ঠান্ডা জল খাওয়া বন্ধ করতে হবে। বরং হালকা ঈষদুষ্ণ জল খেতে পারেন এবং স্নানের সময়েও পুরোপুরি ঠান্ডা জল ব্যবহার না করে সামান্য উষ্ণ জল মিশিয়ে স্নান করা উচিত।

## ধুলোবালি ও অ্যালার্জি থেকে সাবধান

কালীপুজো বা দীপাবলির আগেও অনেকে বাড়িঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করেন। দীর্ঘদিন তুলে রাখা কার্পেট বা ভারী পর্দা ঝাড়ার সময় বাতাসে 'হাউস ডাস্ট মাইট' নামের ক্ষুদ্র পরজীবী ও ধুলোবালি ওড়ে। এগুলি নাক-মুখ দিয়ে শরীরে ঢুকে হাঁচি ও কাশির সমস্যা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। যাঁদের ধুলোয় অ্যালার্জির প্রবণতা রয়েছে, তাঁরা ঘর পরিষ্কার করার সময়ে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করবেন।

## কাদের বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন

যাঁদের শ্বাসকষ্ট, সিওপিডি, হাঁপানি (অ্যাজমা) বা হৃদরোগ রয়েছে এবং বয়স্ক বা যে শিশুদের বারবার ঠান্ডা লাগার প্রবণতা থাকে বা ইনহেলার নিতে হয়, তাদের জন্য এই সময় ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন বা 'ফ্লু শট' নেওয়া ভীষণ উপযোগী। বিদেশে এটি নিয়মিত দেওয়া হলেও এখন এদেশেও চিকিৎসকরা এই ভ্যাকসিন নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। অক্টোবর-নভেম্বর মাস এই প্রতিষেধক নেওয়ার আদর্শ সময়। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী বছরে একবার এই ভ্যাকসিন নিলে এক বছর পর্যন্ত মরশুমি সংক্রমণের ঝুঁকি অনেকটাই এড়ানো যায়।

## জলবাহিত রোগ ও টাইফয়েডের ঝুঁকি

আবহাওয়া বদলের এই সময়ে জলবাহিত রোগের প্রকোপও কিছুটা দেখা যায়। বিশেষ করে রাস্তার ধারের খোলা খাবার, জল কিংবা কাটা ফলের ওপর মাছি বসলে তা থেকে টাইফয়েড, ডায়ারিয়া ও আন্ত্রিকের মতো পেটের সংক্রমণ ছড়াতে পারে। টাইফয়েডের জ্বর সাধারণত ৭ থেকে ১৪ দিন (এক থেকে দুই সপ্তাহ) পর্যন্ত ভোগাতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক ট্যাবলেটে কাজ না হলে ইনজেকশন বা স্যালাইন দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। তাই বাইরের জল বা খোলা খাবার সম্পূর্ণ এড়িয়ে ফিল্টার করা বা ফোটানো জল খাওয়াই নিরাপদ।

## চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া নয় অ্যান্টিবায়োটিক বা পেইনকিলার

সর্দিকাশি দিয়ে শুরু হওয়া এই সংক্রমণ আসলে নাক, গলা ও বুকের ইনফেকশন। জ্বর বা সর্দিকাশি হলে শুরুতে কাশির সিরাপ বা অ্যান্টি-অ্যালার্জিক ওষুধের পাশাপাশি চিকিৎসকের নির্দেশমতো প্যারাসিটামল খাওয়া যেতে পারে। জ্বর কমাতে দিনে দু'তিনবার পর্যন্ত প্যারাসিটামল নেওয়া নিরাপদ। তবে জ্বর কমাতে গিয়ে ভুলেও প্যারাসিটামলের সঙ্গে পেইনকিলার খাওয়া চলবে না। কারণ ডেঙ্গি হলে সারা শরীরে তীব্র ব্যথার পাশাপাশি প্রধানত চোখের পেছনের অংশে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হয়। রক্তপরীক্ষা ছাড়া নিশ্চিত না হয়ে পেইনকিলার খেলে প্লেটলেট দ্রুত কমে যাওয়া এবং কিডনি ও লিভারের ক্ষতি হতে পারে।



## কখন ডাক্তারের কাছে যাবেন

সাধারণত ভাইরাল জ্বরে দু'তিনদিনের মধ্যে স্বস্তি মেলে। তবে তিনদিন পেরিয়ে গেলেও জ্বর না কমলে নিজে থেকে অ্যান্টিবায়োটিক না খেয়ে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে। কারণ এটি সাধারণ ভাইরাসের বদলে ব্যাকটিরিয়াঘটিত সংক্রমণও হতে পারে। চিকিৎসক যদি অ্যান্টিবায়োটিক দেন, তবে তিন, পাঁচ বা সাতদিনের যে নির্দিষ্ট কোর্স দেওয়া হবে, তা পুরোপুরি শেষ করা অত্যন্ত জরুরি।

# ম্যাজিক 'অণু-অনুশীলন'

**মানসিক শান্তির জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা চোখ বন্ধ করে বসে থাকার দিন শেষ। আধুনিক মনস্তত্ত্ব বলছে, রোজকার ব্যস্ততার মাঝে মাত্র ৩০ সেকেন্ডের সহজ অভ্যাসই মানসিক স্বাস্থ্য পুরোপুরি বদলে দিতে পারে।**

সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে অবিরাম দৌড়। অফিস, সংসার, যাতায়াতের ঝক্কি আর মোবাইলের পর্দায় চোখ রাখতে রাখতে নিজের জন্য সময় বের করাটাই চরম বিলাসিতা। চাপ কাটাতে প্রতিদিন কিছুক্ষণ ধ্যান করা জরুরি হলেও বাস্তব হল, সেই আধ ঘণ্টা চুপচাপ বসে থাকার মতো সময় বা ধৈর্য কোনওটাই থাকে না। আর রুটিন মানতে না পারলে মনে তৈরি হয় নতুন অপরাধবোধ। কিন্তু মানসিক শান্তির জন্য যদি আধ ঘণ্টা নয়, মাত্র ৩০ সেকেন্ড দরকার হয়? আধুনিক বিজ্ঞান ঠিক এমনটাই বলছে।

## মেয়াদের চেয়ে ধারাবাহিকতাই আসল

মনস্তত্ত্ববিদ এলি সুজম্যান দীর্ঘ গবেষণার পর এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছেন, যার নাম 'অণু-অনুশীলন' বা স্বল্প সময়ের অভ্যাস। তাঁর মতে, মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য কতক্ষণ ধরে কাজটা করছি, তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কত ঘনঘন করছি। অর্থাৎ মেয়াদের চেয়ে ধারাবাহিকতাই আসল। সুজম্যান দেখিয়েছেন, মাত্র ৩০ সেকেন্ড বা তার চেয়েও কম সময়ের ছোট ছোট অভ্যাস মন ও শরীরকে জাদুমন্ত্রের মতো বদলে দিতে পারে।

## ২০ সেকেন্ডের আত্ম-আলিঙ্গন

সুজম্যান গবেষণায় একদল মানুষকে প্রতিদিন মাত্র ২০ সেকেন্ড নিজের প্রতি সদয় হওয়ার অভ্যাস করিয়েছিলেন। কাজটা খুব সহজ— এক হাত বুকে ও অন্য হাত পেটের ওপর রেখে নিজেকে উষ্ণ আলিঙ্গন করা। বিপদের দিনে কাছের বন্ধুকে যেভাবে ভরসা দেওয়া হয়, ঠিক সেভাবেই নিজেকে ভরসা জোগানো। এক মাস ধরে যাঁরা এই অভ্যাস করেছিলেন, তাঁদের মানসিক চাপ অবিশ্বাস্য রকমের কমে গিয়েছে। অন্য ব্যায়াম করা দলের তুলনায় তাঁদের মানসিক স্বাস্থ্য অনেক মজবুত হয়েছে। বিজ্ঞানের পরিভাষায়, এই ছোট্ট পদক্ষেপ স্নায়ুতন্ত্রকে শান্ত হওয়ার সরাসরি বার্তা পাঠায়।

**এক হাত বুকে এবং অন্য হাত পেটের ওপর রেখে নিজেকে উষ্ণ আলিঙ্গন করুন ঠিক যেমন বিপদের দিনে আমরা আমাদের সবচেয়ে কাছের বন্ধুকে ভরসা দিই। এতে স্নায়ুতন্ত্র শান্ত হওয়ার বার্তা পায়।**

## শ্বাসপ্রশ্বাস ও পেশি শিথিলকরণ

শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়ামের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম খাটে। চোখ বন্ধ করে ধীরে ধীরে গভীর শ্বাস নেওয়া ও ছাড়ার উপকারিতা নতুন নয়। তবে এর জন্য দশ-পনেরো মিনিট খরচের প্রয়োজন নেই, কয়েক সেকেন্ডের সচেতন শ্বাসপ্রশ্বাসই অবসাদ ও উদ্বেগের মেঘ কাটিয়ে দেয়। একইভাবে, শরীরের আড়মোড়া ভাঙা বা হালকা পেশি সঞ্চালনাও দারুণ ফলদায়ক। একটানা অস্ত্রোপচারের ফাঁকে প্রতি ৪০ থেকে ৬০ মিনিট পর মাত্র দেড় মিনিটের জন্য পেশি শিথিল করার ব্যায়াম করায় শল্যচিকিৎসকদের কাজের মনোযোগ বহুগুণ বাড়ে এবং শারীরিক কষ্টও কমে যায়।

## অভ্যাসের সঙ্গে বাঁধুন সংকেত

ব্যস্ত জীবনে এই কয়েক সেকেন্ডের অভ্যাসও ভুলে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে এর সমাধান হল 'অভ্যাসের সংকেত'। নতুন অভ্যাসকে প্রতিদিনের এমন কোনও কাজের সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে, যা কখনোই ভোলা যায় না। যেমন, সকালে চায়ের জল ফোটার সময় বা বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকার এক-দেড় মিনিটেই সেরে নেওয়া যায় ২০ সেকেন্ডের আত্ম-আলিঙ্গন বা শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম। এর জন্য আলাদা সময়ের দরকার পড়ে না।

**একদিনের বিরতি আপনার অগ্রগতি থামায় না, বরং বিরতির পর তৈরি হওয়া অহেতুক লজ্জাই আপনাকে পিছিয়ে দেয়।**

## স্বস্তির 'জরুরি ছুটির দিন'

সবচেয়ে স্বস্তিদায়ক পরামর্শটি হল 'জরুরি ছুটির দিন'। নতুন রুটিন একদিন বাদ পড়লে মনে হয় পুরো চেষ্টাই জলে গেল। সুজম্যান বলছেন, সপ্তাহে অন্তত দু'দিন নিজেকে রুটিন ভাঙার ছাড়পত্র দিন। এই দু'দিন অভ্যাস থেকে সম্পূর্ণ ছুটি নিলে বিন্দুমাত্র অনুশোচনা করবেন না। কারণ একদিনের বিরতি অগ্রগতি থামায় না, বরং বিরতির পর তৈরি হওয়া অহেতুক লজ্জাই মানুষকে পিছিয়ে দেয়।

কোলাহল থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্ভব না হলেও মনের জন্য ৩০ সেকেন্ড সময় বের করা কঠিন নয়। চায়ের জল ফোটার ফাঁকে বা বাসে বসেই না হয় ২০ সেকেন্ডের জন্য নিজের সবচেয়ে কাছের বন্ধু হয়ে উঠুন। এই ছোট্ট পদক্ষেপই হয়তো জীবনের বড় পরিবর্তনের চাবিকাঠি হয়ে উঠবে।





## নবরত্ন দেবাত্রী

প্রভাত সংগীতে অনূর্ধ্ব-১০ বিভাগে 'নবরত্ন' সম্মান পেল কোচবিহারের দেবাত্রী বণিক। অরবিন্দ পাঠভবনের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী দেবাত্রী প্রথমে জেলা স্তরের গানের প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। সেখান থেকে ছাড়পত্র পেয়ে কলকাতায় রেনাইসেন্স আর্টিস্ট অ্যান্ড রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজিত প্রতিযোগিতায় যোগ দেয় সে। সেখানেই 'নবরত্ন' শিরোপা অর্জনে খুশি দেবাত্রী ও তার পরিবার। দেবাত্রীর বাবা অঞ্জন বণিক আসবাবপত্রের ব্যবসায়ী। মেয়ের সাফল্যে তিনিও উচ্ছ্বসিত। *–শিবশংকর সূত্রধর*

## দশে পদার্পণ

লেখক ও পাঠকের ভালোবাসায় দশম বর্ষে পা দিল অনলাইন পত্রিকা 'নেট ফড়িং'। কিছুদিন আগে এই উপলক্ষ্যে কোচবিহার সাই কমপ্লেক্সে জন্মদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের কবি, লেখক, পাঠক ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা। কবিতাপাঠ, গান, নাচ, গল্প ও আড্ডায় জমে ওঠে অনুষ্ঠান। শুভাকাঙ্ক্ষীদের 'ফড়িং বন্ধু' এবং লেখকদের 'লেখক সম্মাননা' দেওয়া হয়। প্রকাশিত হয় দীপাঞ্জন দত্তের কবিতার বই 'তোমার দিকে চেয়ে'। কেক কেটে ও পত্রিকার থিম সং গেয়ে শেষ হয় আয়োজন।

সম্পাদক বিক্রম শীল জানান, ২০১৭ সালের ১০ সেপ্টেম্বর প্রথম সংখ্যা প্রকাশের মধ্য দিয়ে নেট ফড়িংয়ের যাত্রা শুরু। অনলাইনের পাশাপাশি দুর্গাপুজো, বইমেলা ও বাংলা নববর্ষে মুদ্রিত সংখ্যাও প্রকাশিত হয়েছে। ২০২২ সালের এপ্রিল থেকে চলছে একক বই প্রকাশনা। ভারত, বাংলাদেশ-সহ বিশ্বের নানা প্রান্তের বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে পৌঁছে গিয়েছে কোচবিহার থেকে শুরু হওয়া এই পত্রিকা। *–কৃষ্ণ শীল*

## তারার আলো

সম্প্রতি জলপাইগুড়ির স্টুডেন্টস হেলথ হোমের সভাকক্ষে মনোমিতা চক্রবর্তীর ষষ্ঠ বই 'ছোট তারার আলো' প্রকাশিত হল। মোড়ক উন্মোচন করেন কবি অমিতকুমার দে। বইটিতে বিভিন্ন প্রজন্মের শৈশব, গোয়েন্দা রহস্য, ইতিহাস, মানবিকতা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে ১৭টি গল্প রয়েছে। উঠে এসেছে গয়েরকাটা ও জলপাইগুড়ির বিভিন্ন প্রান্তের অজানা কথাও। অনুষ্ঠানে অমিতকুমার দে, ডঃ প্রসাদ রায়, অরিন্দম ঘোষ, রুমি নাহা মজুমদার, সৌগত ভট্টাচার্য, মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য, নবসুন্দর দাস ও সপ্তাশ্ব ভৌমিক শিশুসাহিত্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন। গান শোনান পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌসুমী মল্লিক ও শ্রুতি দত্ত রায়। কবিতা পাঠ করেন বর্ণালী বর্মন, প্রমিলা চট্টোপাধ্যায় ও শাশ্বত ভট্টাচার্য। গল্পপাঠে ছিলেন শ্রুতি দত্ত রায়। সঞ্চালনায় পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দেবদত্তা বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন চৈতালী রায়, লিটন ভদ্র, অম্বালিকা ঘোষ, শঙ্খ মিত্র, মধুমিতা দে সহ বিশিষ্টজনেরা। *–নিজস্ব প্রতিবেদন*

# প্রয়াসের পদচিহ্ন

এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা। তাঁর কথায় ওঠবস করে পুলিশ। সেই নেতার নজর অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপকের জমির ওপর। স্থানীয় এক প্রোমোটারেরও নজর ওই জমির উপর। শুরু হয় ওই জমি হাতানোর নানা ফন্দি। ওই জমিতে অধ্যাপকের খোঁড়া ভিত থেকে উঠে আসে শিবলিঙ্গ। আর তাকে ঘিরে শুরু হয়ে যায় পুজোপাঠ ও ভজন-কীর্তন এবং শেষপর্যন্ত অপহৃত হন অধ্যাপক। তাঁকে উদ্ধার করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে প্রোমোটারের মৃত্যু। আর প্রভাবশালী নেতার জমি হাতানোর ছক ফাঁসের মধ্যে দিয়ে শেষ হয় শিলিগুড়ি প্রয়াস নাট্যমের নাটক 'ডামডোলিয়ায় ডামাডোল'।

এই নাটক রহস্য ঘেরা একটি জমজমাট গোয়েন্দা গল্প। পটভূমি উত্তর দিনাজপুর জেলার একটি নদীসংলগ্ন এলাকা। নাটকের রচনা ও পরিচালনায় ছিলেন সুব্রত দত্ত। এটি সংস্থার প্রথম প্রযোজনা। রহস্য গল্পের একটি অনিবার্য টান থাকে। তার ওপর এই গল্পের বিষয় এবং চরিত্রগুলো বাস্তব থেকে উঠে এসেছে। স্বভাবতই এই নাটক ঘিরে শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে দর্শক আসনে কৌতূহলী মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

পরিবেশনার মুনশিয়ানায় নাটকের দৃশ্যগুলোয় সিনেমাটিক মুড ছিল। মঞ্চে ১৮ জন শিল্পীর মধ্যে অনেকেই ছিলেন নতুন। সকলের অভিনয় এক সুরে বাঁধা ছিল এমন দাবি করা যাবে না। তবে সকলেই সাধ্যমতো চরিত্রানুগ থাকার চেষ্টা করেছেন। এই ধরনের নাটকে আলো এবং আবহের বড় ভূমিকা থাকে। ছন্দময় দত্তের আবহ নির্মাণ (প্রক্ষেপণে উত্তম বিশ্বাস) ও শংকর চক্রবর্তীর আলো নাটকের রহস্যময়তা বজায় রেখেছে।

নাট্যকার তথা পরিচালক সুব্রত দত্ত ছাড়াও মঞ্চে অভিনয়ে ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মজুমদার, সুদীপ সাহা,



*শিলিগুড়িতে দীনবন্ধু মঞ্চে পরিবেশিত 'ডামডোলিয়ায় ডামাডোল' নাটকের একটি মুহূর্ত।*

মুক্তিনাথ রায়, সুনন্দা ভাদুড়ি, প্রসেনজিৎ সাহা, সম্পা পাল, বিনীতা ভট্টাচার্য, মলয় সরকার, সুজনকান্তি মজুমদার, রাহুল দেওয়ানজি, চন্দ্রা ঘোষ, অভ্রজিৎ কুণ্ডু, মিষ্টু দেব, অর্ঘদীপ মজুমদার, তানিয়া দেবনাথ, অগ্নিমিত্রা দাশ ও সম্পা দত্ত। রূপসজ্জায় ছিলেন শক্তিপ্রসাদ আইচ এবং সঞ্চালনায় সুদীপ চৌধুরী। এই প্রযোজনার মধ্যে দিয়েই প্রয়াস নাট্যম শিলিগুড়িতে তাদের পদচিহ্ন এঁকে রাখল। *–ছন্দা দে মাহাতো*

# কবিতার পরিক্রমা



আবৃত্তিশিল্পী রিনি বিশ্বাসের উদ্যোগে পাঁচ বছর আগে গড়ে উঠেছিল মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসার মঞ্চ 'কথকতা'। পাঁচ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে দেশের পাঁচটি জায়গায় পৌঁছে যাওয়ার পরিকল্পনার প্রথম অনুষ্ঠানটি হয়ে গেল কিছুদিন আগে মালদার বিপিনবিহারী ঘোষ টাউন হলে। অংশ নেন সংস্থার ১৯ জন সদস্য। তাঁদের মধ্যে কনিষ্ঠতমের বয়স মাত্র তিন বছর।

সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় পর্দা সরতেই কাগজের পাখি ও মার্জিত আলোর ব্যবহারে সাজানো মঞ্চ নজর কাড়ে। রিনির প্রাণবন্ত সঞ্চালনায় জমে ওঠে অনুষ্ঠান। শুদ্ধ, ঋভু, রিতিল, সৌহার্দ্য, পেখম, শ্রভ্যা ও আহিরের কচিকাঁচা কণ্ঠের পর মঞ্চে আসে কিশোর আবৃত্তিশিল্পী অঙ্কুরিমা ও শৌর্য্য। তারা দুজন মালদার বাসিন্দা, বাকিরা কলকাতার। পরে সৃজিতা, শম্পা, মিতা, সোমা, শিরীন, সুতপা, কমলিকা ও নীলাঞ্জনার পরিবেশনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এবং অদিতি বসুরায়ের কবিতায় ধরা পড়ে বহুমাত্রিক ভাবনা। সংযত উচ্চারণ ও মরমি স্বরক্ষেপণ পরিবেশনাগুলিকে অন্য মাত্রা দেয়।

দ্বিতীয় পর্বে প্রায় চল্লিশ মিনিটের একক আবৃত্তিতে রিনি মুগ্ধ করেন শ্রোতাদের। শঙ্খ ঘোষের 'সুপুরি বনের সারি' পাঠে আবেগঘন হয়ে ওঠে প্রেক্ষাগৃহ। আবহে ছিলেন অনিন্দ্য দত্ত। প্রায় দু'ঘণ্টা পনেরো মিনিটের এই কবিতামুখর সন্ধ্যা শিল্পী ও শ্রোতা, উভয়ের কাছেই স্মরণীয় হয়ে রইল। *–সৌকর্য সোম*

# পুজো সংখ্যা

বক্সা টাইগার রিজার্ভে রায়ডাকের অরণ্যঘেরা পরিবেশে শতবর্ষপ্রাচীন পূর্বাঞ্চল বনবাংলো প্রাঙ্গণে প্রকাশিত হল 'ডুয়ার্স বীক্ষণ' পত্রিকার তৃতীয় বর্ষের পুজো সংখ্যা। সম্পাদক শীলা সরকারের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত প্রকাশনা অনুষ্ঠানে লিটল ম্যাগাজিনে স্থানিক চর্চার গুরুত্ব উঠে আসে। বক্তাদের মতে, ডুয়ার্সের অনালোচিত ইতিহাস, জনজীবন, লোকসংস্কৃতি, ভাষা, ঐতিহ্য, প্রকৃতি ও পরিবেশকে নথিবদ্ধ করতে এই ধরনের পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। মূলধারার আলোচনার বাইরে থাকা স্থানীয় ইতিহাস ও জনজীবনের অনুচ্চারিত অধ্যায় বৃহত্তর পাঠকসমাজের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রেও লিটল ম্যাগাজিনের ভূমিকা বিশেষ। উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য দেবকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাবন্ধিক দেবব্রত চাকি, সাহিত্যিক রাজীব শ্রাবণ, পিয়ালি সরকার, কনক রায়, কবি দেবাশিস ভট্টাচার্য, সুব্রত সাহা ও সুকান্ত দাস প্রমুখ সাহিত্য ও সংস্কৃতিপ্রেমী। *–নিজস্ব প্রতিবেদন*

## পায়ে পায়ে ১১

ধারাবাহিক 'কৃষ্টি কল্প'-এর একাদশ মাসের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নৃত্য, গান, কবিতা ও নাটকের সমাহারে দর্শকপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে জমে উঠল। কিছুদিন আগে 'নৃত্যমঞ্জিল' ও 'আমরা অপরাজিতা'র ব্যবস্থাপনায় কাকলি সোমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানটি হয়। শ্রাবণী চক্রবর্তীর প্রশিক্ষণে মাদার্স কেয়ার প্রিস্কুলের আকৃতি কুণ্ডু ও দিশানা পাল নৃত্য পরিবেশন করে। এষা মুখোপাধ্যায় ও চন্দ্রিমা সাহার প্রশিক্ষণে অনুসৃজন স্কুল অফ ওডিশি ডান্স ও পাইওনিয়ার নৃত্যাঙ্গনের শিল্পীরাও অংশ নেন। অনুষ্ঠানের নিয়মানুবর্তিতা ও দর্শকদের উপস্থিতির জন্য ধন্যবাদ জানান নাট্যকর্মী বিমান দাশগুপ্ত। শুভেচ্ছা জানান প্রাক্তন মন্ত্রী তথা প্রাক্তন



মেয়র অশোক ভট্টাচার্য। 'মননে কবিতা'র শিল্পীরা গান সহযোগে সমবেত কবিতার কোলাজ পরিবেশন করেন। শিলিগুড়ি এনতার গানতার মিউজিক্যাল গ্রুপের মহিলা শিল্পীদের বাংলা গানের কোলাজ এবং সত্যজিৎ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে, জয়ন্ত সাহার যন্ত্রানুষঙ্গে ও শ্রাবণী চক্রবর্তীর পরিচালনায় সমবেত সংগীত শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। শেষে থটস এরিনার নাটক 'সুবর্ণ সততা' মঞ্চস্থ হয়। মৃত্যুঞ্জয় ভাওয়ালের রচনা, শংকর ঘোষের নির্দেশনা ও অভিনয় এবং দেবজ্যোতি ঘোষালের আবহ নাটকটিকে পূর্ণতা দেয়। শিল্পী ও কলাকুশলীদের সংবর্ধনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। *–নিজস্ব প্রতিবেদন*

## কবিতাই সব

মালদা মহিলা মহাবিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে সম্প্রতি কলকাতার সপ্তর্ষি প্রকাশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল 'গদ্য পদ্য প্রবন্ধ'-এর পঞ্চম বর্ষের পঞ্চম পর্বের কবিতা উৎসব। সহযোগিতায় ছিল মালদার 'সান্নিধ্য' পত্রিকা। উদ্বোধন করেন প্রাবন্ধিক, কবি ও অধ্যাপক সুস্মিতা সোম। প্রধান অতিথি ছিলেন লেখিকা আইরিন শবনম। বিশেষ অতিথি ইংরেজির শিক্ষক দিব্যবিভো রায় এবং সভানেত্রী লেখিকা তৃপ্তি সাহা উপস্থিত ছিলেন। আবৃত্তিকার মহুয়া চৌধুরী অংশুমান করের একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। পরে অতিথিরা বক্তব্য রাখেন। সংকলনের সম্পাদক অংশুমান কর পঞ্চম বর্ষের পথচলা ও আগামীদিনের পরিকল্পনার কথা জানান। তিন পর্বে মালদা, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের নির্বাচিত ৪০ জন কবি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। সংগীতশিল্পী রাজর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় দুটি জনপ্রিয় আধুনিক গান পরিবেশন করেন। 'সান্নিধ্য' পত্রিকার সম্পাদক কবি পলাশ গঙ্গোপাধ্যায় অনুষ্ঠান সঞ্চালনা ও পরিচালনা করেন।

## আশা স্মরণ

সুরসম্রাজ্ঞী আশা ভোঁসলের ৯৩তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে টিউনমেট ভোকাল গ্রুপমিং স্কুলের উদ্যোগে মালদার ইউথ ক্লাব প্রাঙ্গণে কিছুদিন আগে আয়োজিত হল এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। সকলের জন্য উন্মুক্ত এই অনুষ্ঠানে শহরের শ্রোতাদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। সংস্থার দুই কর্ণধার, বিশিষ্ট যন্ত্রসংগীতশিল্পী জয়জিৎ সাহা ও সুরভি সেন সাহার তত্ত্বাবধানে ৪৬ জন ছাত্রছাত্রী আশা ভোঁসলের নানা স্বাদের কালজয়ী গান পরিবেশন করে শ্রদ্ধা জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাবিদ শক্তিপদ পাত্র, মালদা শিল্পী সংসদের কর্ণধার মলয়রঞ্জন সাহা এবং মালদা সাংস্কৃতিক পরিচালন কমিটির প্রসেনজিৎ দাস প্রমুখ। অতিথিরা আশার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন শিল্পী সৌমেন ও সংগীতশিল্পী আদর্শি সিনহা। *–সৌকর্য সোম*

## শব্দের সন্ধ্যা

সম্প্রতি জলপাইগুড়িতে এক চায়ের আড্ডায় শৌভিক কুণ্ডার লেখা 'ঘরের বাইরে ঘর এবং' বইটি প্রকাশিত হয়। সাহিত্যপ্রেমীদের স্বাগত জানান মধুপর্ণা রায়। সেমন্তী মজুমদারের আগমনী গান সুর বাঁধে। মোড়ক উন্মোচন করেন সাহিত্যিক অশোক গঙ্গোপাধ্যায় ও অপর্ণা বাগচী। 'এখন ডুয়ার্স'-এর তরফে শ্বেতা সরখেল উপস্থিত ছিলেন। বইটি নিয়ে আলোচনা করেন সুশান্ত নিয়োগী, অমিতকুমার দে ও সৌগত ভট্টাচার্য। 'লেখকের মুখোমুখি' পর্বে রঙ্গন রায়ের সঙ্গে কথোপকথন ছিল অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ। কবি জয়শীলা গুহ বাগচীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠান পূর্ণতা পায়। *–অনসূয়া চৌধুরী*

## অনন্য ১০০

রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটের শতবর্ষের ইতিহাস নিয়ে প্রকাশিত হল দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ও সোমনাথ সিংহের লেখা 'উত্তরের গৌরব রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট'। কিছুদিন আগে প্রতিষ্ঠানের মঞ্চে বইটির প্রকাশ অনুষ্ঠান হয়। ১৯২৬ থেকে ২০২৬, এক শতকের পথচলায় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রায়গঞ্জের সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠানের অবদান উঠে এসেছে বইটিতে। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক মোহিত সেনগুপ্ত, শিক্ষাবিদ শুভেন্দু মুখোপাধ্যায়, সুশীল গোস্বামী, সভাপতি কৌশিক সেন ও সম্পাদক আদিত্যনারায়ণ দাস প্রমুখ। *–দীপঙ্কর মিত্র*




# সুরের স্পর্শ

শিলিগুড়ি স্বরতরঙ্গ মিউজিক অ্যাকাডেমি ত্রয়োদশ বছরে পা দিল। এই উপলক্ষ্যে কিছুদিন আগে শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল 'Song-স্পর্শ, সিজন ৪'। প্রতি তিন বছর অন্তর আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে অ্যাকাডেমির সব শিক্ষার্থী অংশ নেন। কর্ণধার দীপায়ন সরকার ও অধ্যক্ষ অন্তর্জিতা গোস্বামী জানান, এবারের আয়োজন আগেরবারের তুলনায় অনেক বড় ছিল। ২৫০-র বেশি শিক্ষার্থী সংগীত পরিবেশন করেন। প্রতিষ্ঠার ১৩ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এদিন ১৩টি পৃথক ও ব্যতিক্রমী পরিবেশনা সাজানো হয়েছিল। শতশিশুর কণ্ঠে 'চতুরঙ্গ', ভিল্লানা ও তারানার যুগলবন্দি, বিজ্ঞাপনের গান নিয়ে 'বিজ্ঞাপনী বিনোদন' এবং জনপ্রিয় হিন্দি ধারাবাহিকের গান নিয়ে 'সিলসিলা-এ-সিরিয়াল' ছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। দর্শকদের বিশেষ আকর্ষণ ছিল লাইভ মিউজিক্যাল ডান্স ড্রামা 'গীত গৌরব গাথা কী'। রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী প্রথমবার সংগীত, নৃত্য ও অভিনয়ের সমন্বয়ে মঞ্চস্থ হয়। বিকেল ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত দীনবন্ধু মঞ্চের প্রেক্ষাগৃহ কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গে প্রথমবার এমন নতুন ধারার সংগীতানুষ্ঠান মঞ্চস্থ করার জন্য স্বরতরঙ্গ এবং দীপায়ন-অন্তর্জিতার এই প্রয়াস প্রশংসিত হয়েছে। *–নিজস্ব প্রতিবেদন*

## সুচ-সুতোয় মহিষাসুরমর্দিনী

বাংলার মায়েরা যুগ যুগ ধরে কাপড়ের উপর সুচ-সুতো দিয়ে সুখ-দুঃখ ও ভালোবাসার গল্প সেলাই করেন, এ তথ্য তো সবার জানা। কিন্তু ৮৯ বছরের এক মাকে কাপড়ে সুচ-সুতো দিয়ে 'মহিষাসুরমর্দিনী' ফুটিয়ে তুলতে দেখলে বিস্ময় জাগে বৈকি। শুধু মহিষাসুরমর্দিনীই নয়, ইতিহাস বইয়ে দেখা অজন্তা গুহার সেই অপ্সরা অথবা জীবনানন্দের কবিতার লাইন নিপুণ হাতে ধরা পড়েছে তাঁর সুচ ও সুতোয়। তিনি স্বভাবশিল্পী বাসন্তী দেবী। ক'দিন আগে তাঁর সূচিশিল্প ও হস্তশিল্পের একক প্রদর্শনী হয়ে গেল শিলিগুড়ি তথ্যকেন্দ্রের রামকিঙ্কর প্রদর্শনী কক্ষে। সূচনা দিনে তিন প্রজন্মের শিল্পী ও গুণগ্রাহীদের উপস্থিতিতে এই প্রদর্শনী হয়ে উঠেছিল এক অন্তরঙ্গ মিলনমেলা।



অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ সংবাদের জেনারেল ম্যানেজার প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী, শিল্পানুরাগী ও সমাজসেবী রবীন্দ্র জৈন, বর্ষীয়ান শিল্পী সুদীপ্ত রায়, ভাস্কর মৈনাক ভট্টাচার্য সহ আরও অনেকে। মূলত এই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা ছিল বাসন্তী দেবীর পরিবার। বিশেষ করে তাঁর মেয়েরা। তাঁরা মায়ের জীবন কথা নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত তথ্যচিত্র সেদিন তুলে ধরেন। *–ছন্দা দে মাহাতো*

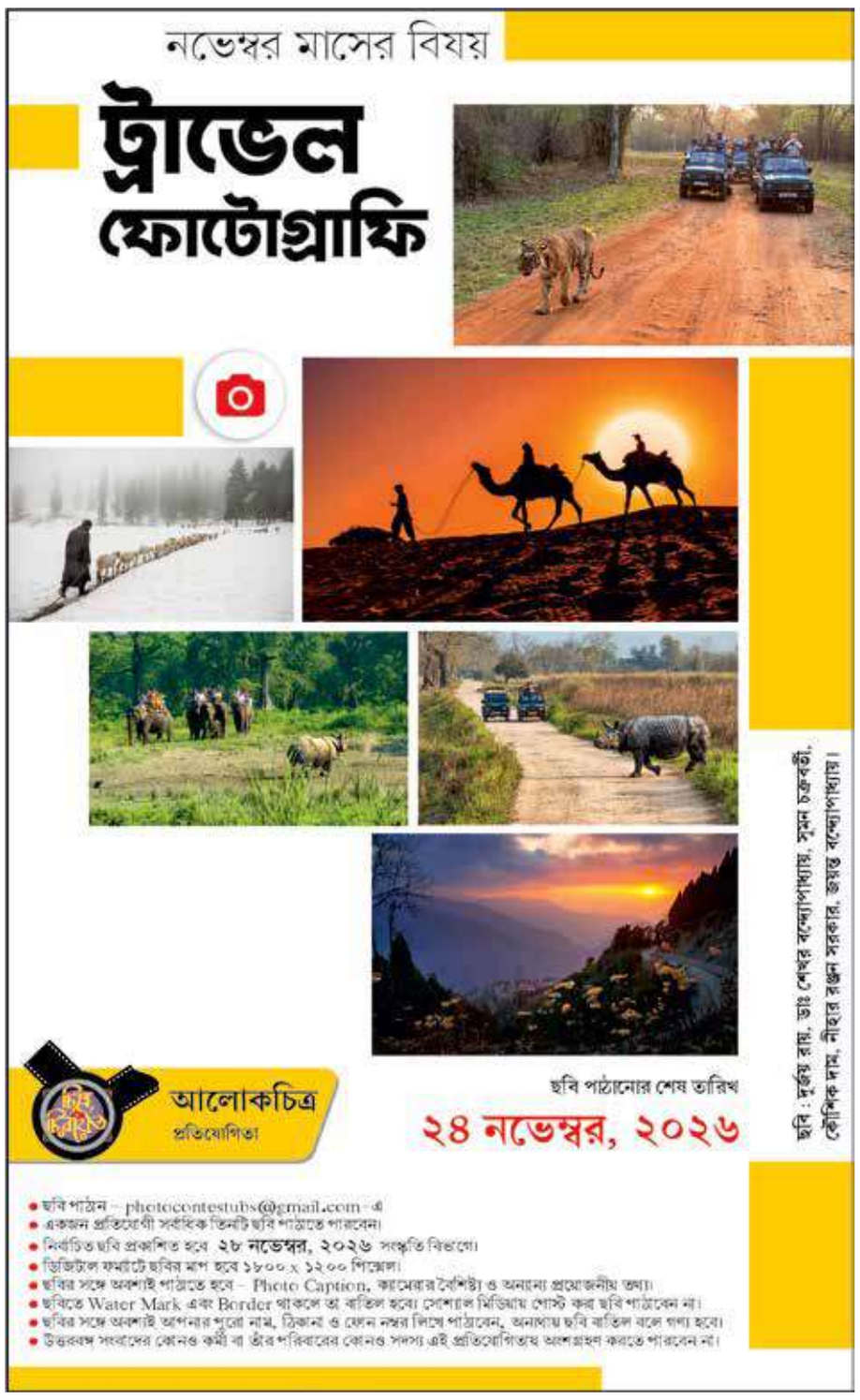
# 'মল্লার' প্রকাশ ও বার্ষিক অনুষ্ঠান



শিলিগুড়ি চাইল্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাকক্ষে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল মল্লারের বার্ষিক অনুষ্ঠান। প্রকাশিত হল মল্লারের নতুন সংখ্যাও। উত্তরবঙ্গ সংবাদের জেনারেল ম্যানেজার প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী, কবি সন্তোষ সিংহ, লেখক ও সম্পাদক বীরেন চন্দ, কবি অলোক চক্রবর্তী, লেখক শিশির রায়নাথ, কবি মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস, শিল্পী সুদীপ্ত রায়, কবি শৌভিক দে সরকার এবং 'উড়ান প্রকাশনী'র কর্ণধার আদিত্য মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। মল্লারের পথ চলা নিয়ে আলোচনা করেন নাট্যকর্মী অধ্যাপক অমিতাভ কাঞ্জিলাল।

'মল্লার সম্মান ২০২৬' তুলে দেওয়া হয় নির্বাচিত তিন লেখক সেবন্তী ঘোষ, শ্যামলী সেনগুপ্ত ও কৌশিক জোয়ারদারের হাতে। সম্মানিত করা হয় শিল্পী সুদীপ্ত রায় ও অমিতাভ কাঞ্জিলালকেও। প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী সহ অন্যরা বক্তব্য পেশ করেন। সম্মানপ্রাপকরাও মঞ্চে নিজেদের অনুভূতির কথা জানান।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল 'ভবানী সরকার স্মারক বক্তৃতা'। এই স্মারক বক্তৃতায় এর আগে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব অংশ নিয়েছেন। এবছর বক্তৃতায় ছিলেন নাট্যকর্মী ও প্রাবন্ধিক পার্থপ্রতিম মিত্র। তাঁর আলোচনার বিষয় ছিল 'থার্ড থিয়েটার : সাহিত্যের সীমান্ত পেরোনো দুঃসাহসিক অভিযান এক'। মনোজ্ঞ আলোচনা মুগ্ধ হয়ে শোনেন শ্রোতারা। অনুষ্ঠানে ভিন্ন মাত্রা যোগ করে সীমন্তিনী সরকারের গান। শেষ পর্বে কবি অরিন্দম ঘোষের সঞ্চালনায় কবিতা পাঠের আসর বসে। বিভিন্ন শহরের কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকর্মী ও সংস্কৃতিকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। সুদীপ্ত রায় এবং মৈনাক ভট্টাচার্যের শিল্পকর্মে সেজে উঠেছিল অনুষ্ঠানকক্ষ। অনুষ্ঠান ঘিরে বিভিন্ন শহর থেকে আসা সংস্কৃতিমনস্ক শুভানুধ্যায়ীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সুতপা সাহা ও জয়শীলা গুহ বাগচী সামগ্রিকভাবে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন। *–নিজস্ব প্রতিবেদন*




# আগমনীর আবেশ

দুর্গাপুজোর প্রাক্কালে আগমনী সুরে উৎসবমুখর হয়ে উঠেছিল রায়গঞ্জ। রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটে রায়গঞ্জ কালচারাল ফোরাম ও উত্তর দিনাজপুর প্রেস ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান, নৃত্য ও মহিষাসুরমর্দিনী পরিবেশনায় ফুটে উঠেছিল শারদোৎসবের আবেগ ও ঐতিহ্য। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পাল, বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী, প্রেস ক্লাবের সভাপতি মেহদি হেদায়া উল্লাহ ও সাধারণ সম্পাদক অমিত সরকার প্রমুখ।

মহিষাসুরমর্দিনীর নির্বাচিত অংশ দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সংগীত পরিবেশন করেন আকাশ সরকার, মৌমিতা ঠাকুর, ঋতজা দে বর্মন ও অহনা সিং। নৃত্যে অংশ নেন অর্চিতা বসাক, দেবলীনা পাল ও প্রণালি অধিকারী। ভাষ্য পাঠে ছিলেন সঞ্জীবন সরকার। গিটারে ছিলেন কাবেরী মিত্র,



দীপিকা দত্ত ও শুভ্রা বসাক।

অনুষ্ঠানের আবেগঘন মুহূর্তে প্রয়াত সংগীতশিল্পী স্বাগতা মুখোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা জানানো হয়। কালচারাল ফোরামের সভাপতি শুভেন্দু মুখোপাধ্যায় জানান, রায়গঞ্জের সাংস্কৃতিক পরিসর সমৃদ্ধ করতেই এই আয়োজন। *–দীপঙ্কর মিত্র*

# অনন্য অষ্টমাতৃকা

কোকরাঝাড়ের ব্যাংক কলোনিতে এসবিআই এমপ্লয়িজ হাউসিং কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের উদ্যোগে সম্প্রতি আয়োজিত হয় এক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হয় শারদীয়া উৎসব সংখ্যা 'মঞ্জরী ১৪৩৩'। পত্রিকাটি এ বছর ৩৬তম বর্ষে পদার্পণ করল। সন্ধ্যার বিশেষ আকর্ষণ ছিল কোকরাঝাড় মিউজিক কলেজের প্রযোজনায় 'অষ্টমাতৃকা' নৃত্য আলেখ্য। দীক্ষিতা দে-র রচনা ও নির্দেশনায় দেবীশক্তির বিভিন্ন রূপ, পৌরাণিক চরিত্র, নৃত্য ও অভিনয়ের সমন্বয়ে তৈরি প্রযোজনাটি দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

কণ্ঠবর্ণনায় পলাশ দে, আলোকসম্পাতে মানস ও সোনা গুহ এবং শব্দ পরিচালনায় বিনয় কাহার ছিলেন। মহিষাসুরমর্দিনী, ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, ইন্দ্রাণী, বারাহী, নৃসিংহী ও চামুণ্ডার ভূমিকায় যথাক্রমে প্রিয়াঙ্কা পাঠক, সুরঞ্জনা বসু, ডোনা পাল, অনুষ্কা মল্লিক,



আয়ুষী দে, শ্রুতি বর্মন, নন্দিতা কীর্তনিয়া, দীক্ষিতা দে ও শুভজিৎ ঘোষ অভিনয় করেন। মহিষাসুর, চণ্ড ও মুণ্ডের ভূমিকায় ছিলেন সমীর দে, অনীক পাল ও জগন্নাথ মজুমদার। সূত্রধার ছিলেন সীমান্ত পাঠক ও বিশ্বজিৎ বর্মন। *–নিজস্ব প্রতিবেদন*

সংস্কৃতিকেন্দ্রিক বিষয়ে অনধিক ২০০ শব্দে নমুনা লেখা পাঠাতে পারেন। নির্বাচিত লেখা ছাপা হবে এই বিভাগে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠানোর ঠিকানা : বিভাগীয় সম্পাদক, সংস্কৃতি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। অনলাইনেও ইউনিকোড ফন্টে লেখা পাঠাতে পারেন uttorerlekha@gmail.com-এ।

## সাজবে পার্ক

**শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর :** ডিসেম্বরের মধ্যেই বন দপ্তরের আওতাধীন শিলিগুড়ি পার্ককে নতুন সাজে সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। শিশুদের আনন্দের কথা মাথায় রেখে সেখানে নতুন খেলনা বসানো হবে। পার্কে আসা ছোটদের বিনোদনের আরও সুযোগ তৈরি করতেই এই উদ্যোগ। ইতিমধ্যেই পার্কে নতুন স্লিপ বসানো হয়েছে। পাশাপাশি পার্কের নাসারির উন্নয়নেও নজর দিচ্ছে বন দপ্তর। পার্কের দায়িত্বপ্রাপ্ত এক আধিকারিক জানান, শিশুরা যাতে ঘুরতে এসে দীর্ঘক্ষণ আনন্দে কাটাতে পারে এবং নাসারিটিও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, সেই লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

## ঘাট পরিদর্শন

**খড়িবাড়ি, ৬ নভেম্বর :** ছটপুজোর আগে নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে ময়দানে নামল দার্জিলিং জেলা পুলিশ। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে শুক্রবার পর্যন্ত খড়িবাড়ি ব্লকের বিভিন্ন ছটঘাট পরিদর্শন করেন পুলিশ আধিকারিকরা। বৃহস্পতিবার রাতে খড়িবাড়ির বুন নদীর ছটঘাট পরিদর্শন করেন দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার শ্রীকান্ত জগন্নাথ রাও। তিনি বলেন, 'কালীপুজো, ছটপুজো নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে এবং ট্রাফিক ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বিভিন্ন প্যান্ডেল ও ছটপুজোর ঘাট পরিদর্শন করে হচ্ছে।' এদিনও পুলিশকর্তারা ঘাট এলাকা ও সংলগ্ন রাস্তা ঘুরে দেখেন। তবে পুলিশ সুপার এদিন ছিলেন না।

## গ্রেপ্তার ২ তরুণ

**কিশনগঞ্জ, ৬ নভেম্বর :** ব্রাউন সুগার পাচারের অভিযোগে বৃহস্পতিবার কিশনগঞ্জে দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করে অ্যান্টি ড্রাগস ফোর্স। বাহাদুরগঞ্জ থানা সংলগ্ন রেজিস্ট্রি অফিসের সামনে থেকে লাডলা আনসারি ও শহিদ আলমকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের কাছ থেকে ২৭৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত হয়েছে। শুক্রবার আদালতের নির্দেশে তাঁদের ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতে পাঠানো হয়।

## রাতে চাই রোদ্দুর

*প্রথম পাতার পর*

তার ওপর মহাকাশ থেকে এভাবে আলো ফেলা হলে শুধু যে তারাদের মেলা দেখায় ব্যাঘাত ঘটবে তা নয়, মারাত্মক ক্ষতি হবে নিশাচর প্রাণী ও বাস্তুতন্ত্রের। পাখিদের পরিযায়ী স্বভাব থেকে শুরু করে মানুষের ঘুমের স্বাভাবিক ছন্দ- সবই তো আসলে প্রাকৃতিক নিয়মের ওপর নির্ভরশীল।

এখনও পর্যন্ত বাণিজ্যিকভাবে আলো ফেলার এই প্রকল্প চূড়ান্ত ছাড়পত্র পায়নি। কিন্তু এই চরম উচ্চাকাঙ্ক্ষা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, প্রযুক্তি আর পুঁজিবাদের আগ্রাসন ঠিক কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে। মানুষ শত শত বছর ধরে সূর্যের আলোকে কাজে লাগাতে শিখেছে আর এখন সেই সূর্যকে রুটিনমাফিক ভাড়ায় খাটাতে চাইছেন প্রযুক্তিবিদরা!

### মাতালহাটে অভিযুক্ত পদ্ম নেতা

# ফের লাথি অন্তঃসত্ত্বাকে

**অমৃতা দে**

**দিনহাটা, ৬ নভেম্বর :** বড়শাকদলের কুচনিতে আক্রান্ত অন্তঃসত্ত্বা মহিলার মৃত সন্তান প্রসবের ঘটনার রেশ এখনও কাটেনি। সেই ঘটনার মূল অভিযুক্ত বিজেপি নেতা-নেত্রীরা এখনও অধরা। এরই মধ্যে ফের এক অন্তঃসত্ত্বাকে মারধর ও তাঁর পেটে লাথি মারার ঘটনা ঘটল মাতালহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের ভক্কা গ্রামে। এবারও অভিযোগ উঠেছে বিজেপির এক পঞ্চায়েত সদস্য ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভক্কা গ্রামে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পরপর অন্তঃসত্ত্বাদের উপর হামলার অভিযোগ সামনে আসায় সাধারণ মানুষের মধ্যেও ক্ষোভ বাড়ছে। এলাকার মানুষের অভিযোগ, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার নামে বিজেপি নেতা-নেত্রীরা এখন নিজেরাই আইন হাতে তুলে নিচ্ছেন।

কী ঘটেছে মাতালহাটে?

বৃহস্পতিবার মাতালহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য ভবসিন্ধু বর্মনের বাড়িতে স্থানীয় বাসিন্দা মৃণাল বর্মনকে নিয়ে একটি সালিশি সভা বসে। পঞ্চায়েত সদস্যের ভাইয়ের স্ত্রীর সঙ্গে মৃণাল বর্মনের পরকীয়া সম্পর্ক এবং ধর্ষণের অভিযোগকে কেন্দ্র করেই ওই সভার আয়োজন করা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়িতে আয়োজিত ওই সভায় অপর এক পঞ্চায়েত সদস্য গিরিন বর্মন সহ বিজেপির কয়েকজন কর্মী ও নেতা উপস্থিত ছিলেন।

অভিযোগ, সালিশি সভা চলাকালীন পঞ্চায়েত সদস্য ভবসিন্ধু বর্মন, তাঁর ভাই সহ কয়েকজন মিলে মৃণাল বর্মনকে মারধর করেন। স্বামীকে মারধর করতে দেখে তাঁকে বাঁচাতে এগিয়ে যান তাঁর চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী অনামিকা বর্মন এবং মা মায়া বর্মন। সেই সময় তাঁদের উপরও চড়াও হন অভিযুক্তরা। মারধরের ঘটনায় গুরুতর আহত হন অনামিকা। তাঁকে চিকিৎসার জন্য দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

অনামিকার অভিযোগ, তিনি অন্তঃসত্ত্বা, তা জানা সত্ত্বেও পঞ্চায়েত সদস্য ভবসিন্ধু বর্মন তাঁকে আক্রমণ করেন। এমনকি, তাঁর পেটে লাথি মারা হয় বলেও অভিযোগ করেন তিনি। অনামিকার শাশুড়ি মায়া বর্মনের দাবি, 'সালিশি সভায় যেতে আমরা প্রথম থেকেই আপত্তি জানিয়েছিলাম। নিজেদের বাড়িতে সভা করার কথা বললেও আমাদের জোর করে পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়িতে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়।' তিনি আরও জানান, এর আগেও তাঁদের বাড়িতে গিয়ে মারধর করা হয়েছিল।

এর আগে দিনহাটা-২ ব্লকের বড়শাকদল গ্রাম পঞ্চায়েতের কুচনি এলাকায় রাজনৈতিক পরিচয়কে কেন্দ্র করে এক তৃণমূল নেত্রীর দেওর ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে মারধরের অভিযোগ ওঠে বিজেপির বুথ সভাপতি রাকেশ বর্মন, মহিলা মোর্চার মণ্ডল সভাপতি মাম্পি সরকার সহ ১০ জনের বিরুদ্ধে। গত ২৮ অক্টোবরের ওই ঘটনার পরদিনই মৃত্যু হয় গর্ভস্থ সন্তানের।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তোলপাড় হয় জেলা রাজনীতি। ঘটনার অভিঘাতে দলের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারে আসরে নামতে হয় বিধায়ক অজয় রায়কে। তিনি আইনের কথা শুনিয়ে আশ্বাস দেন, দোষী যে-ই হোক, আইন অনুযায়ী তার বিচার হবে। তবে বিধায়কের এই আশ্বাস যে নিছক কথার কথা, তা মাতালহাটের ঘটনাতেই প্রমাণিত বলে অভিযোগ উঠেছে।

মাতালহাটের ঘটনায় পঞ্চায়েত সদস্য ভবসিন্ধু বর্মন, অপর পঞ্চায়েত সদস্য গিরিন বর্মন সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে দিনহাটা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন মায়া বর্মন। তবে অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হলেও পুলিশ এখনও তার প্রাপ্তিস্বীকারের কপি দেয়নি বলে দাবি পরিবারের।

অন্যদিকে, সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিজেপির ৪ নম্বর মণ্ডল সভাপতি শঙ্কু সরকার। তাঁর দাবি, সালিশি সভায় তিনি নিজে উপস্থিত ছিলেন না। দলীয় নেতৃত্বের কাছ থেকে তিনি জানতে পেরেছেন, সভা শেষ হওয়ার পর প্রত্যেকেই নিজেদের বাড়ি ফিরে যান। পরে রাতে অনামিকা বর্মন দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হন। তাঁর বক্তব্য, 'সালিশি সভায় কোনও অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে মারধরের ঘটনা ঘটেনি। মিথ্যা অভিযোগে বিজেপির নেতা-কর্মীদের ফাঁসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।'

## সপ্তম পে

*প্রথম পাতার পর*

সংস্কৃত, নেতাজি সুভাষ, কাজী নজরুল, বাঁকুড়া এবং রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়।

অর্থ দপ্তর জানিয়েছে, রাজ্য সরকারি কর্মীদের বেতন ও ভাতা কাঠামো খতিয়ে দেখার জন্য গঠিত কমিশনের কাজের পরিধি সম্প্রসারিত করা হল। সরকারি কর্মীদের মতো এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে কর্মরত শিক্ষক ও কর্মীদের বেতন কাঠামো এবং চাকরির শর্ত পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ সরকারকে করবে কমিশন। গত অগাস্টে নবান্নে কমিশনের প্রথম বৈঠক হয়েছিল। এরপর তথ্য সংগ্রহের জন্য ওয়েবসাইটও চালু করা হয়। তবে বেতন বৃদ্ধির হার ঠিক কত হবে, নতুন কাঠামো কী হবে বা বকেয়া কীভাবে মেটানো হবে, সেসব বিষয়ে বিজ্ঞপ্তিতে নির্দিষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি। কমিশনের সুপারিশের পর সরকার এবিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। সব ঠিক থাকলে আগামী জানুয়ারি থেকেই রাজ্যে সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি কার্যকর হতে পারে বলে প্রশাসনিক মহলের খবর।



ফুলের বাহার।। দীপাবলির আগে ব্যস্ততা। শুক্রবার নয়াদিল্লিতে। -পিটিআই





*মণ্ডপের পথে সুভাষপল্লির একটি ক্লাবের কালী প্রতিমা (ডানে)। শোভাযাত্রা দেখতে সন্ধে থেকেই ভিড় জমল হাসমি চক সহ শিলিগুড়ির গুরুত্বপূর্ণ এলাকায়। ভিড় সামলাতে নাকানিচোবানি খেতে হয় পুলিশকে। কলকাতার চোরবাগানে দুর্ঘটনার পরও পরিকল্পনার অভাব স্পষ্ট। ক্ষোভ উগরে দেন পথচারীরা। প্রতিমা মণ্ডপে ঢোকার পরও পরিস্থিতি নাগালে আনতে নাজেহাল হন উদ্যোক্তারা। শুক্রবার। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর ও সংগৃহীত।*

### নয়া শিল্পনীতিতে সন্তুষ্ট উত্তরবঙ্গের বাণিজ্য মহল

# জিএসটি ফেরত নিয়ে সংশয়

**রণজিৎ ঘোষ**

**শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর :** রাজ্যের নতুন শিল্পনীতি নিয়ে উত্তরবঙ্গের বণিক মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এই শিল্পনীতি ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং বৃহৎ শিল্পে দীর্ঘমেয়াদি সুফল দেবে বলে উদ্যোগপতিরা মনে করছেন। তবে রাজ্য সরকার পণ্য ও পরিষেবা কর (এসজিএসটি) ছাড়ের উল্লেখ করলেও তা কীভাবে পাওয়া যাবে, তা স্পষ্ট নয় অনেকের কাছে, যা নিয়ে শিল্পপতিদের মধ্যে কৌতূহল রয়েছে। রাজ্যের নতুন শিল্পনীতিতে উত্তরবঙ্গকে অগ্রাধিকারের এলাকা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে বলে সিআইআইয়ের উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক শাখার চেয়ারম্যান সতীশ মিত্রকার দাবি। নয়া শিল্পনীতির ভূয়সী প্রশংসা করে পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ বলছেন, 'নতুন শিল্প স্থাপনে উৎসাহ দিতে এই শিল্পনীতিতে অনেককিছুই বলা হয়েছে। এতে রাজ্যে শিল্প সম্ভাবনা অনেকাংশে বাড়বে।'

বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী এবং শিল্পমন্ত্রীর উপস্থিতিতে রাজ্যের নয়া বিনিয়োগ প্রসার নীতি-২০২৬ ঘোষণা করা হয়েছে। এখনও শিল্পে পিছিয়ে থাকা জেলাগুলিকে শিল্পের আওতায় নিয়ে আসার জন্য অগ্রাধিকারের এলাকা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে নতুন শিল্পনীতিতে। এই অঞ্চলে শিল্প স্থাপনে আগ্রহী শিল্পপতিদের বিভিন্ন ক্ষেত্র মিলিয়ে ১২০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই শিল্পনীতির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, এখানে মহিলাদের কর্মসংস্থানের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলা কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত ভরতুকি দেওয়ার কথা বলা রয়েছে। পুরুষদের জন্য এই হার ৫০ শতাংশ। পাশাপাশি জিএসটিতেও বড় ছাড়ের কথা বলা হয়েছে। রাজ্য সরকার যে জিএসটি পায়, তার পুরোটাই ফেরতযোগ্য বলে জানানো হয়েছে। এছাড়া বিদ্যুৎ, শিল্পের জমি— সব ক্ষেত্রেই আগের মতোই ভরতুকির উল্লেখ রয়েছে। তবে আগের সরকারের আমলের এককালীন ২৫-৩০ শতাংশ ভরতুকির কথা নয়া শিল্পনীতিতে উল্লেখ নেই। অর্থাৎ শিল্প স্থাপন করে সরকারি ভরতুকি নিয়ে প্রকল্প বন্ধ করে দেওয়ার মানসিকতা থেকে শিক্ষা নিয়ে রাজ্য এই শিল্পনীতি তৈরি করেছে বলে মনে করা হচ্ছে।



- রাজ্যের নয়া শিল্পনীতিতে অগ্রাধিকার উত্তরবঙ্গকে, আশায় শিল্পমহল
- গুরুত্ব মহিলাদের কর্মসংস্থানে, পিএফে ১০০ শতাংশ ভরতুকির সিদ্ধান্ত
- বিদ্যুৎ, শিল্পের জমিতে ভরতুকি, এককালীন ভরতুকির উল্লেখ নেই নয়া নীতিতে

শিল্পপতি সঞ্জিত সাহা রাজ্যের নয়া শিল্পনীতির প্রশংসা করেছেন। তিনি মনে করেন, 'রাজ্যের নয়া শিল্পনীতি নতুন শিল্প স্থাপনে উৎসাহ দেবে। কেউ যদি শুধু সরকারি ভরতুকির জন্য কলকারখানা করেন, তাহলে আর ভরতুকি পাবেন না। দীর্ঘমেয়াদি চিন্তাভাবনা নিয়ে চললে এই শিল্পনীতিতে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত শিল্প স্থাপনের খরচ তুলে নেওয়া সম্ভব। কেননা রাজ্য সরকার জিএসটি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি সুযোগসুবিধার কথা বলেছে।' রাজ্যের প্রাপ্য জিএসটি (এসজিএসটি) শিল্পপতিকে পরবর্তীতে ফেরত দেওয়ার কথা বললেও সেটা কীভাবে দেওয়া হবে, তা স্পষ্ট নয়। সঞ্জিতের বক্তব্য, 'জিএসটি ফেরত পাওয়া ভীষণ কঠিন। এক্ষেত্রে উদ্যোগপতি যাতে দ্রুত জিএসটিতে দেওয়া অর্থ ফেরত পান, তা রাজ্যকে নিশ্চিত করতে হবে।'

সিআইআইয়ের উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক শাখার চেয়ারম্যান সতীশ বলছেন, 'উত্তরবঙ্গকে রাজ্য প্রাধান্য দিয়েছে। এর ফলে এখানে শিল্প স্থাপন হলে কর ছাড় অনেক বেশি পাওয়া যাবে। যে যত বেশি ভালো ব্যবসা করবে, সরকার তাঁকে তত বেশি ভরতুকি দেবে।' নর্থবেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুরজিৎ পাল অবশ্য দাবি করেছেন, 'নয়া শিল্পনীতিতে নতুন কিছু সেভাবে চোখে পড়েনি। বরং আগে শিল্পে ২৫ শতাংশ কর ছাড়ের কথা ছিল, যার কথা এখানে বলা হয়নি।'

## মাদক সহ ধৃত

**খড়িবাড়ি, ৬ নভেম্বর :** কালীপুজো ও দীপাবলির আগে ভারত-নেপাল সীমান্তে কড়া নজরদারি বাড়িয়েছে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। শুক্রবার রাত ৮টা নাগাদ পানিট্যাঙ্কির বদরাজোত থেকে ১১৯ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ নেপালের এক তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতের নাম ওয়াংচেং উয়েলমো। তিনি নেপালের ফিক্কলের বাসিন্দা। উৎসবের প্রাকমুহূর্তে অসামাজিক কার্যকলাপ রুখতে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ কড়া নজরদারি চালাচ্ছিল। তখন সন্দেহভাজন ওই তরুণকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে বক্তব্যে অসংগতি মেলে। তল্লাশিতে তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার হয় ওই মাদক। শনিবার ধৃতকে মহকুমা আদালতে তুলে রিমান্ডে নিয়ে চক্রের বাকিদের খোঁজে তদন্তে নামবে পুলিশ।

## দুর্ভোগ

*প্রথম পাতার পর*

সঙ্গে মশার উৎপাত। জায়গাটা পরিষ্কার থাকলে এবং রাত কাটানোর মতো ছাদ থাকলে ভালো হয়, যাতে পরবর্তীতে যাঁরা আসবেন, তাঁদের সমস্যার মধ্যে পড়তে না হয়।' পুরুষদের পাশাপাশি অনেক মহিলা রাতে সেখানে থাকেন। এনজেপি স্টেশন সংলগ্ন রাজাহৌলির বাসিন্দা আজমা বিবি তাঁর মেয়েকে হাসপাতালে ভর্তি করেছেন। মহিলার কথায়, 'বাধ্য হয়ে খুব কষ্ট করে থাকতে হয়।'

# পার্কিংয়ে টেন্ডার জট

**নিতাই সাহা**

**শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর :** দ্বিতীয় দফার টেন্ডার প্রক্রিয়াতেও সাফল্য মিলল না। বাধ্য হয়ে ১০টি পার্কিং জোনের জন্য নতুন করে টেন্ডার করতে চলেছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিডার এবং নথির অভাবে দ্বিতীয় দফার টেন্ডার প্রক্রিয়া ব্যর্থ হয়েছে। সেই কারণে সোমবারের মধ্যে তৃতীয় দফায় টেন্ডার আহ্বান করা হবে।

টেন্ডারে অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুলির দাবি, পার্কিং জোনগুলিতে গাড়ি দাঁড় করানোর নতুন নিয়মের জেরে আয়ের পরিমাণ কমে গিয়েছে। ফলে এই বরাত নিয়ে কতটা লাভ হবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। অভিযোগ, এ বিষয়ে পুরনিগমের তরফে প্রয়োজনীয় সহযোগিতাও মিলছে না। এক পুর আধিকারিক বলেন, 'টেন্ডার প্রক্রিয়ায় তেমন সাড়া মেলেনি। ফলে নতুন করে আবার টেন্ডার করা হচ্ছে।'

এসএফ রোডে থানার উলটোদিক থেকে জলপাই মোড় পর্যন্ত একটি পার্কিং জোন রয়েছে। এছাড়া সেবক মোড় থেকে নাইন-টেন হোটেল পর্যন্ত রাস্তার দু'ধারের পার্কিং জোন এবং হিলকার্ট রোডে এসএন বোস পেট্রোল পাম্প থেকে সেন্ট্রাল প্লাজা পর্যন্ত পার্কিং জোন-সহ মোট ১০টি পার্কিং জোনের নতুন করে বরাত দেওয়ার লক্ষ্যে মাস তিনেক আগে প্রথম দফায় টেন্ডার আহ্বান করেছিল পুর কর্তৃপক্ষ। কিন্তু তাতে পর্যাপ্ত সাড়া না মেলায় দ্বিতীয় দফায় টেন্ডার করা হয়। তবে তাতেও আশানুরূপ সাড়া মেলেনি।




- ১০টি পার্কিং জোনের দ্বিতীয় দফার টেন্ডার বাতিল হয়েছে
- সোমবারের মধ্যে তৃতীয় দফায় টেন্ডার ডাকার পরিকল্পনা পুরনিগমের
- গাড়ি পার্কিংয়ের নিয়ম বদলে আয় কমায় টেন্ডারে অনীহা এজেন্সিগুলির

একটি এজেন্সির তরফে শংকর রায় বলেন, 'পার্কিং জোনগুলিতে গাড়ি রাখার নিয়ম বদল করা হয়েছে। আগে সোজাভাবে গাড়ি দাঁড় করানো যেত। কিন্তু এখন আড়াআড়িভাবে গাড়ি দাঁড় করাতে হচ্ছে। তা নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছে। এ বিষয়ে পুর কর্তৃপক্ষ খুব একটা সহযোগিতা করছে না। ফলে অনেকেই টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে অনীহা প্রকাশ করছেন।' অন্য একটি এজেন্সির তরফে রাকেশ পাল বলেন, 'অনলাইন টেন্ডার প্রক্রিয়ায় প্রথমবার অনেকেই সব নথি দিতে না পারলেও দ্বিতীয়বার সেই সমস্যা হওয়ার কথা নয়। আমার মনে হচ্ছে, পুরনিগমের উদাসীনতার জেরেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বারবার টেন্ডার প্রক্রিয়া বাতিল হওয়ায় খরচের অঙ্ক বাড়ছে। শেষ দু'বারে প্রায় ৩০ হাজার টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে। এবার ফের খরচের পালা।'

তিনি আরও জানান, 'মহাবীরস্থান এলাকায় উড়ালপুলের নীচে থাকা একটি পার্কিং জোন তাঁর স্ত্রীর নামে বরাত নেওয়া রয়েছে। কিন্তু গত তিন মাস ধরে সেখানে ফি আদায় বন্ধ রয়েছে। তাঁর অভিযোগ, ওই এলাকায় একাধিক অস্থায়ী দোকান থাকায় পার্কিং পরিচালনায় সমস্যা হচ্ছে। বিষয়টি পুরনিগমকে জানানো হলেও কোনও সুরাহা হয়নি।'

## পুজোর উদ্বোধনে এসে উন্নয়ন-বার্তা নিশীথের

**শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর :** তৃণমূল জমানায় উত্তরবঙ্গ বঞ্চনার শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে মন্ত্রীর দাবি, আগামী এক বছরের মধ্যে উত্তরের প্রতিটি জেলার রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত উন্নতি হবে। ইতিমধ্যেই সেই কাজও পুরোদমে শুরু হয়েছে। রাস্তার মানোন্নয়নের কাজের ক্ষেত্রে পূর্ত দপ্তরের পাশাপাশি প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর একসঙ্গে কাজ করছে। স্বচ্ছতা বজায় রাখতে প্রতিটি প্রশাসনিক কাজের জিও ট্যাগিং করা হচ্ছে।

শুক্রবার রাতে শিলিগুড়িতে সেবক রোডের এক কালীপুজোর মণ্ডপ পরিদর্শনে এসে 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এর মুখোমুখি হয়ে এমনটাই মন্তব্য করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক।

নিশীথের কথায়, 'তৃণমূল জমানায় বিজেপি বিধায়কদের এলাকায় সেভাবে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। তবে এবার সাধারণ মানুষের বৃহত্তর স্বার্থে প্রতিটি বিধানসভা এলাকাতেই সঠিক পরিকল্পনামাফিক কাজ করা হবে। শুধু মন্ত্রীর বিধানসভা এলাকাতেই সব থেকে বেশি উন্নয়ন হবে, এমনটা নয়। এই মিথ ভেঙে এবার সামগ্রিক উন্নয়নের কাজ হবে।'

তৃণমূল জমানায় শুরু হওয়া বিভিন্ন প্রকল্পের কাজে ঢিলেমি সহ দুর্নীতির গুরুতর অভিযোগ উঠতেই ইতিমধ্যে ১২২টি এজেন্সিকে শোকজ করেছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর, এদিন ফের সে কথা মনে করিয়ে দেন নিশীথ।

তিনি জানিয়েছেন, দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই প্রতিটি প্রকল্পের কাজ ধরে চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। চলছে বিভাগীয় তদন্ত। সেইসঙ্গে প্রতিটি প্রকল্পের কাজ সরেজমিনে খতিয়ে দেখা হয়েছে। তাতেই একাধিক প্রকল্পের কাজে ত্রুটি ধরা পড়তেই ওই এজেন্সিগুলিকে শোকজ করা হয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, 'এজেন্সিগুলির তরফে শোকজের উত্তর দেওয়া হয়েছে। উত্তরে কাজে ঢিলেমি ও প্রতিটির প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয়েছে। যদিও তা সন্তোষজনক নয়। সেক্ষেত্রে তদন্তে যদি কোনও দোষ ধরা পড়ে তবে নির্দিষ্ট এজেন্সিকে ব্ল্যাক লিস্টেড করা হবে। সেইসঙ্গে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওই এজেন্সিগুলি নতুন করে কোনও প্রকল্পের কাজ করতে পারবে না।'

# প্রদীপে সম্প্রীতির আলো

*প্রথম পাতার পর*

প্রেম আর সমর্পণের সুর। রক্তের বদলে নিবেদিত হয় ভক্তি। একসময় যে পুজো শুরু হয়েছিল শেফালির ব্যক্তিগত বিশ্বাস থেকে, বহু আগেই তাতে শামিল হয়েছেন গ্রামের মানুষ। একার আরাধনা কখন যে সকলের উৎসব হয়ে উঠেছে, তার হিসেব রাখেনি কেউ।

বছরভর দূরদূরান্ত থেকে অজস্র মানুষ ছুটে আসেন শেফালির কুটিরে। কেউ আসেন দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে, কেউ ব্যবসায় সাফল্য কামনায়, আবার কেউ দাম্পত্য কলহ মেটানোর আকুল প্রার্থনা নিয়ে। ভক্তদের বিশ্বাস, শেফালি মা কালীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলে তাঁদের মনের সমস্ত কষ্টের নিখুঁত সমাধান বাতলে দেন। আর তাঁর বলা সেই পথেই জীবনের আলো ফিরে পেয়েছেন বহু মানুষ। শেফালি যে মায়ের পুজো করেন তা আদতে রক্ষাকালী। ১৫ দিন পুজোর পর মাটির প্রতিমা বিসর্জন হয়। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস, তারপর সারাবছর ধরে মা থাকেন শেফালির মধ্যেই। তাঁর মাধ্যমেই সবার সুখ-দুঃখের কথা শোনেন, বিপদে ত্রাতা হন। সে সব বলতে বলতে গলা ধরে আসে সুবল সরকারের। তিনি বলে যান, 'বেশ কয়েক বছর আগে রেলের পক্ষ থেকে গ্রামবাসীদের একাংশকে উচ্ছেদের নোটিশ দিয়েছিল। আতঙ্কে আমরা মায়ের শরণাপন্ন হই। মায়ের সঙ্গে কথা বলে শেফালিদি জানান, কাউকে উচ্ছেদ করতে পারবে না। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের সামান্যতম সমস্যাও হয়নি।'

সময়ের সঙ্গে বদলেছে পুজোর পরিসর, বদলায়নি শেফালির নিষ্ঠা। মুসলমান পরিবারে জন্মালেও, ৪৫ বছর ধরে সম্পূর্ণ নিষ্ঠা ও নিয়মানুবর্তিতায় নিরামিষ আহারে জীবন কাটাচ্ছেন তিনি। প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় পরম যত্নে কালীমণ্ডপে প্রদীপ জ্বালান শেফালি। এই কাহিনীর সবচেয়ে বড় বিস্ময় দেবীর মানবিক তাৎপর্যে। শেফালি মুসলিম। অথচ তাঁর পরিচয়কে কখনও তাঁর আরাধনার পথে বাধা বলে মনে করেননি গ্রামের মানুষ। যে দেবীকে তাঁরা মা বলে ডাকেন, সেই মায়ের আসন দিয়েছেন এক মুসলিম মহিলার জীবনেও। শেফালির শরীরে দেবীর অধিষ্ঠানের বিশ্বাস তাঁদের কাছে ধর্মের পরিচয়ের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। এখানে কেউ কারও ধর্ম বদলাতে আসেননি। কেউ কাউকে নিজের মতো করে গড়তে চাননি। শুধু এক নারীর বিশ্বাসের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে একটি গ্রাম। আর সেই বিশ্বাসের কেন্দ্রে রয়েছেন স্বয়ং মা কালী। পড়ন্ত বিকেলে মন্দির চাতালে দাঁড়িয়ে গ্রামের এক গৃহবধূ বলেন, 'দেবতার চোখে হিন্দু বা মুসলমানের কোনও পার্থক্য হয় না।' মা কালীর প্রতি শেফালির নিবেদিতপ্রাণ সেই সরল বিশ্বাসের সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

শেফালি অবশ্য ধর্মের কচকচানিতে ঢুকতেই চান না। তাঁর কথা, 'মায়ের কাছে সবাই সমান। সেখানে কোনও বিভেদ নেই রে ব্যাটা। উপরওয়ালা একজনই। কেউ তাকে ভগবান নামে ডাকে, কেউ আল্লা। তাতে কিছু এসে যায় না। আমি যা করছি সব মায়ের নির্দেশেই।'

আজ আমরা কত সহজেই মানুষকে ধর্মের খোপে বন্দি করি। কে কোন ঈশ্বরের নাম নেবেন, কার উৎসবে কে শামিল হবেন, এমনকি কার বিশ্বাস কতটা শুদ্ধ তারও বিচার করতে বসি। অথচ যে ঈশ্বরকে ঘিরে এত আয়োজন, সেই ঈশ্বরই যদি মানুষের তৈরি বিভাজন না মানেন, তবে মানুষ কেন এত বিভেদের ভার বয়ে বেড়াবে? শেফালি বেওয়ার কালীপুজো তাই শুধু একটি পুজোর ইতিহাস নয়, এ আমাদের হারাতে বসা সহাবস্থানের এক মর্মস্পর্শী দলিল। সেখানে দেবীর সামনে ধর্মের পরিচয় নয়, মানুষের প্রার্থনাই বড়। সেখানে এক মুসলিম বিধবার হাতের প্রদীপে আলো খুঁজে পান হিন্দু ভক্তরা। সেই আলোয় আলাদা করে চেনা যায় না কোনও ধর্মকে, চেনা যায় শুধু মানুষের মুখ।

# আংটি থেকে আয়না

*প্রথম পাতার পর*

ধনতেরাসে অনেকে রুপোর গয়না কিনতে চান। ভিড় এড়াতে অনেকে প্রি-বুকিংও করেন বলে অমিতাভ জানালেন। শহরের বড় দোকানগুলিতে ঘুরে দেখা গেল, প্রায় সর্বত্রই প্রি-বুকিংয়ের ব্যবস্থা ছিল। ভিড় এড়াতে অনেক ক্রেতা আগেই পছন্দের জিনিস দেখে টাকা মিটিয়ে রেখেছিলেন। ধনতেরাসের দিন শুধু দোকানে এসে নির্দিষ্ট গয়নাটি নিয়ে গিয়েছেন। ফলে দোকানে ভিড় থাকলেও তা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে ছিল। ডিসেম্বরে মেয়ের বিয়ে। গয়না কিনতে শালিনী আগরওয়ালের মতো অনেকেই এই দিনটি বেছে নিয়েছিলেন। সেবক রোডের একটি সোনার দোকানে হার দেখতে দেখতে শালিনী বললেন, 'এটা একটা ভালো দিন। কিছু সোনা এদিন কিনব বলে আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম।' হালকা ওজনের চেন, কানের দুল, আংটি, সোনার কয়েনের পাশাপাশি রুপোর গয়না ও কয়

## শিলিগুড়িতে বাড়িভাড়া অরুণের

**শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর :** ইতিমধ্যে পুর এলাকার ভোটার তালিকায় নাম তুলেছেন তিনি। এবার বাড়িভাড়া নিয়ে থাকার কথা স্বীকার করলেন শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি অরুণ মণ্ডল। তিনি হাকিমপাড়ার একটি বাড়িতে ভাড়া থাকছেন বলে জানান। পুরভোট পর্যন্ত তিনি যে সেখান থেকেই ভোট পরিচালনা করবেন, সেটাও জানিয়েছেন অরুণ। শুক্রবার শিলিগুড়ি হিলকার্ট রোড থেকে দলীয় কর্মসূচির ব্যানার খোলেন তিনি।

সেখানেই তিনি শহরে বাড়িভাড়া থাকার কথা স্বীকার করেন। অরুণের বক্তব্য, 'শিলিগুড়িতে কি আমার থাকা বারণ নাকি? শিলিগুড়ি পুরনিগমের ভোট পরিচালনা করতে হবে। স্বাভাবিকভাবে একটা বাড়ি থাকলে ভোট পরিচালনা করতে বেশি সুবিধা হবে। আমারও বয়স হয়েছে। সেজন্য একটা বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছে। সেখানেই যাচ্ছি, থাকছি।' যতদিন দলের সভাপতি রয়েছেন, ততদিনই যে শহরে ভাড়াতে থাকবেন, সেই কথাও স্পষ্ট জানিয়েছেন অরুণ।

শহরে তাঁর ভোটার তালিকায় নাম তোলা, ভাড়া নিয়ে থাকা— সবটাই পুরভোটে প্রার্থী হওয়ার ইঙ্গিতকে আরও চর্চিত করছে। তবে তিনি ভোটে দাঁড়াবেন কি না, তা দলীয় নির্দেশের ওপর নির্ভর করবে বলে মনে করেন অরুণ। বিজেপির মেয়র পদের দৌড়ে ইতিমধ্যেই একাধিক নাম সামনে এসেছে। সেই তালিকায় এবার দলের জেলা সভাপতির নামও জুড়েছে। তা নিয়ে দলের অন্দরে চলছে নানা জল্পনা।

কয়েকদিন আগে 'গণতন্ত্র বাঁচাও' আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে শহরে মিছিল করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। দলের তরফে সেই কর্মসূচির প্রচারে বেশকিছু ব্যানারও টাঙানো হয়েছিল। এদিন সেগুলিই খোলা হয়েছে। শহরের মুখ যাতে বিজ্ঞাপন বা হোর্ডিংয়ে ঢেকে না থাকে, সেই বার্তাও দিয়েছেন অরুণ ও তাঁর সঙ্গীরা। তবে পুজোর শুভেচ্ছাবার্তা দেওয়া অনেক হোর্ডিংই খোলা হয়নি এদিন।

## ড্রোনে মানা

**শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর :** প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং শনিবার বাগডোগরা এয়ারপোর্টের এয়ারফোর্স স্টেশনে আসছেন। এই কারণে শনিবার ভোর ছ'টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ওই এলাকার পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে ড্রোন ওড়ানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা কারি করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। শুক্রবার সন্ধ্যায় এই নির্দেশিকা জারি করেন পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা।

## গ্রেপ্তার ২

**শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর :** মহালয়ার দিন জংশন সংলগ্ন গেটবাজারে দুই পক্ষের মধ্যে ঝামেলার ঘটনায় শুক্রবার সুপ্রিয় মণ্ডল এবং বিপ্লব বর্মন নামের দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতদের এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাঁদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

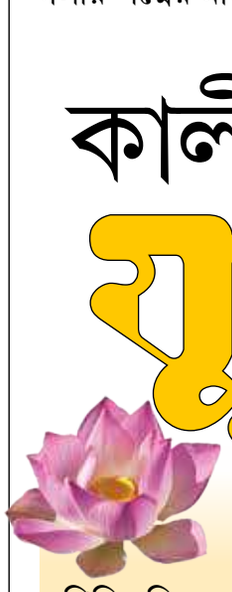




*তামা, পেতল ও গয়নার দোকানে ধনতেরাসে কেনাকাটা। শুক্রবার শিলিগুড়িতে সঞ্জীব সূত্রধর ও সুশান্ত পালের তোলা ছবি।*

# কালীর ফুল বদল

দুর্গাপুজোর পর এবার শিলিগুড়িতে কালীপুজোতেও পদ্মের চাহিদা তুঙ্গে। জবার পাশাপাশি মা কালীর গলায় পদ্মের মালা পরানোর পরিকল্পনা একাধিক পুজো কমিটির। চাহিদা বাড়ায় দাম বাড়ছে পদ্মের, আশায় বুক বাঁধছেন ফুল ব্যবসায়ীরা।



**শিলিগুড়ির একাধিক কালীপুজো কমিটির ১০৮টি পদ্মের মালা নিবেদনের পরিকল্পনা**

**ইতিমধ্যে এক পুজো উদ্যোক্তারা সাড়ে সাত ফুটের পদ্মের মালার অর্ডার দিয়ে রেখেছেন**

**পদ্মের চাহিদা বাড়ায় পাইকারি ও খুচরো বাজারে দাম বেড়ে প্রতিটি ৩০-৪০ টাকা হয়েছে**

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর :** জবার সঙ্গে মা কালীকে পরানো হবে পদ্মের মালা। দুর্গাপুজোর রেশ কাটতে না কাটতেই এবার কালীপুজোতেও পদ্মের চাহিদা ঘিরে ফুলের বাজারে বাড়তি উন্মাদনা। শিলিগুড়ির একাধিক পুজো কমিটির সঙ্গে বিজেপির নেতা-কর্মীরা যুক্ত থাকায় জবার পাশাপাশি পদ্মের মালার প্রতিও আগ্রহ বেড়েছে। কোনও পুজো কমিটি জবার মালার সঙ্গে ১০৮টি পদ্মের মালা নিবেদনের পরিকল্পনা করেছে, আবার কেউ তৈরি করছে সাড়ে সাত ফুটের পদ্মের মালা। এই বাড়তি চাহিদায় খুশি ফুল ব্যবসায়ীরাও।

এক পুজো উদ্যোক্তার কথায়, 'দেবদেবীদের হাতে পদ্ম থাকে। তাই জবার পাশাপাশি পদ্মের মালা নিবেদনে আপত্তির কিছু নেই।' মডার্ন বয়েজ ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত ৪ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার তথা বিজেপি নেতা বিবেক সিং বলেন, 'সনাতনী সরকার এসেছে। নতুন সুযোগসুবিধা তৈরি হচ্ছে। সাধারণ মানুষও ভালোবেসে জবার পাশাপাশি মা-কে পদ্মের মালা নিবেদন করবেন।'

চাহিদা বাড়ায় ইতিমধ্যেই পদ্মের মালার অর্ডার আসতে শুরু করেছে। ফলে জবা ও গাঁদার পাশাপাশি পদ্মও ফুলের বাজারে বাড়তি আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। তবে এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে দাম। শুক্রবার পাইকারি বাজারে একটি পদ্মের দাম ছিল ২০ থেকে ২৫ টাকা। খুচরো বাজারে সেই দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০ থেকে ৪০ টাকা। শনিবার দাম আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা ব্যবসায়ীদের। কলকাতা, রানাঘাট, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বর্ধমান সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা থেকে শিলিগুড়িতে পদ্ম আসছে।

শিলিগুড়ি ফুল ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সৌমেন দাস বলেন, 'আগের তুলনায় পদ্মের চাহিদা প্রায় ১০ শতাংশ বেড়েছে। তবে এই সময়ে দাম গত বছরের মতোই রয়েছে।'

শহরের পরিচিত পুজোগুলির মধ্যে সেবক রোডের 'এলিট' অন্যতম। কয়েক বছর সক্রিয়ভাবে যুক্ত না থাকলেও এবার এই পুজোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত বিজেপির জেলা নেতা মানিক অরোরা। ওই পুজো কমিটি জবার পাশাপাশি ১০১টি পদ্মের মালা নিবেদনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মানিকের কথায়, 'পুজোয় পদ্ম ফুল না হলে হয় না। আগেও মা-কে পদ্ম নিবেদন করা হয়েছে। তবে এবার ১০১টি পদ্মের মালা দেওয়া হবে।'

অন্যদিকে, হিন্দু শক্তি সংঘ ইতিমধ্যেই সাড়ে সাত ফুটের পদ্মের মালার অর্ডার দিয়েছে। পুজো কমিটির সদস্য সুদীপ ভগত বলেন, 'ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মা লক্ষ্মীর হাতে পদ্ম থাকে। তাই পদ্ম ফুলকে অশুদ্ধ বলা যায় না। সেই কারণেই মা-কে এই বিশেষ মালা নিবেদনের পরিকল্পনা।'

নবীন সংঘের সদস্য তথা বিজেপি নেতা রাজু সাহার কথায়, 'আমরাও মা-কে ১০৮টি পদ্মের মালা দেব।' তবে বিজেপি নেতা নান্টু পাল জানিয়েছেন, বিধান স্পোর্টিং ক্লাব, কলেজপাড়ার একটি পুজো সহ তিনটি পুজোর সঙ্গে যুক্ত থাকলেও পুরোহিতের নির্দেশ মেনেই পুজো হবে। তাঁর বক্তব্য, 'নিয়মনিষ্ঠা মেনেই পুজো করা হবে। পুজোর সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ থাকবে না।'

পদ্মের চাহিদা বাড়ায় খুশি ফুল ব্যবসায়ীরাও। ব্যবসায়ী সনাতন বিশ্বাসের কথায়, 'পদ্মের চাহিদা বাড়লে এই ফুল চাষের সঙ্গে যুক্ত কৃষকরা বাঁচবেন। চাষিরা বাঁচলে আমরাও বাঁচব।'

## অতিথিনিবাসে বুকিং শুরু

**শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর :** তৃণমূল জমানায় কলকাতার বেলেঘাটায় শিলিগুড়ি অতিথি নিবাসের নতুন একটি ভবন গড়ে তোলা হয়েছিল। তিনতলা ওই ভবনে মোট ১৮টি ঘর রয়েছে। তবে নয়া ভবনের দরজা এতদিন আমজনতার জন্য বন্ধই ছিল। শুক্রবার রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ শিলিগুড়ি পুরনিগমের এক আধিকারিককে সঙ্গে নিয়ে ওই ভবন পরিদর্শন করেন। মন্ত্রীর পরিদর্শনের পর থেকেই বুকিং প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পুরনিগম সূত্রে খবর, প্রথম দিনেই দুটি ঘর বুকিং হয়েছে। মন্ত্রী বলেন, 'নতুন ভবনটি চালু হয়ে গিয়েছে। লিফট বসানোর কাজও দ্রুত সম্পন্ন হয়ে যাবে।'

পুরনিগম সূত্রে খবর, বাম জমানায় বেলেঘাটায় প্রথম শিলিগুড়ি অতিথি নিবাস গড়ে তোলা হয়। চিকিৎসা থেকে শুরু করে পড়াশোনার কাজে কলকাতায় গিয়ে যাতে শিলিগুড়ির বাসিন্দাদের থাকার জায়গার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে না হয়, সেই লক্ষ্যে ওই অতিথি নিবাস গড়ে তোলা হয়েছিল। পুরোনো ওই ভবনে মোট ১৫টি ঘর রয়েছে। তৃণমূল জমানায় ওই অতিথি নিবাসটি ঢেলে সাজানোর পাশাপাশি নতুন আরও একটি ভবন গড়ে তোলা হয়। সব কাজ শেষ হলেও লিফট বসানো বাকি ছিল নতুন ভবনে। তবে রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর এবার সেই কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। পুরকর্তাদের দাবি, শীঘ্রই সেই কাজও শেষ হয়ে যাবে। সেই সঙ্গে আবাসিকদের সুবিধার্থে সেখানে ওয়াই-ফাইয়ের বন্দোবস্ত করা হবে বলে খবর।

# পুরভোটের তৎপরতা পদ্মের

**নীতেশ বর্মন**

**শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর :** চায়ের দোকানে আড্ডার মাঝে হঠাৎ এলাকার নাগরিক পরিষেবার খোঁজ নিলেন এক অপরিচিত ব্যক্তি। আলোচনায় উঠে এল পানীয় জলের সমস্যা, জঞ্জাল অপসারণ এবং শহরের যানজটের প্রসঙ্গ। সমস্যাগুলি থেকে মুক্তির উপায় কী, তা-ও জানতে চাইলেন পরিচ্ছন্ন পোশাক পরা ওই ব্যক্তি। দোকানদার মানিক দাসের অভিযোগ, 'ফুটপাথ থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে অপরিকল্পিতভাবে। আমার মতো অনেকেই ফুটপাথে দোকান করে সংসার চালান। বিষয়টি পুর কর্তৃপক্ষের মানবিকতার সঙ্গে দেখা উচিত ছিল।'

কখনও চায়ের দোকান, কখনও বাজার। পরনে পায়জামা, কাঁধে ঝোলা, পিঠে ব্যাগ। বাজারে বিক্রেতাদের কাছে গিয়ে বিক্রির হাল জানতে চাইছেন ওই ব্যক্তি। এক বিক্রেতার কথায়, 'সামগ্রীর দাম বেড়েছে। সে কারণে বিক্রি কমেছে। পাশাপাশি অনুমোদনহীন কিছু বাজারও গজিয়ে উঠছে।'

গত ৩ নভেম্বর শিলিগুড়িতে সভার শেষে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পুর পরিষেবা নিয়ে একাধিক অভিযোগ পাওয়ার কথা জানিয়েছিলেন। নাগরিকরা যথাযথ পরিষেবা পাচ্ছেন না বলেও মন্তব্য করেন তিনি। এরপরই তড়িঘড়ি পুরনিগমে পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী। ওই সভা থেকেই ফেব্রুয়ারিতে শিলিগুড়ি পুরনিগমের নির্বাচন হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তিনি। তার পর থেকেই শহরে বিজেপির সমীক্ষা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে।

বিজেপি সূত্রে খবর, কেন্দ্র ও রাজ্যের উদ্যোগে পুরভোটের আগে শহরের পরিস্থিতি জানতে সমীক্ষা চালানো হচ্ছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে কথা বলে নাগরিক পরিষেবা, দলের জনপ্রিয়তা এবং সম্ভাব্য নির্বাচনি ফলাফল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। ফেব্রুয়ারিতে ভোট হলে বিজেপি কতগুলি আসন পেতে পারে, সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে কার গ্রহণযোগ্যতা বেশি, সেই বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সমীক্ষার রিপোর্ট রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় নেতা এবং সংগঠনের নেতাদের কাছে পাঠানো হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের কাছেও রিপোর্ট যাচ্ছে বলে সূত্রের দাবি। প্রার্থীতালিকা তৈরিতে এই রিপোর্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলে মনে করছেন দলের একাংশ।

দলের এক কোঅর্ডিনেটরের কাছেও সমীক্ষা সংক্রান্ত ফোন গিয়েছে। তাঁর কথায়, 'প্রার্থী ঠিক করতে সমীক্ষা চলছে। আমার কাছেও কয়েকটি বিষয় জানতে চাওয়া হয়েছে। তবে অনেকে নিজেদের মতো করে বায়োডেটা জমা দিচ্ছেন।' বিষয়টি স্বীকার করেছেন ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর তুফান সাহা। তিনি বলেন, 'সমীক্ষা চলছে। অনেকেই প্রার্থী হতে চাইছেন। দলই শেষকথা বলবে।'

রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ অবশ্য বলেন, 'সমীক্ষার ব্যাপারে জানা নেই। আমার কাছে কেউ কিছু জানতে চাননি। আমাকে কেউ বায়োডেটা দিলেও নেব না। কারণ, সেটা সংগঠনের বিষয়।' অন্যদিকে বিজেপির শিলিগুড়ি বিভাগের আহ্বায়ক রাজু সাহা বলেন, 'জেলা নেতৃত্বের কাছে কেউ কেউ বায়োডেটা দিতে পারেন। সমীক্ষা হতে পারে।

**প্রার্থীদের গ্রহণযোগ্যতা, ওয়ার্ডভিত্তিক জয়ের সম্ভাবনা নিয়ে সমীক্ষা শুরু**

তবে বিজেপি জিতবে, এ নিয়ে সন্দেহ নেই। কত বেশি আসন পাবে, তা নিয়েই চর্চা হতে পারে।'

ফেব্রুয়ারিতে ভোটের সম্ভাবনার কথা সামনে আসতেই পুর এলাকার বিজেপি নেতাদের মধ্যে তৎপরতা বেড়েছে। ইতিমধ্যে অনেকে জেলা নেতৃত্বের কাছে নিজেদের পরিচিতি ও বায়োডেটা পাঠিয়েছেন। কেউ কেউ আবার নিজেদের সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবেও ধরে নিতে শুরু করেছেন। এমনকি, একটি অলিখিত প্রার্থীতালিকাও তৈরি হয়েছে বলে খবর। জেলা কার্যালয়ের সামনে ড্রপ বক্স বসানোর নির্দেশ দিয়েছে নেতৃত্ব। তবে তার পরেও আলাদা করে বায়োডেটা জমা দেওয়ার প্রবণতা অব্যাহত। ৬৩টি ওয়ার্ডের জন্য কয়েক হাজার আবেদন জমা পড়তে পারে বলে মনে করছে বিজেপি নেতৃত্ব।



**ঐতিহ্যের টানে কেনাকাটা চলছে, আর চোদ্দোর হিসেব মিলছে কি না, সেই প্রশ্নে বাজারের আনাচকানাচে নানা মজার অভিজ্ঞতা।**

# আজ কী কী শাক, জানেন না অনেকেই

**প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস**

**শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর :** ভূতচতুর্দশীতে চোদ্দো শাক খাওয়ার রীতি বাঙালির বহুদিনের। কিন্তু গুনে গুনে এই ক'টি শাকের নাম জিজ্ঞাসা করলে অনেকেই যে থমকে যান, তা নিয়ে কিন্তু কোনও দ্বিমতই নেই। শুক্রবার দিনটাও আবার সেই অভিজ্ঞতারই সাক্ষী থাকল।

বাজারে চোদ্দো শাকের তালিকা জানতে গেলেই বিক্রেতাদের কেউ কেউ যেন সাক্ষাৎ ভূত দেখলেন। একজন বললেন, 'চোদ্দো শাকই আছে, গুনে নিন।' আর এক বিক্রেতার জবাব, 'অনেকরকমের শাক আছে, অত নাম বলা যায় নাকি!' কয়েকটি নাম অন্তত বলার অনুরোধেও বেশিরভাগের মুখে তালা। স্পিকটিনট! কেউ কেউ পালং আর লাল শাকের নামেই আটকে রইলেন। শুধু নাম নয়, সত্যিই চোদ্দোটি শাক রয়েছে কি না, তা জানতে চাইলেও স্পষ্ট উত্তর মিলল না। বিধান মার্কেটের এক ব্যবসায়ী স্বীকার করলেন, 'কৃষকরা আমাদের এনে দেন, আমরা এসব বিক্রি করি। কীসে কী রয়েছে, অতশত জানি না।'

বিক্রেতাদের মতো ক্রেতাদের অনেকেও একই নৌকায়। দোকান থেকে চোদ্দো শাক কিনছেন ঠিকই, কিন্তু তাতে সত্যিই চোদ্দোরকম শাক রয়েছে কি না, সে নিশ্চয়তা তাঁদেরও নেই। ঐতিহ্য পালনের তাগিদে হাকিমপাড়ার গীতা দত্ত এদিন বাজারে হাজির হয়েছিলেন। সকালে বিধান মার্কেটের সবজির বাজারে এক বয়স্কা মহিলার কাছে শাক দেখে বললেন, 'অল্প করে শাক দিন।' ২৫০ গ্রামের দাম ৫০ টাকা শুনে বললেন, 'কুড়ি টাকায় অল্প করে দিয়ে দিন।' গীতা জানালেন, 'বাড়িতে তিনজন রয়েছি, মেয়ে তো শাক খেতেই চায় না। তবুও নিয়মরক্ষায় কাল ওকেও খেতেই হবে। অল্প করেই কিনলাম।' তাঁর কেনা শাকে চোদ্দোরকম রয়েছে কি না, জানতে চাইতেই তিনি চিন্তায়। বললেন, 'পাট, সর্ষে, মুলা, লালশাক এসব তো দেখলাম। তবে চোদ্দো শাক রয়েছে কি না সেটা তো জানি না!'

সুভাষ দাস পাড়ায় পাড়ায় সবজি বিক্রি করেন। সুকান্তপল্লি, রথখোলা ও রবীন্দ্রনগর এলাকায় তাঁর রোজকার যাতায়াত। বৃহস্পতিবারই ক্রেতারা তাঁকে চোদ্দো শাক নিয়ে যেতে বলে রেখেছিলেন। সুভাষের কথায়, নিয়ম মেনে এখনও প্রায় সকলেই চোদ্দো শাক কেনেন। তবে তাতে কী কী শাক থাকে, তা বলা তাঁর পক্ষে মুশকিল। বিধান মার্কেটের নিখিল সাহার হিসেবে চোদ্দো শাকের তালিকায় রাই, সর্ষে, মুলা, লালশাক, ডাঁটা শাক, লাফা, ঢেঁকি, মেথি, পালং, পুঁই, লাউয়ের ডগা, গিমা, ভাটপাতা ও কচু শাক রয়েছে। এই তালিকা নিয়ে যদিও নানা মুণির নানা মত রয়েছে। নিখিল বললেন, 'চোদ্দোরকমের আলাদা আলাদা শাককে এক করে আমি চোদ্দো শাক করেছি। আঁটি বেঁধে বিক্রি করছি। ২৫০ গ্রামের দাম ৪০ টাকা আর এক আঁটির দাম ৫০ টাকা। বিক্রিটা বেশ ভালো হয়েছে।'

লোকবিশ্বাসে এই শাক খেলে অশুভ শক্তি দূরে থাকে। আবার শরৎ থেকে হেমন্তে ঋতু বদলের সময় নানা দেশি শাক খাওয়ার মধ্যে শরীরের যত্নের ভাবনাও রয়েছে। বিভিন্ন শাকের পুষ্টি ও ভেষজ গুণের কথা মাথায় রেখেই অনেকে এই প্রথার স্বাস্থ্যগত ব্যাখ্যা দেন। কলেজ পড়ুয়া বনি কর্মকারের ক্ষেত্রে অবশ্য বিষয়টি আলাদা। চোদ্দো শাক নিয়ে বিশেষ উৎসাহ না থাকলেও বাড়ির নিয়মে তাঁকে তা গলাধঃকরণ করতেই হবে বলে জানালেন। বনির কথায়, 'এটা বাড়ির নিয়ম, না চাইলেও জোর করে খাওয়াবে তাই খেতেই হয়।' মাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'শাক শরীরের জন্য উপকারী, আর এই দিনে চোদ্দো শাক খাওয়াটাই নিয়ম।' আদৌ এতে চোদ্দোরকম শাক রয়েছে কি না, সেই প্রশ্ন বনির মনেও ঘোরে। কিন্তু মাকে প্রশ্ন করলেই চোখরাঙানি। ফলে চোদ্দো শাকের হিসেব মেলানোর আশা বলতে গেলে তিনি একরকম ছেড়েই দিয়েছেন।

## বসছে ২০০ ডাস্টবিন

**শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর :** মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে শিলিগুড়ি শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখতে ৭২ ঘণ্টার বিশেষ সাফাই অভিযান চালাল পুরনিগম। বুধবার শুরু হওয়া এই অভিযান শেষ হয়েছে শুক্রবার। শহরের পাঁচটি বরোর বিভিন্ন এলাকায় রাস্তা, নিকাশিনালা ও জঞ্জাল ফেলার ভ্যাট পরিষ্কার করা হয়েছে। তবে বিশেষ অভিযান শেষ হলেও সাফাইয়ের কাজে গতি কমাতে নারাজ পুর কর্তৃপক্ষ। শহরের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক এলাকাগুলিতে নতুন করে ২০০টি ডাস্টবিন ও প্রায় ২০টি স্মল কম্প্যাক্টর বিন বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার শিলিগুড়ি সফরে এসে নাগরিক পরিষেবা নিয়ে একাধিক অভিযোগ পাওয়ার পর পুরনিগমে জরুরি বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শহর পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য পুরকর্তাদের কড়া নির্দেশ দেন তিনি। এরপরই তিনদিনের বিশেষ সাফাই অভিযানের সিদ্ধান্ত নেয় পুরনিগম। শেষ দিন শুক্রবারও শান্তিনগর, বৌবাজার, চয়নপাড়া, মহানন্দা কলোনি, পাতি কলোনি, গেটবাজার, মিলনপল্লি ও শক্তিগড় সহ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চলে।

পুরনিগম সূত্রে খবর, বাণিজ্যিক এলাকায় ভ্যাটের বাইরে আবর্জনা ফেলার প্রবণতা রুখতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিকে চিহ্নিত করে নোটিশ পাঠানো হবে। পাশাপাশি হিলকার্ট রোড, বর্ধমান রোড ও বিধান রোডে ২০০টি ডাস্টবিন বসানো হবে।

## রংদার



## আলো আঁধারে

আলোর উৎসব তার ঝলমলে সাজে ধরা দেয়। কিন্তু সেই আলো জ্বালাতে কত মানুষের রাত কাটে, কত শ্রম আর ঝুঁকি জড়িয়ে থাকে, সে খবর আড়ালেই থেকে যায়। উৎসব মিটলে খুলে ফেলা আলোকসজ্জার সামগ্রী কোথায় যায়? কারা সেগুলি সরান, কীভাবে আবার কাজে লাগে? দৃষ্টিহীন ও স্বল্পদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের কাছে দীপাবলির আনন্দই বা কেমন? আলো তৈরির নেপথ্যের শ্রম, উৎসবের পরের বর্জ্যের গল্প আর দৃষ্টির বাইরের অনুভব মিলিয়ে আড়ালে রয়েছে অন্য এক জগৎ।

প্রচ্ছদ কাহিনী মানিক সাহা, অসীম ভগত ও দেবপ্রিয়া সরকার
রম্যরচনা সুনৃতা মাইতি
ছোটগল্প ইন্দ্রনাথ ঘোষ
অণুগল্প উৎপল সরকার ও বিধানচন্দ্র সান্যাল
কবিতা পথিকৃৎ সাহা, শর্মিষ্ঠা শেলী চক্রবর্তী, সুবীর সরকার, শঙ্খ চট্টোপাধ্যায়, আশুতোষ বিশ্বাস ও অজয় মজুমদার



# যে নীলের কাছে বারবার ফিরতে ইচ্ছে করে



চলো যাই
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
ভ্রমণের নতুন ঠিকানা

বিমানটা যখন লেহর আকাশে নামতে শুরু করবে, জানলার কাচে মুখ ঠেকিয়ে হয়তো প্রথমে খুঁজবেন সবুজ। শহরের মতো গাছপালা, নদী, বাড়িঘর- কিছুই প্রায় মিলবে না। বদলে চোখের সামনে খুলে যাবে এক বিশাল পাথুরে পৃথিবী। পাহাড়ের পর পাহাড়। কোথাও বাদামি, কোথাও ধূসর, কোথাও বেগুনি ছোপ। তার ঠিক ওপরে এমন নীল আকাশ, যার সঙ্গে সমতলের আকাশের তুলনা চলে না।

প্রথম দেখায় লাদাখকে তাই একটু অবাস্তবই মনে হয়।

আর এই অবাস্তব পৃথিবীর টানেই বাড়ছে পর্যটকের ভিড়। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে অগাস্ট, মাত্র আট মাসে লাদাখে পৌঁছেছেন ৪ লক্ষ ৫ হাজার ৮৫ জন পর্যটক। গত গোটা বছরে যেখানে পর্যটকের সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ৩৫ হাজার ৮৭২, সেখানে ২০২৬-এর আট মাসেই সেই সংখ্যাকে ২০.৬১ শতাংশ ছাপিয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ লাদাখ এখন আর কেবল বাইকারদের স্বপ্ন নয়। পাহাড় দেখতে চাওয়া সাধারণ পর্যটকের ভ্রমণ তালিকাতেও জায়গা করে নিয়েছে এই উচ্চভূমি।

কিন্তু সংখ্যার হিসাব দিয়ে কি লাদাখকে বোঝা যায়?

একেবারেই না।

লাদাখকে বুঝতে হলে সেখানে যেতে হয়।

লেহ থেকে সকালবেলা বেরিয়ে পড়ুন। শহরটা পিছনে ফেলে রাস্তা যত এগোবে, ততই বদলাতে থাকবে পৃথিবী। সামনে শুধু পাহাড়। কিন্তু সেই পাহাড় একঘেয়ে নয়। সূর্যের অবস্থান বদলালে তার রং বদলে যায়। কখনও মনে হবে সোনালি, কখনও তামাটে, আবার কখনও প্রায় কালো। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে কয়েক মিনিট চুপ করে থাকলেও মনে হবে, এই দৃশ্যটা যেন কোনও সিনেমার সেট।

আসলে লাদাখের সবচেয়ে বড় সম্পদ তার নীরবতা।

শহরে আমরা সারাক্ষণ শব্দের মধ্যে থাকি। গাড়ির হর্ন, মানুষের কথা, ফোনের রিং, দোকানের আওয়াজ। লাদাখে এসে সেই শব্দগুলো একে একে হারিয়ে যায়। থাকে শুধু বাতাস। কখনও দূরে কোনও গাড়ির শব্দ। আর বিশাল পাহাড়ের সামনে নিজের নিঃশ্বাসের শব্দটাও যেন স্পষ্ট শোনা যায়।

তবে প্রথম দিনেই সেই নীরবতার মধ্যে ছুটে যাওয়ার দরকার নেই।

লেহ শহরেই থাকুন। শরীরকে একটু সময় দিন। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেকটা উঁচুতে এই শহর। তাই উচ্চতার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া লাদাখ ভ্রমণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বিশ্রাম নিন। জল খান। ধীরে হাঁটুন। তার পর বেরিয়ে পড়ুন শহরটা দেখতে।

লেহ প্যালেসের পুরনো দেওয়াল, বাজারের ব্যস্ততা, পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট বাড়ি, সব মিলিয়ে লেহর নিজস্ব একটা চরিত্র আছে।

বিকেল নামলে শান্তি স্তূপে উঠে যেতে পারেন। উপরে দাঁড়িয়ে নীচের শহরটাকে তখন ছোট ছোট আলোর বিন্দুর মতো মনে হবে। চারদিকে পাহাড়। মাথার উপরে আকাশ। আর সূর্য যখন পাহাড়ের আড়ালে ঢুকে যাবে, তখন বুঝবেন লাদাখে সন্ধ্যাও যেন একটু অন্য রকম।

পরের দিন যেতে পারেন নুব্রা উপত্যকার দিকে।

রাস্তা উঠতে থাকবে। পাহাড় ঘুরতে থাকবে। কখনও একদিকে খাড়া খাদ, অন্যদিকে পাহাড়ের দেওয়াল। সামনে পড়বে খারদুং লা। কিন্তু গিরিপথ পেরিয়ে নুব্রার দিকে নামতেই দৃশ্যটা আবার বদলে যাবে।

পাথুরে পাহাড়ের মাঝখানে সবুজ। নদী। ছোট ছোট গ্রাম। আর হুন্দারের বালিয়াড়ি।

লাদাখে এসে বালিয়াড়ি দেখতে হবে, শুনলেই প্রথমে অবাক লাগতে পারে। কিন্তু হুন্দারে দাঁড়ালে বুঝবেন, মরুভূমি আর বরফের পাহাড় একই ছবিতে থাকতে পারে। বালির ঢেউয়ের সামনে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা তুষারধোয়া পাহাড়, দৃশ্যটা এমন যে ক্যামেরা নামাতেই ইচ্ছে করবে না।

তার উপর রয়েছে দু-কুঁজওয়ালা উট। নুব্রার পরিচিত মুখগুলির একটি।

তবে শুধু ছবি তুলে ফিরে আসবেন না। একটু সময় নিয়ে দেখুন উপত্যকাটাকে। বাতাস কেমন বদলে যাচ্ছে, পাহাড়ের ছায়া কীভাবে বালির উপর পড়ছে, সন্ধ্যার আলোয় পাহাড়ের রং কীভাবে পালটাচ্ছে- এই ছোট ছোট মুহূর্তগুলোই পরে ভ্রমণের সবচেয়ে বড় স্মৃতি হয়ে থাকে।

নুব্রার পর লাদাখের সবচেয়ে পরিচিত নীলের কাছে যাওয়া যায়। প্যাংগং।

ছবিতে যতবার দেখেছেন, সামনে গিয়ে তার চেয়েও বেশি অবাক হতে পারেন। পাহাড়ের মাঝখানে বিস্তীর্ণ নীল জল। আকাশের সঙ্গে জলের সীমারেখা কোথায় শেষ হচ্ছে, বোঝা কঠিন। সূর্যের আলো বদলালে জলের রংও বদলে যায়। এক মুহূর্তে গাঢ় নীল, কিছুক্ষণ পরে হালকা, কখনও সবুজের ছোঁয়া।

প্যাংগং লেক প্রায় ৪,৩৫০ মিটার উচ্চতায়। হ্রদটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১৬০ কিলোমিটার, যার একাংশ ভারতে এবং বাকিটা চিনে। কিন্তু পরিসংখ্যান দিয়ে তার সৌন্দর্য মাপা যায় না। প্যাংগংয়ের সামনে দাঁড়িয়ে বরং কিছু না করাই ভালো। ফোনটা পকেটে রাখুন। চুপ করে বসুন। জলের দিকে তাকিয়ে থাকুন।

হয়তো দেখবেন, মেঘের ছায়া ধীরে ধীরে জলের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে।

আর যদি এক রাত সেখানে কাটাতে পারেন, অভিজ্ঞতাটা আরও আলাদা। শহরের আলো নেই বললেই চলে। রাতের আকাশে অসংখ্য তারা। এত তারা যে ছোটবেলায় দেখা আকাশের কথা মনে পড়ে যেতে পারে।

লাদাখ অবশ্য প্যাংগংয়েই শেষ নয়।

সময় হাতে থাকলে চলে যেতে পারেন ৎসো মোরিরির দিকে। পর্যটকের ভিড় তুলনায় কম। চারপাশে বিস্তীর্ণ উচ্চভূমি। নীল জল। দূরে পাহাড়। মাঝে মাঝে ঘাসজমি। এই অঞ্চলের নির্জনতা লাদাখকে অন্যভাবে চিনতে শেখায়।

আর লাদাখকে যদি শুধু প্রকৃতির চোখে দেখেন, তা হলে অর্ধেক গল্পই দেখা হবে। কারণ লাদাখের আর একটি বড় পরিচয় তার বৌদ্ধ সংস্কৃতি। হেমিস। থিকসে। আলচি। লামায়ুরু। প্রতিটি জায়গার আলাদা গল্প।



থিকসে গুম্ফার স্থাপত্য, হেমিসের ধর্মীয় ঐতিহ্য, আলচির প্রাচীন শিল্পকর্ম কিংবা লামায়ুরুর অদ্ভুত ভূপ্রকৃতি- সব মিলিয়ে বোঝা যায়, এই পাহাড় শুধু সুন্দর নয়। এই পাহাড়ের নিজস্ব ইতিহাসও আছে।

লামায়ুরুকে অনেকে 'মুনল্যান্ড' বলেন। কারণ আশপাশের ক্ষয়প্রাপ্ত পাহাড়ের ভূপ্রকৃতি দূর থেকে চাঁদের পৃষ্ঠের মতো মনে হয়। সেখানে দাঁড়ালে আবার সেই একই অনুভূতি- পৃথিবীতে থেকেও যেন পৃথিবীর বাইরে কোথাও এসে পড়েছেন।

এই জন্যই লাদাখ একবারে শেষ করা যায় না। প্রথমবার গেলে আপনি দেখবেন পাহাড়। দ্বিতীয়বার গেলে দেখবেন আলো। তৃতীয়বার গেলে হয়তো খেয়াল করবেন মানুষগুলোকে।

রাস্তার ধারের ছোট দোকান। গুম্ফার সামনে প্রার্থনায় বসা মানুষ। পাহাড়ি গ্রামের জীবন। স্থানীয় খাবার। দূরের কোনও বাড়ি থেকে ভেসে আসা ধোঁয়া। এসবই লাদাখকে শুধু 'দেখার জায়গা' না বানিয়ে একটা অভিজ্ঞতায় পরিণত করে।

তবে লাদাখে যাওয়ার আগে প্রস্তুতিও জরুরি। উচ্চতা এবং আবহাওয়ার কথা মাথায় রাখতে হবে। প্রথম দিকে বেশি পরিশ্রম না করা, শরীরের কোনও অস্বস্তিকে উপেক্ষা না করা এবং স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশ মেনে চলা দরকার।

রাস্তার পরিস্থিতি ও আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেখে যাত্রাপথ ঠিক করাও গুরুত্বপূর্ণ।

আর একটি কথা ভুললে চলবে না। লাদাখ খুব সুন্দর। কিন্তু সেই সৌন্দর্য খুবই সংবেদনশীল। প্লাস্টিক ফেলে পাহাড় নোংরা করে, জলের অপচয় করে কিংবা গুম্ফা ও স্থানীয় সংস্কৃতির প্রতি অসম্মান দেখিয়ে কোনও ভ্রমণ পূর্ণ হয় না। বরং লাদাখকে যেমন পেয়েছেন, যতটা সম্ভব তেমনই রেখে আসাই পর্যটকের দায়িত্ব।

কারণ লাদাখের সৌন্দর্য শুধু আজকের জন্য নয়।

আগামীদিনের পর্যটকের জন্যও।

হয়তো তাই লাদাখে যাওয়ার সবচেয়ে ভালো সময় নিয়ে অনেকের অনেক মত থাকতে পারে। কেউ বলবেন বরফ দেখতে হবে। কেউ বলবেন গ্রীষ্মে রাস্তা সবচেয়ে সুন্দর। কেউ আবার বলবেন শরতের আকাশই আসল লাদাখ।

কিন্তু একটা বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত হতে পারেন- একবার গেলে লাদাখকে সহজে ভুলে থাকা যায় না।

শহরের ব্যস্ত জীবনে ফিরে এসে কোনও একদিন হঠাৎ মনে পড়ে যায় সেই নীল জল। সেই পাহাড়। সেই নির্জন রাস্তা। হুন্দারের বালিয়াড়ির উপর পড়ে থাকা বিকেলের আলো। কিংবা লেহর কোনও এক সন্ধ্যায় পাহাড়ের গায়ে নামতে থাকা অন্ধকার।

তখন হয়তো আবার ব্যাগ গোছানোর ইচ্ছে হবে।

আবার বিমানের জানলায় মুখ ঠেকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করবে সেই পাথুরে পৃথিবীকে।

আর মনে হবে- পাহাড়েরও কি ডাক থাকে?

থাকে।

সেই ডাকের নামই হয়তো লাদাখ।



## কীভাবে যাবেন

**বিমানপথে :** কলকাতা, দিল্লি সহ দেশের বিভিন্ন শহর থেকে লেহর কুশোক বকুলা রিমপোচে বিমানবন্দরে উড়ান পাওয়া যায়। সরাসরি উড়ান না মিললে দিল্লি হয়ে যাওয়া যায়।

**রেলপথে :** লাদাখে এখনও সরাসরি রেল যোগাযোগ নেই। নিউ জলপাইগুড়ি বা কলকাতা থেকে প্রথমে দিল্লি/জম্মু-শ্রীনগর পর্যন্ত রেলপথে গিয়ে সেখান থেকে সড়ক বা বিমানপথে লেহ যাওয়া যায়।

**সড়কপথে :** শ্রীনগর–লেহ এবং মানালি–লেহ—দুই প্রধান সড়কপথেই লাদাখ পৌঁছানো যায়। তবে এই পথগুলি মরশুম ও আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল। ভ্রমণের আগে রাস্তার বর্তমান পরিস্থিতি জেনে নেওয়া জরুরি।



# যে দেশের প্রেমে পড়তে হয়...



অরবিন্দ ভট্টাচার্য

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি! যে দেশের নিজস্ব মুদ্রা নেই, সেনাবাহিনী নেই, বিমানবন্দর নেই, সমুদ্র নেই। সরকারি ভাষা জার্মান আর মুদ্রা হল সুইচ ফ্রাঙ্ক। দেশটিতে মানুষ আছে মাত্র ৪১ হাজার অথচ কর্মসংস্থান রয়েছে ৪৩ হাজার মানুষের! কি অবাক কাণ্ড, তাই না?

সুইৎজারল্যান্ডের রাজধানী বার্ন শহর থেকে বাসে চড়ে মাত্র ২৩৩ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী সেই দেশ লিচেনস্টাইনের রাজধানী ভাদুজ শহরে। বার্ন থেকে ভাদুজ পর্যন্ত দু'দিকের বাসভাড়া আট হাজার টাকার মতো আর ট্রেনে বারো হাজার টাকা। আমার এক মাসের জন্য ৪৩ হাজার টাকার সুইস ট্যুরিস্ট পাস থাকায় আলাদা করে কোনও ভাড়া লাগেনি। এই দেশে ঢোকার জন্য 'শেনজেন ভিসা' থাকলেই চলে। আলাদা করে ভিসা নিতে হয় না। দেশটির কেতাবি নাম 'প্রিন্সিপলিটি অফ লিচেনস্টাইন'।

পৃথিবীর ষষ্ঠ ক্ষুদ্রতম এই দেশটির আয়তন কত জানেন? মাত্র ১৬০ বর্গ কিলোমিটার। উত্তর-দক্ষিণে ২৪ কিলোমিটার আর পূর্ব-পশ্চিমে ৬.৫ কিলোমিটারের মতো। ভালো সাইকেল চালাতে পারলে মোটামুটি ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই গোটা দেশটি একবার প্রদক্ষিণ করে আসতে পারবেন। দেশটির মাথাপিছু আয় শুনলে ভিরমি খেয়ে যাবেন। প্রায় দুই কোটি ভারতীয় টাকা! এখানে কোনও অপরাধ নেই। গোটা দেশে পুলিশ আছে মাত্র শ'দেড়েক। জেলখানা কার্যত শূন্য। মানুষ ঘরের দরজা খুলে রেখেই বাইরে বেরিয়ে পড়তে পারে। এই ধনী দেশটির ধনী হবার কারণ কী, সেটা একটু শুনুন। এখানে মানুষকে কর দিতে হয় সামান্য আর কর্পোরেট করের হার আরও কম। তাই পৃথিবীর অসংখ্য বড় বড় বহুজাতিক সংস্থা এই দেশটিতে এসে শিল্পকারখানা অথবা কর্পোরেট অফিস গড়ে তুলেছে। তাই দেশটিতে কাজের বন্যা বয়ে গিয়েছে। কাজের প্রয়োজন মেটাতে পার্শ্ববর্তী সুইৎজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া এবং জার্মানি থেকে প্রায় ৫৭ শতাংশ শ্রমিক এখানে এসে কাজ করছে।

আল্পস পর্বতের গায়ে ভেসে থাকা ছবির মতো সাজানো এই ছোট্ট দেশটির উত্তর-পূর্ব দিকে রয়েছে অস্ট্রিয়া আর দক্ষিণ-পশ্চিম দিক জুড়ে রয়েছে সুইৎজারল্যান্ড। লিচেনস্টাইন আর সুইৎজারল্যান্ডের সীমানা দিয়ে বয়ে চলেছে খরস্রোতা রাইন নদী। সুইৎজারল্যান্ডের রাজধানী বার্ন শহর থেকে বাসে চড়ে সাড়ে চার ঘণ্টায় পৌঁছে যাওয়া যায় এই শহরটিতে। ট্রেনে এলে সাড়ে তিন ঘণ্টার মতো লাগে। প্রথম দর্শনেই ভাদুজের প্রেমে পড়ে যেতে হবে। সুইৎজারল্যান্ডের প্রেম কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই সামনে এসে দাঁড়াল নতুন প্রেমিকা! এই প্রেমের উপত্যকায় দাঁড়িয়ে যেদিকেই তাকাবেন মনে হবে প্রকৃতির ক্যানভাসে ঈশ্বর যেন নিপুণ হাতে ছবি এঁকে রেখেছেন আমাদের জন্য। মাঝে মাঝে নরম রোদ আর মাঝে মাঝে মেঘ কুয়াশায় ঢেকে থাকে স্বপ্নের শহর ভাদুজ। গোটা শহরটাতেই স্বপ্নের মায়াজাল ছড়িয়ে আছে। শুধু দু'চোখ ভরে দেখার পালা!

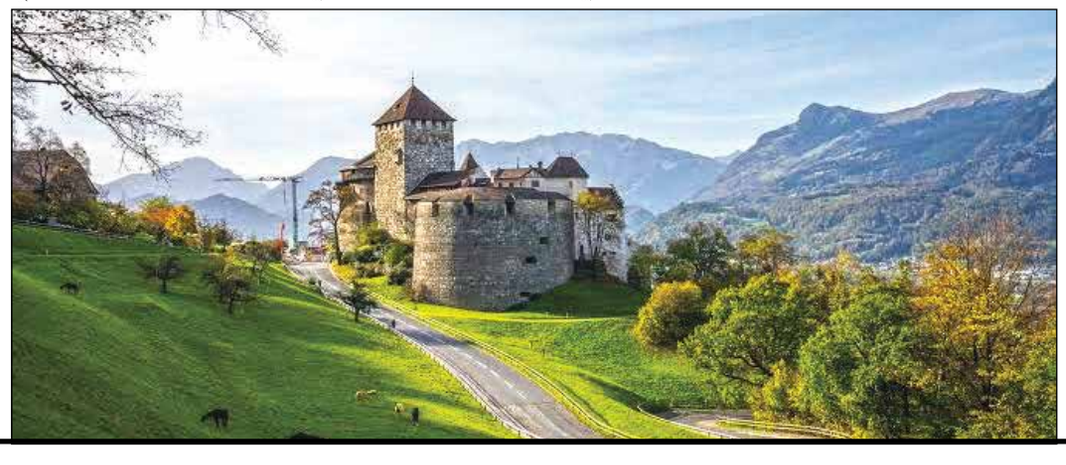
কী দেখবেন ভাদুজে? প্রথমেই চলে যান পাহাড়চূড়ায় ১২ শতকে নির্মিত ভাদুজ ক্যাসেলে। এটি রাজ পরিবারের বাসস্থান। ভেতরে ঢুকতে না পারলেও ওপর থেকে পুরো ভাদুজ শহরের প্যানোরামিক ভিউ আর রাইন উপত্যকা আপনাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে তুলবে।

এর পরের আকর্ষণ সেন্ট ফ্লোরিন ক্যাথিড্রাল। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে তৈরি হয়েছিল এই মনোরম গির্জাটি। বিকেলের পড়ন্ত সোনারোদে গির্জাটির গায়ে কান পাতলে এখনও শুনতে পাবেন প্রভু যিশুর পদধ্বনি- এমনই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে জনশ্রুতি। এরপর আসুন পিটার কাইজার প্লাজাতে। আশপাশেই সব সরকারি ভবনগুলো সাজানো। এটাই নগরীর প্রধান স্কোয়ার। মজার ব্যাপার এই এলাকাটি যানবাহনমুক্ত। এখানেই রয়েছে দেশটির সংসদ ভবন। মাত্র ২৫ জন সদস্য আছেন এই সংসদে। এরমধ্যে উচ্চাঞ্চল থেকে ১৫ জন আর নিম্নাঞ্চল থেকে ১০ জন। আমাদের অনেক গ্রাম পঞ্চায়েত অথবা পুরসভাতেও এর চেয়ে বেশি প্রতিনিধি আছেন! কাছেই আছে বেশ কয়েকটি মিউজিয়াম। এরমধ্যে কুনস্ট, পোস্টাল আর ন্যাশনাল নামে তিনটি আলাদা আলাদা জাদুঘর রয়েছে। ন্যাশনাল মিউজিয়ামে প্রাক্তন রাজমুকুট ও মূল্যবান রাজ সামগ্রী সযত্নে রক্ষিত আছে।

শহরের একটু ওপরের দিকে গাঢ় লাল রঙের মধ্যযুগীয় দুর্গের মতো যে বাড়িটি চারদিক আলো করে দাঁড়িয়ে আছে তার নাম 'রেড হাউস'। এই বাড়িটির একটি অংশ নির্মিত হয়েছিল ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে। এরপর বহুবার সংস্কার হয়েছে এই বাড়িটি। ১৯০২ থেকে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বিশ্ববিখ্যাত চিত্রশিল্পী ও স্থপতি এগন রাইনবার্গার শেষবারের মতো এই বিখ্যাত প্রাসাদটি সংস্কার করেছেন। এটি ব্যক্তিগত সম্পত্তি। সেজন্য ভেতরে যাওয়ার অনুমতি নেই। কিন্তু এখান থেকে ভাদুজ ক্যাসেল আর দূরের বিস্তীর্ণ আঙুর খেত ভারী সুন্দর দৃশ্য উপহার দেবে আপনাকে। এবার পাহাড়ের গা বেয়ে চলে যাব একটু নীচে হেরাবিংগার্ট এলাকায়। এখানে চার একর এলাকাজুড়ে রয়েছে রাজার দ্রাক্ষা বাগান। বাগানের ঠিক মাঝে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সুন্দর সেই মদিরার কারখানাটি। এ কারখানার মালিক দেশটির বর্তমান শাসক স্বয়ং দ্বিতীয় প্রিন্স হান্স অ্যাডাম। ভেতরে সবাই স্বাগত। সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত খোলা থাকে (শনিবার ন'টা থেকে পাঁচটা)। রবিবার বন্ধ। আপনি যদি মদিরাসক্ত হন, তাহলে ১২ থেকে ১৯ সুইস ফ্রাঙ্ক (দেড় থেকে দুই হাজার টাকা)-এর বিনিময়ে এখানকার সবচেয়ে ভালো ওয়াইন 'পিনোট নয়ার', 'ব্লু বুগার্ডার' অথবা 'শারডনে'-এর মতো বিখ্যাত ওয়াইনের আস্বাদ নিতে পারেন। এখান থেকে চলে যাব একদম নীচে রাইন নদীর উপরে অবস্থিত ছবির মতো দেখতে কাঠের সেতুটিতে। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত এই ছোট্ট কাঠের সেতুর ওপর দিয়ে লিচেনস্টাইন থেকে সুইৎজারল্যান্ডে যাওয়া যায়। তবে সেটা শুধু পথচারী আর সাইকেল আরোহীদের জন্য।

হেঁটে অথবা অডিও গাইড সহ গোটা ভাদুজ শহরটা ছোট্ট টয়ট্রেনে চেপে আপনি দেখে নিতে পারেন। ট্রেনের ভাড়া সাড়ে এগারোশো টাকার মতো। তবে এই দেশে এলে মাত্র সাড়ে তিনশো টাকার বিনিময়ে আপনার পাসপোর্টে একটা মেমেন্টো স্ট্যাম্প লাগিয়ে নিতে ভুলবেন না। ওটাই আপনার সারাজীবনের স্মৃতি হয়ে থাকবে।

সুইৎজারল্যান্ড ভ্রমণে গেলে অতি অবশ্যই এই দেশটি ঘুরে আসবেন। ইচ্ছে করলে দু'একদিন থেকেও যেতে পারেন। প্রতিবছর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে গড়ে এক লক্ষ ১৫-২০ হাজার পর্যটক লিচেনস্টাইন বেড়াতে আসেন। রাজধানী ভাদুজ শহরে প্রচুর ভালো ভালো হোটেল রয়েছে। এক রাতের জন্য মোটামুটি ১৬-১৭ হাজার টাকায় হোটেল পেয়ে যাবেন। শরতের রৌদ্রোজ্জ্বল একটি দিনে গোটা ভাদুজ শহরটি ঘুরে দেখার স্মৃতি আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে।



### দ্বিতীয় ম্যাচেও বৃষ্টির ভ্রূকুটি

# কিউয়ি বধে গিলদের ‘অস্ত্র’ হলুদ বল!

**ওয়েলিংটন, ৬ নভেম্বর :** সাদা বলের ওডিআই সিরিজ। যদিও নিউজিল্যান্ডে পা রাখা থেকে শুভমান গিলদের ফিল্ডিং প্র্যাকটিসে সঙ্গী হলুদ বল! নতুন ফিল্ডিং কোচ শুভদীপ ঘোষের তত্ত্বাবধানে হলুদ বল নিয়েই চলছে ফিল্ডিং অনুশীলন! নেপথ্যে নিউজিল্যান্ডের প্রায় প্রতিটি মাঠে আড়াআড়ি বইতে থাকা সামুদ্রিক হাওয়া। ক্যাচের ক্ষেত্রে জাজমেন্ট করা কঠিন হয়ে পড়ে।

সমস্যার হাল খুঁজতেই তুলনায় হালকা হলুদ বলে ফিল্ডিং প্রস্তুতির পরিকল্পনা। বাঙালি ফিল্ডিং কোচের যুক্তি, হলুদ বল কিছুটা হালকা হওয়ায় বাতাসে বেশি কাটবে। ফলে ম্যাচ পরিস্থিতিতে বলের বাড়তি মুভমেন্টের সঙ্গে মানিয়ে



*দ্বিতীয় ওডিআইয়ের আগে বৃষ্টিভেজা ওয়েলিংটনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন শুভমান গিল, ঈশান কিষান ও গুরনুর ব্রার। শুক্রবার।*

নিতে সুবিধা হবে শুভমানদের। শুক্রবার অবশ্য প্র্যাকটিসের সুযোগই মেলেনি সকাল থেকে হওয়া বৃষ্টির জন্য।

অকল্যান্ডে বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচ জিতে সিরিজের শুভসূচনা করেছে টিম ইন্ডিয়া। ওয়েলিংটনে শনিবাসরীয় দ্বৈরথেও জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে প্রস্তুতিতে কোনও ফাঁকফোকর রাখতে নারাজ গৌতম গম্ভীর অ্যান্ড কোং। তবে ‘মেন ইন ব্লু’-র যে ভাবনায় জল ঢেলে দিতে পারে নিউজিল্যান্ড রাজধানীর আবহাওয়া।

অকল্যান্ডে বৃষ্টি ভুগিয়েছে ভারতের রান তাড়ার সময়। আগামীকালও বৃষ্টির ভ্রূকুটি। শুক্রবার সকালেও প্রবল বৃষ্টি, সঙ্গে বিদ্যুৎ চমক। সিরিজে সমতা ফিরতে মরিয়া ব্ল্যাক ক্যাপসরা ওয়েলিংটন কলেজের ইন্ডোরে অনুশীলন সারতে বাধ্য হয়। গৌতম গম্ভীররা সেই পথেও হাঁটেননি। আগামীকাল পরিস্থিতি বদলানোর সম্ভাবনা কম। ম্যাচের সময় ৬০ শতাংশ বৃষ্টির পূর্বাভাস।

বৃষ্টির ভ্রূকুটি নিয়েই দুই শিবির কোমর কষছে। টিম কম্বিনেশন থেকে পরিকল্পনায় শেষ তুলির টান দেওয়া চলছে। ভারতীয় থিংকট্যাংকের জন্য চাপ একটু বেশিই। সৌজন্যে এখানকার মাঠগুলির বিভিন্নরকম আকারের সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নেওয়া। কোনও মাঠের স্ট্রেট বাউন্ডারি ছোট তো কোনওটার স্কোয়ার বাউন্ডারি বড়! কালকের লড়াই আবার ‘মাল্টিপারপাস’ ওয়েস্টপ্যাক ট্রাস্ট স্টেডিয়ামে (হেনরি স্টেডিয়াম হিসেবেও পরিচিত)।

মূলত রাগবি হয়। চলে ক্রিকেট সহ অন্যান্য খেলাও। স্ট্রেট বাউন্ডারি তুলনায় বড়। কিউয়ি পেসার ব্লেয়ার টিকনার বলছিলেন, ‘নিউজিল্যান্ডের প্রতিটি মাঠের আকার আলাদা। এই মাঠের স্কোয়ার বাউন্ডারি ছোট এবং স্ট্রেট বাউন্ডারি বেশ লম্বা। ইডেন পার্কের থেকে আলাদা।’ ভারতীয় ফিল্ডিং কোচ শুভদীপও স্বীকার করলেন, মাঠের আকারের এই পার্থক্য সফরকারী যে কোনও দলের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ।

প্রথম ম্যাচের উইনিং কম্বিনেশন ধরে রাখছে ভারত। যদিও বিরাট কোহলি স্পেশাল সরিয়ে রাখলে ব্যাটিং ভুগিয়েছিল। রোহিত শর্মার জন্য কালকের ম্যাচ ফের গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। অকল্যান্ডে রানের খাতা খুলতে পারেননি। আক্ষেপ পুষিয়ে নেওয়ার তাগিদ প্রত্যাশিত। আর শুভমান-রোহিত শুরুটা ভালো করতে পারলে পরের দিকে ব্যাটারদের কাজ সহজও হবে। ঘুরেফিরে ফের বিরাট-স্পেশালের প্রার্থনা।

নজর থাকবে শ্রেয়স আইয়ার, লোকেশ রাহুলের দিকেও। সফরে পা রেখে শুভমান ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, ওডিআই বিশ্বকাপের ব্যাটিং লাইনআপ মোটামুটি তৈরি। বোলিং নিয়ে কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা চলবে। অকল্যান্ডে প্রত্যাশা বাড়িয়ে অর্শদীপ সিং, গুরনুর ব্রার, অংশুল কম্বোজরা অনভিজ্ঞতার প্রাচীর সরিয়ে চমকে দিয়েছেন কিউয়ি ব্যাটারদের। আগামীকাল তা বজায় থাকলে গম্ভীরদের স্বস্তির ঢেঁকুর বাড়বে নিঃসন্দেহে।

চারদিনের বেসরকারি টেস্টে ‘এ’ দলে থাকা আকিব নবি দার ওডিআই টিমের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। ওয়েলিংটনে পৌঁছে গিয়েছেন মহম্মদ সিরাজও। ভারতীয় ফিল্ডিং কোচ বলেছেন, ‘সিরাজ দলে যোগ দিয়েছে। কালকের ম্যাচের দল বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ওকে পাওয়া যাবে। তবে সিরাজকে খেলানো হবে কিনা সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে টিম ম্যানেজমেন্ট নেবে।’ তাছাড়া প্রথম ম্যাচে পেস ত্রয়ীর সাফল্যের পর সিরাজের অপেক্ষা দীর্ঘ হতে চলেছে।

নিউজিল্যান্ড শিবিরের জন্য খারাপ খবর। চোটের কারণে সিরিজ থেকেই ছিটকে গেলেন তারকা ওপেনার ডেভন কনওয়ে। ফিল্ডিংয়ের সময় সতীর্থ ম্যাট হেনরির সঙ্গে ধাক্কায় মাথায় আঘাত পেয়েছিলেন। ফলে যাঁরা আছেন, তাঁদের নিয়েই স্কোরলাইন ১-১ করার চ্যালেঞ্জ মিচেল স্যান্টনারদের। ভালো শুরুর জন্য বাড়তি দায়িত্ব থাকবে টিম সেইফার্ট, উইল ইয়ং, হেনরি নিকোলস, ড্যারিল মিচেলের ওপর। ভারতের জন্য থাকছে টম ল্যাথাম, গ্লেন ফিলিপসের হার্ডলও। ওয়েলিংটনে সেই হার্ডলগুলি গৌতম গম্ভীরের দল কীভাবে পেরোয়, সেটাই দেখার।

**নিউজিল্যান্ড বনাম ভারত**
**দ্বিতীয় ওডিআই আজ**
**সময় :** সকাল ৭.৩০ মিনিট
**স্থান :** ওয়েলিংটন
**সম্প্রচার :** সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ



# নিউজিল্যান্ড সফরে শুভমানের চোখ বিশ্বকাপ প্রস্তুতিতে

**ওয়েলিংটন, ৬ নভেম্বর :** রাত ফুরোলেই ওডিআই সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ। জয়ের লিড ২-০ করে নেওয়ার লক্ষ্যে শনিবার ওয়েলিংটনে খেলতে নামছে মেন ইন ব্লু। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে শুভমান গিলের মুখে বিশ্বকাপ প্রস্তুতির কথা।

২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা সহ তিন দেশে বিশ্বকাপের আসর। শুভমান মনে করেন, নিউজিল্যান্ডের পেস সহায়ক বাউন্সি উইকেটের সঙ্গে অনেকটা মিল রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার। চলতি ওডিআই সিরিজের অভিজ্ঞতা তাই বিশ্বকাপ প্রস্তুতিতে ভীষণভাবে সাহায্য করবে।

বিসিসিআইয়ের এক্স হ্যান্ডেলে এদিন প্রকাশিত ভিডিওয় গিল বলেছেন, ‘নিউজিল্যান্ডে যে ধরনের পরিস্থিতি পাচ্ছি, তার সঙ্গে মিল থাকবে বিশ্বকাপ কন্ডিশনের। সাধারণত ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া সফর করি আমরা। এবার অক্টোবর-নভেম্বরে নিউজিল্যান্ড সফর। ওই সময়ই বিশ্বকাপ। এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে বিশ্বকাপ পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে।’

গুরুত্ব দিচ্ছেন নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্টকেও। লাল বলে প্রস্তুতির জন্য আগেভাগে চলেও এসেছেন। শুভমানের কথায়, ‘‘গোটা চার-পাঁচেক সেশন সারতে চেয়েছিলাম। বুঝে নিতে চেয়েছিলাম, এখানে লাল বল কীরকম আচরণ করে। কারণ ‘এ’ দলের হয়ে নিউজিল্যান্ডে খেললেও এখানে টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা নেই।’’

## স্ত্রীর ক্যানসার-যুদ্ধ বদলেছে টিকনারকে



*কঠিন সময়ে স্ত্রী সারহা মারির পাশে ছিলেন ব্লেয়ার টিকনার।*

আপাতত ফোকাস ওডিআই সিরিজে। বৈতরণি পাড়ে আস্থা রাখলেন তরুণ পেস ব্রিগেডের ওপর। শুভমানের মতে, নিউজিল্যান্ডের পিচে বাউন্স রয়েছে। যা কাজে লাগাতে প্রস্তুত অংশুল কম্বোজ, আকিব নবি দার, গুরনুর ব্রার, অর্শদীপ সিংরা। সবমিলিয়ে দুর্দান্ত একটা সিরিজ হতে চলেছে বলে মনে করছেন। রসদ জোগাচ্ছে শ্রেয়স আইয়ার ব্রিগেডের টি২০ সিরিজ জয়। শুভমান বলেছেন, ‘টি২০ সিরিজে শ্রেয়স দারুণ নেতৃত্ব দিয়েছে। নিউজিল্যান্ডে এসে টানা তিনটি ম্যাচ জেতা সহজ নয়। প্রথম দুই ম্যাচ কঠিন পরিস্থিতিতে জিতেছি, যা বাকি সিরিজের মোমেন্টাম বদলে দেয়। নিউজিল্যান্ডও পালটা প্রত্যাঘাত করতে মরিয়া থাকবে। তবে আমরা যার জন্য প্রস্তুত।’

এদিকে, কিউয়ি পেসার ব্লেয়ার টিকনার আবার শোনালেন পরিবারের গল্প। কীভাবে তাঁকে বদলে দিয়েছে স্ত্রী সারহা মারির ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই। অকল্যান্ডে ১১ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে অর্শদীপের বোলিং পরিসংখ্যান বিগড়ে দেওয়া টিকনার বলেছেন, ‘আমার জীবনে অনেক উত্থানপতন জড়িয়ে। সারহার ক্যানসারের (২০২৪ সালে ধরা পড়ে) চিকিৎসার দিনগুলি খুব কঠিন ছিল। পরিবারই তখন সাহস জুগিয়েছে। বদলে দিয়েছে আমাকে। এখন ক্রিকেট উপভোগের চেষ্টা করি। চাপের মধ্যে স্বাভাবিক থাকি। কারণ আমি মনে করি, ক্রিকেট সবকিছু নয়। তার চেয়েও বড় জীবন, পরিবার।’

প্রথম ম্যাচে ডেথ ওভারে গুরনুরের সঙ্গে টিকনারের ‘খুনশুটি’ নজর কেড়েছে সবার। চওড়া হাসিতে পরিস্থিতি হালকা করেছেন। টিকনার বলেছেন, ‘হাসিমুখ নিয়েই খেলার চেষ্টা করি সবসময়। মনে করি জীবন ক্রিকেটের চেয়ে অনেক বড়। ক্রিকেট আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে। কিন্তু দিনের শেষে স্ত্রী, মেয়ের কাছে বাড়ি ফেরাই সবচেয়ে সুখের, আনন্দের।’

### ভারত ‘এ’ বনাম নিউজিল্যান্ড ‘এ’

# টেস্টের প্রস্তুতিতে নামছেন বুমরাহ-জাদেজাও

**লিঙ্কন, ৬ নভেম্বর :** সাদা বলের জোড়া সিরিজ থেকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্য টেস্ট সিরিজের আগে তরতাজা রাখা। যে লক্ষ্যে টেস্টের প্রস্তুতি সারতে শনিবার লিঙ্কনে শুরু ভারতীয় ‘এ’ দলের হয়ে চারদিনের ম্যাচে মাঠে নামছেন জসপ্রীত বুমরাহ। গত ম্যাচের সময় ‘এ’ দলের সাজঘরে দেখা গিয়েছিল। এবার মাঠে নামার পালা। শুধু বুমরাহ একা নয়, রবীন্দ্র জাদেজারও খেলার কথা কাল শুরু বেসরকারি টেস্টে।

১৯ নভেম্বর ওয়েলিংটনের বেসিন রিজার্ভে সিরিজের প্রথম টেস্ট। ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে ওঠার সম্ভাবনা টিকিয়ে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ এই সিরিজ। যে কথা মাথায় রেখে তিন ম্যাচের ‘এ’ সিরিজকে মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। যার অঙ্গ হিসেবে আগামীকাল শুরু বেসরকারি টেস্টে ধ্রুব জুরেলের নেতৃত্বে খেলতে দেখা যাবে বুমরাহ, জাদেজাদের। নিউজিল্যান্ডে আসার আগে প্রস্তুতি হিসেবে সৌরাষ্ট্রের হয়ে দুইটি রনজি ম্যাচও খেলেছেন জাদেজা।



*তিলক ভার্মার সঙ্গে আইসক্রিম উপভোগ করছেন রবীন্দ্র জাদেজা।*

আশঙ্কামাফিক ঋষভ পন্থ মাঠের বাইরেই। পায়ের মাংসপেশির চোট এখনও সারেনি। ফলে নিউজিল্যান্ডগামী বিমান ধরার পরিবর্তে বেঙ্গালুরুস্থিত ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রিহ্যাবে আটকে রয়েছেন উইকেটকিপার-ব্যাটার। প্রথম ফিটনেস টেস্টে ব্যর্থ হয়েছেন। ফের পরীক্ষা দিতে হবে। যে পরীক্ষায় পাশ-ফেলের ওপর নির্ভর করবে টেস্ট সিরিজে ঋষভের প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনাও।

চোট সারিয়ে ফেরা প্রসিধ কৃষ্ণা সুযোগ পাচ্ছেন চারদিনের এই ম্যাচে টেস্টের প্রস্তুতি ঝালিয়ে নেওয়ার। বেঙ্গালুরুতে রিহ্যাব শেষে কয়েকদিন আগেই ‘এ’ দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন প্রসিধ। আগামীকাল নামবেন এখানকার বাউন্সি পিচে নিজের লাইন-লেংথ ঘষেমেজে নিতে। মহম্মদ সিরাজকে অবশ্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ওডিআই সিরিজের জন্য।

তিন ম্যাচের ‘এ’ সিরিজে দুই দল একই বিন্দুতে। প্রথম ম্যাচে আধিপত্য দেখিয়েও জয় হাতছাড়া হয়েছে। দ্বিতীয় ম্যাচেও ফলাফল হয়নি। অবশ্য ফলাফল ছাপিয়ে শনিবার বার্ট সাটক্লিফ স্টেডিয়ামে শুরু তৃতীয় চারদিনের ম্যাচ বুমরাহ-জাদেজাদের প্রস্তুতির মঞ্চ। জসপ্রীতরা মঞ্চটাকে কীভাবে কাজে লাগান এখন সেটাই দেখার।



*দুরন্ত অর্ধশতরানে ভারতের জয় আনলেন বীরেন্দ্র শেহবাগের ছেলে আর্যবীর। অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে।*

## আর্যবীরের ব্যাটিং ঝড়, ধূলিসাৎ নেপাল

**মাসকাট, ৬ নভেম্বর :** অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের উদ্বোধনী ম্যাচে ভারতের সামনে ধূলিসাৎ নেপাল। পড়শি দেশের বিরুদ্ধে ১০ উইকেটে দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে নিল ভারতীয় যুব দল। সৌজন্যে ঈশান সুদের আগুন ঝরানো বোলিং ও বীরেন্দ্র শেহবাগের পুত্র আর্যবীরের ব্যাটিং ঝড়।

শুক্রবার আল আমিরাতে টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ভারত অধিনায়ক লক্ষ্য রাইচন্দানি। নতুন বলে শুরু থেকেই নেপালকে চাপে রাখেন ঈশান। মাত্র ২৭ রানের মধ্যে ৩ উইকেট খুইয়ে বিপর্যয়ের মুখে পড়ে নেপাল। শেষমেশ ৪২.৩ ওভারে ১২৮ রান তুলতে সক্ষম হয় তারা। ভারতের হয়ে ঈশান সুদ ১৮ রানে ৩টি এবং অর্জুন রাজপুত মাত্র ৮ রানে ৩ উইকেট তুলে নেন। সহজ লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ভারতের দুই ওপেনার আর্যবীর শেহবাগ ও অধিনায়ক লক্ষ্য মাত্র ১৯.১ ওভারেই ভারতকে লক্ষ্যে পৌঁছে দেন। বাবার মতোই আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে আরও একবার নজর কাড়লেন আর্যবীর। ৫২ বলে ৭০ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন তিনি। অধিনায়ক লক্ষ্য ৬৩ বলে ৫৩ রান করেন।

## রোনাল্ডোর বিদায়ি ম্যাচের ভাবনা পর্তুগিজ ফেডারেশনের

**লিসবন, ৬ নভেম্বর :** আক্ষেপ নিয়েই আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে মহাপ্রস্থান। অনুরাগীদের মনে বিষাদের সুর। তবে নিরুত্তাপ খোদ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

অবসর ঘোষণার পর ২৪ ঘণ্টা কেটে গিয়েছে। সতীর্থ, প্রতিদ্বন্দ্বী থেকে ফুটবল অনুরাগী, সকলের শুভেচ্ছা বার্তায় ভরে গিয়েছে রোনাল্ডোর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট। শুভেচ্ছা এসেছে পর্তুগিজ ফুটবল ফেডারেশনের তরফে। দেশের সর্বকালের সেরাকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছে তারা।



ক্রিশ্চিয়ানোকে ‘চিরকালীন অধিনায়ক’ সম্বোধন করে পর্তুগিজ ফুটবল ফেডারেশন জানিয়েছে, এত সহজে দেশের সর্বকালের সেরাকে অবসরে তারা যেতে দেবে না। সিআর সেভেনের জন্য একটি বিদায়ি ম্যাচ সহ জমকালো বিদায়ি সংবর্ধনা আয়োজন করতে চায় তারা। তবে বিদায়ি ম্যাচের প্রতিপক্ষ কিংবা ভেনু কোনওটাই এখনও ঠিক হয়নি। তবে বিদায়ি বার্তায় রোনাল্ডোকে আশ্বস্ত করে পর্তুগিজ ফেডারেশন বলেছে, ‘এটা তোমারই ঘর। এগিয়ে চলো ১০০০তম গোলের লক্ষ্যে।’

চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী লিওনেল মেসির অবসরের পর আন্তর্জাতিক ফুটবলে খেলার তাগিদটাই হারিয়ে ফেলেছিলেন রোনাল্ডো। সেইসঙ্গে কোচ-সতীর্থদের সঙ্গে মতানৈক্য তো রয়েছেই। বয়সও হয়েছে বুঝতে পারছিলেন। একরাশ অভিমান নিয়েই সরে যাওয়ার ঘোষণা। লিওনেল মেসির জন্য জমকালো বিদায়ি ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছিল। রোনাল্ডো কি তেমন কিছু পাবেন? সিআর সেভেনের অবসর ঘোষণার পর প্রশ্নটা ঘুরপাক খাচ্ছিল ফুটবল মহলে। শেষপর্যন্ত পর্তুগিজ ফুটবল ফেডারেশনের ঘোষণায় আশ্বস্ত বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা রোনাল্ডো অনুরাগীরা।



*দীপাবলির আগে স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাতে সূর্যকুমার যাদব।*

## টেনিস প্রশাসনে সানিয়া, মহেশ

**নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর :** সর্বভারতীয় টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী কমিটিতে নির্বাচিত হলেন দেশের দুই প্রাক্তন খেলোয়াড় সানিয়া মির্জা ও মহেশ ভূপতি। প্রথমে কৃতী ক্রীড়াবিদদের প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করা হয়েছিল দুই প্রাক্তন টেনিস তারকাকে। এরপর কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনে সর্বাধিক ২৩টি ভোট পেয়েছেন মহেশ। ১৮টি ভোট পড়েছে সানিয়ার ঝুলিতে।

কার্যনির্বাহী কমিটিতে নির্বাচিত হওয়ার পর এক সাক্ষাৎকারে সানিয়া বলেছেন, ‘অনেক কাজ করার রয়েছে। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বোঝার চেষ্টা করব খেলোয়াড়দের কী প্রয়োজন। টেনিসের প্রতি তরুণ প্রজন্মকে কীভাবে আকৃষ্ট করা যায়, সেটাও দেখতে হবে।’ মহেশ বলেছেন, ‘ভারতীয় টেনিস প্রশাসনে পরিবর্তনের পক্ষে অনেকে ভোট দিতে এসেছিলেন। অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক এটা। আমি মনে করি, আমি এবং সানিয়া কার্যনির্বাহী সমিতিতে আসায় এবার এদেশে দ্রুত টেনিসের উপযুক্ত আধুনিক পরিকাঠামো তৈরি করা সম্ভব হবে।’

# বিহারের অধিনায়ক বৈভব

**পাটনা, ৬ নভেম্বর :** সদ্যসমাপ্ত দলীপ ট্রফিতে পূর্বাঞ্চলের সহ অধিনায়ক হয়েছিলেন। যেখানে অধিনায়ক ঈশান কিষানের অনুপস্থিতিতে বৈভব সূর্যবংশীর ডিআরএস নেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেছিলেন বিশেষজ্ঞরা। এবার আর সহ অধিনায়ক নয়, আসন্ন সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-র প্রথম দুই ম্যাচের জন্য অধিনায়ক নিবাচিত হলেন ভারতীয় ক্রিকেটের ‘বস বেবি’। ১৪ নভেম্বর ইন্দোরে সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মুস্তাকের অভিযান শুরু করবে বিহার। সেদিন টস করতে নামলেই ভারতের সিনিয়ার ঘরোয়া ক্রিকেটে কনিষ্ঠতম অধিনায়ক হওয়ার রেকর্ড গড়ে ফেলবেন ১৫ বছরের বৈভব। প্রথম দুই ম্যাচ খেলেই বৈভব এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার প্রতিযোগিতার জন্য ভারতীয় দলের সঙ্গে দোহা উড়ে যাবেন বৈভব। সূর্যবংশীকে অধিনায়ক করা প্রসঙ্গে বিহার ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি হর্ষ বর্ধন বলেছেন, ‘বৈভব দেশের জার্সিতে ও আইপিএলে ইতিমধ্যে ছাপ ফেলেছে। আমাদের বিশ্বাস, বৈভবের নেতৃত্বে বিহার আসন্ন টুর্নামেন্টে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও শক্তিশালী পারফরমেন্স দেবে।’

**সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি**

# নিউজিল্যান্ড সফরের স্কোয়াডে চমক খালিদের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ নভেম্বর :** নিউজিল্যান্ড সফরে যাচ্ছে ভারতীয় ফুটবল দল। নভেম্বরের ১২ ও ১৫ তারিখ সেখানে দুইটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে ব্লু টাইগাররা। শুক্রবার ওই দুই ম্যাচের জন্য ২৩ সদস্যের দল ঘোষণা করলেন জাতীয় দলের কোচ খালিদ জামিল।

আনোয়ার আলি চোটের কবলে। তবুও জাতীয় দলে ডাক পেলেন না সন্দেশ ঝিংগান বা রাহুল ভেকে। আনোয়ারের পরিবর্তে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের দলে থাকা বিজয় ভার্গিসকেই ঢাকা থেকে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। দলের সঙ্গে নিউজিল্যান্ড যাবেন তিনি। সাফের দলে ডাক পেয়েছিলেন লিস্টন কোলাসো। তাঁরও গন্তব্য বদলেছে। ওই তালিকায় রয়েছেন মহম্মদ সুহেলও। তিনিও লিউজিল্যান্ড সফরে খালিদের দলে ডাক পেয়েছেন।

দল ঘোষণায় বড় চমক গুরপ্রীত সিং সান্ধুর অনুপস্থিতি। জায়গা পাননি জিকসন সিং, রহিম আলি, ফারুখ চৌধুরী, ইরফান ইয়াদওয়াদ, লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতেরা। গোলকিপারদের মধ্যে ডাক পেয়েছেন বিশাল কেইথ, হৃত্রিক তিওয়ারি ও সোম কুমার। মাঝমাঠে নতুন মুখ লালরিনলিয়ানা হামতে। সম্ভবত সাহাল আব্দুল সামাদের বিকল্প হিসেবে দলে জায়গা পেয়েছেন তিনি। নিউজিল্যান্ড সফরের দলে জায়গা করে নিয়েছেন ডেভিড লালহালানসাঙ্গাও। শনিবার বেঙ্গালুরুতে ফুটবলারদের শিবিরে যোগ দিতে বলা হয়েছে। রবিবার অনুশীলন করে রাতের বিমানে অকল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা হবে ভারতীয় দল।

**জাতীয় দলে বিশাল, ডেভিড**



*বিশাল কেইথ ও ডেভিড লালহালানসাঙ্গা।*

**২৩ সদস্যের ঘোষিত দল**

**গোলকিপার :** হৃত্রিক তিওয়ারি, সোম কুমার, বিশাল কেইথ।

**ডিফেন্ডার :** অভিষেক সিং টেকচাম, আকাশ মিশ্র, বিজয় ভার্গিস, জয় গুপ্তা, মেহতাব সিং, প্রমবীর, রিকি মিতেই হাওবাম, রোশন সিং নাওরেম।

**মিডফিল্ডার :** অনিরুদ্ধ থাপা, আশিক কুরুনিয়ান, জিথিন এমএস, লালরেমতলুয়াঙ্গা ফানাই, লালরিনলিয়ানা হামতে, তোম্বা সিং হাওবাম।

**স্ট্রাইকার :** ডেভিড লালহালানসাঙ্গা, এডমুন্ড লালরিনডিকা, লিস্টন কোলাসো, মনবীর সিং, মহম্মদ সুহেল এবং রায়ান উইলিয়ামস।

## দ্বিতীয় হার মহমেডানের

**কলকাতা, ৬ নভেম্বর :** ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগের দ্বিতীয় ম্যাচেও হারল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। শুক্রবার তারা বেঙ্গালুরু ইউনাইটেড এফসি-র কাছে ৪-৩ গোলে বিধ্বস্ত হয়। ম্যাচের প্রথমার্ধে ২-১ গোলে পিছিয়ে ছিল সাদা-কালো শিবির। দ্বিতীয়ার্ধে এক পর্যায়ে তারা ম্যাচের ফল ৩-৩ করে ফেলে। কিন্তু শেষ মুহূর্তের গোলে পয়েন্ট হাতছাড়া মহমেডানের। এদিন বেঙ্গালুরুর হয়ে গোল করেন মারাত তারেক, গৌতম ভিরওয়ানি, নাংবাম নোচা সিং ও আকশুন্না ত্যাগী। মহমেডানের গোলদাতা ম্যাক্সিওন, লালথানকিমা ও রেমসাঙ্গা।

## পদত্যাগ মানোলোর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ নভেম্বর :** মুম্বই সিটি এফসি-র হেড কোচের পদ থেকে পদত্যাগ করলেন মানোলো মার্কুয়েজ। চার ম্যাচ খেলে এখনও একটিতেও জয় নেই মুম্বইয়ের। শুরুতেই চার্চিল ব্রাদার্সের কাছে হারের পরই মানোলো নিজেদের প্রাক মরশুম প্রস্তুতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তখন থেকেই মনোমালিন্য শুরু হয় স্প্যানিশ কোচের সঙ্গে। যার শেষ হল এই পদত্যাগে।

## আজ ইতিহাস গড়ার লক্ষ্যে ইস্টবেঙ্গল

**কলকাতা, ৬ নভেম্বর :** মহাদেশীয় মঞ্চে ইতিহাসের হাতছানি। প্রথম ভারতীয় ক্লাব হিসেবে এএফসি উইমেন্স চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নকআউট খেলার লক্ষ্য নিয়ে শনিবার মাঠে নামছে ইস্টবেঙ্গল মহিলা ফুটবল দল। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে প্রতিপক্ষ উত্তর কোরিয়ার ক্লাব ৪.২৫ এসসি।

বর্তমানে ২ ম্যাচে ৩ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ ‘বি’-র পয়েন্ট টেবিলে তিন নম্বরে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল। ৪.২৫ এসসি-র বিরুদ্ধে জিতলে সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে যাবে তারা। ম্যাচ ড্র হলেও নকআউট নিশ্চিত করে ফেলবে মহিলা মশাল ব্রিগেড। হারলেও সেরা তৃতীয় দল হিসেবে নকআউটে খেলার সম্ভাবনা থাকবে। সেক্ষেত্রে অন্য গ্রুপের ম্যাচগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে অ্যাস্থনি অ্যান্ড্রুজের ইস্টবেঙ্গলকে।



রুপো জয়ের পর ওড়িশার ১৫ বছরের তনভি পাত্রী।

## যুব অলিম্পিকে ইতিহাস তনভির

**ডাকার, ৬ নভেম্বর :** যুব অলিম্পিকে নয়া ইতিহাস গড়ল ভারতের তনভি পাত্রী। প্রথম ভারতীয় মহিলা শাটলার হিসেবে রুপো জয় ১৫ বছরের ভারতীয় কন্যার।

সেনেগালের ডাকারে অনুষ্ঠিত যুব অলিম্পিকে ব্যাডমিন্টনে মহিলাদের সিঙ্গলসের ফাইনালে তনভির প্রতিপক্ষ ছিল চিনের ঝাং ই শিন। প্রথম গেম ২১-১৫ পয়েন্টে জিতে ভারতের আশা বাড়িয়ে দিয়েছিল ওড়িশার ১৫ বছরের এই মেয়েটি। দ্বিতীয় গেমটি অবশ্য চাইনিজ শাটলার জেতেন ২১-১৩ পয়েন্টে। তৃতীয় গেমে তথা নির্ণায়ক গেমে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের শেষে ২৬-২৪ পয়েন্টে জিতে সোনার পদক নিজের নামে করে নেন ঝাং। রুপো নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় তনভিকে।

তবে ফাইনালে হারলেও তানভি গড়েছে নতুন নজির। প্রথম মহিলা শাটলার হিসেবে যুব অলিম্পিকে মহিলাদের ব্যাডমিন্টনে রুপো জেতার নজির গড়েছে। পুরুষ শাটলারদের মধ্যে এই কীর্তি রয়েছে এইচএস প্রণয় ও লক্ষ্য সেনের।

## চ্যাম্পিয়ন শ্রেয়ান

**আলিপুরদুয়ার, ৬ নভেম্বর :** সোদপুরে ট্যালেন্ট হান্ট রাজ্য ব্যাডমিন্টনে শুক্রবার আলিপুরদুয়ারের শ্রেয়ান গাহাতরাজ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সিঙ্গলসের ফাইনালে শ্রেয়ান জলপাইগুড়ি জেলার হয়ে নেমে ১৫-৯, ১৫-১২ পয়েন্টে পারিন মালাকারকে হারিয়েছে। ডাবলসে রানার্স হয়েছে শ্রেয়ান।

# চেন্নাইয়ানকে হালকাভাবে নিচ্ছে না ইস্টবেঙ্গল

**সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ৬ নভেম্বর :** ইন্ডিয়ান সুপার লিগের প্রথম দুই ম্যাচে প্রতিপক্ষকে উড়িয়ে দিলেও আল সিব এফসি-র কাছে ঘরের মাঠে হার কি বড় ধাক্কা ইস্টবেঙ্গলের কাছে?

কী অবস্থায় আছেন দিয়েগো জিভুলিচ-আকে আনাউদ লোবারা, তা বোঝা যাবে শনিবাসরীয় সন্ধ্যায়। বিশেষ করে মানসিকভাবে তাঁরা চাঙ্গা কি না সেটারই পরীক্ষা চেন্নাইতে চেন্নাইয়ান এফসি-র বিপক্ষে। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে এসে ক্লিফোর্ড মিরান্ডার দল নিজেদের অতি সাধারণ শক্তি

### আইএসএলে আজ

**চেন্নাইয়ান এফসি বনাম ইস্টবেঙ্গল এফসি**

**সময় :** সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট, **স্থান :** চেন্নাই
**সম্প্রচার :** সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, সোনি লিভ অ্যাপ ও ইউটিউব চ্যানেল

নিয়েই যথেষ্ট বেগ দিয়ে গিয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে। তাই ইস্টবেঙ্গলের কাছেও ম্যাচটা সহজ নাও হতে পারে। ডিফেন্সে আনোয়ার আলির অনুপস্থিতি যে ইরফান ইয়াওয়াদরা কাজে লাগাতে চাইবেন তা বলাই বাহুল্য। আগের ম্যাচে সন্দীপ মান্ডি বাজে খেলায় আনোয়ারের জায়গায় স্টপারে ফিরছেন লালচুংনুঙ্গা। আন্তোনিও লোপেজ হাবাস অবশ্য বলছেন, 'আমি মনে করি, কোনও ফুটবলারের অনুপস্থিতিতে অন্যরা যখন সুযোগ পায় তখন সেটাই তার কাছে নিজেকে প্রমাণ করার বড় সুযোগ।' কিন্তু তিনি বলা আর সত্যিই নিজেকে প্রমাণ করা এক নয়। তা যদি হত তাহলে আল সিবের বিপক্ষে সন্দীপ মান্ডি সেটা কাজে লাগানোর পরিবর্তে গোল খাওয়ার কারণ হতেন না। একইভাবে লুকাস জেলোনস্কি ও লোবাও পরে নেমে কিছুই করতে পারেননি। দুইজনেরই ফিটনেস সমস্যা আছে বলে মনে হয়। হাবাসের কথাতেও সেই ইঙ্গিত, 'ওরা আগের থেকে অনেক উন্নতি করেছে। আরও করবে।' আইএসএলের প্রথম দুই ম্যাচে ৯ গোল করাটাই এখন নিজেদের উজ্জীবিত



চেন্নাই পৌঁছে ইস্টবেঙ্গলের এডমুন্ড লালরিনডিকা, লালচুংনুঙ্গা ও ডেভিড লালহালানসাঙ্গা।

করার বড় হাতিয়ার মহম্মদ বসিম রশিদ-জিকসন সিংদের কাছে। তাই হাবাস বলতে পারেন, 'এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এর মান অনেক উঁচু। চেন্নাইয়ানও শক্তিশালী দল। আগের ম্যাচগুলোতে অনেক গোল করেছি মানে এই নয় যে, সেটা সব ম্যাচে হবে। কারণ প্রতিটি ম্যাচ আলাদা। আমাদের কাছে কঠিন চ্যালেঞ্জ। এটা একটা ভালো ম্যাচ হতে চলেছে বলে আমার বিশ্বাস।' তিনি যে বেশি গোলের থেকেও জয় নিয়ে ভাবছেন সেই কথা জানিয়ে দেন হাবাস। আসলে সমস্যা গোল করার ক্ষেত্রেও। আইএসএলের প্রথম দুই ম্যাচে এডমুন্ড লালরিনডিকা ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এর শুরুতে ডেভিড লালহালানসাঙ্গা গোলের বন্যা বইয়ে দিলেও আপাতত দুইজনেরই খরা চলছে। তাই চেন্নাইয়ান ম্যাচে গোলে ফিরতে না পারলে চাপ বাড়বে দুই মিজো তরুণের উপরেও। তবে লোবাই সম্ভবত শুরু করবেন। পিভি বিষ্ণুও কেন প্রথম একাদশে নেই রহস্য সেটাও। চেন্নাইয়ানের বিপক্ষে উইংয়ে তাঁর গতি কাজে লাগানোর জন্য শুরুতে নামানো হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

প্রতিপক্ষের মাঝমাঠে ইস্টবেঙ্গলেরই প্রাক্তনী মাদিহ তালাল। আর তিনিই যে আক্রমণের আসল কারিগর, তা নিশ্চিতভাবেই হাবাসের মতো প্রাজ্ঞ কোচ নজর করেছেন। তালালের সঙ্গে নিকোলা স্টোজানোভিচও যথেষ্ট ওয়ার্কলোড নেন। এই দুইজনের তৈরি করা সাপ্লাই লাইন লাল-হলুদ কোচ কেটে দিতে পারলে তিন পয়েন্ট নিয়ে না ফেরার কোনও কারণ থাকবে না। আর তা না হলে আন্তর্জাতিক বিরতিতে নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু করতে হবে হাবাসকে।

# ভারাক্রান্ত হৃদয়ে টেস্টকে বিদায় সামির

**অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ৬ নভেম্বর :** কেউ বলছেন ইয়র্কার, কারও আবার মনে হচ্ছে বাউন্সার।

শুক্রবার রাত ১১.২০ মিনিট নাগাদ নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে মহম্মদ সামির যে ভিডিও সামনে এসেছে, তারপর কিছুটা হলেও স্তম্ভিত ক্রিকেট দুনিয়া। কারণ সামি এখনই টেস্ট বা লাল বলের ক্রিকেট থেকে অবসর নিতে পারেন, এমন ইঙ্গিত ছিল না। এমনকি সামির ঘনিষ্ঠমহলও কিছুটা অবাক তাঁর আচমকা এমন সিদ্ধান্তে।

চলতি ঘরোয়া ক্রিকেট মরশুম শুরুর আগে এক ক্রিকেট আড্ডায় উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে সামি জানিয়েছিলেন, এই মরশুমের পুরোটাই খেলবেন। চালিয়ে যাবেন লড়াই। জবাব দেবেন উপেক্ষার। তারপরও অপেক্ষা করবেন সুযোগের। যদি সুযোগ না আসে, তখন চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন। চলতি রনজি মরশুমে তিন ম্যাচে ১৪ উইকেট নেওয়ার পর আচমকাই সিদ্ধান্ত বদলালেন তিনি। জানা গিয়েছে, ভারতীয় টেস্ট দলে কোনওভাবেই প্রত্যাবর্তন সম্ভব নয়। বিসিসিআইয়ের তরফে এমন ইঙ্গিত পাওয়ার পরই লাল বলের ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত সামির।

**টেস্ট ৬৪**
**উইকেট ২২৯**
**ইনিংসে ৫ উইকেট ৬ বার**
**সেরা বোলিং ৫৬/৬**



রাতের দিকের উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে সামি বলেছেন, 'ভাবনাটা মনের মধ্যে কিছুদিন ধরেই চলছিল। বাংলার হয়ে রনজি খেলার সময়ও ভাবনাটা ছিল। কিন্তু একটু সময় নিচ্ছিলাম। ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের সঙ্গে আলোচনা সারি। তারপরই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করি। সবাই জানে, কেন আমাকে সিদ্ধান্তটা নিতে হল। লাল বলের ক্রিকেটে কিছু স্বপ্ন অধরা থেকে গেল। কিন্তু একদিন থামতেই হয়। তবে সাদা বলের ক্রিকেট চালিয়ে যাব। ২০২৭ সালের ওডিআই বিশ্বকাপ নিয়ে একটা ভাবনা আছে। যদি সুযোগ আসে, তারজন্য আমি তৈরি আছি।'

এর আগে ইনস্টাগ্রামে ২ মিনিট ৪৮ সেকেন্ডের ভিডিওতে সামির বার্তা, 'ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সাদা জার্সিকে বিদায় জানালাম। কিন্তু স্মৃতিগুলি থেকে যাবে। যখন প্রথমবার ভারতীয় টেস্ট দলের জার্সি পরেছিলাম, একটাই স্বপ্ন ছিল- দেশের জন্য কিছু করা। তখন থেকে প্রতিটা উইকেট, প্রতিটা লড়াই, প্রতিটা চোট, প্রতিটি প্রত্যাবর্তন কিছু না কিছু শিখিয়েছে আমাকে।'

বিদায়বেলায় যেন থামতেই চাইছিলেন না সামি। পোস্টে তাঁর আরও মন্তব্য, 'টেস্ট ক্রিকেট আমার কাছে শুধুমাত্র একটা ফরম্যাট ছিল না, এটা ছিল আমার জীবনের অন্যতম অঙ্গ। আজ টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিলাম। সতীর্থ, কোচ, সাপোর্ট স্টাফ, পরিবারের সদস্য- প্রত্যেককে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ তাদের যারা এই দীর্ঘ সফরে খারাপ-ভালো সব মুহূর্তে আমার পাশে থেকেছে। আমার উপর ভরসা রাখার জন্য বিসিসিআই, সিএবি-কে ধন্যবাদ। টেস্ট ক্রিকেটে শেষ বলটা হয়তো অনেকদিন আগে করে ফেলেছি। কিন্তু দেশের জার্সিতে খেলার গর্বটা সারাজীবন থাকবে। ধন্যবাদ টেস্ট ক্রিকেট।'

> ভাবনাটা মনের মধ্যে কিছুদিন ধরেই চলছিল। বাংলার হয়ে রনজি খেলার সময়ও ভাবনাটা ছিল। কিন্তু একটু সময় নিচ্ছিলাম। ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের সঙ্গে আলোচনা সারি। তারপরই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করি।
> -মহম্মদ সামি

## চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দঃ কলকাতা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর :** জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের সহযোগিতায় আয়োজিত রাজ্য স্কুল গেমসে বাস্কেটবলে শুক্রবার শিলিগুড়িতে অনূর্ধ্ব-১৯ ছেলেদের চ্যাম্পিয়ন হল দক্ষিণ ২৪ পরগনা। রানার্স হুগলি। তৃতীয় হয়েছে পূর্ব বর্ধমান। অনূর্ধ্ব-১৯ মেয়েদের চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ কলকাতা। রানার্স হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা। তৃতীয় স্থান পেয়েছে বীরভূম। পুরস্কার তুলে দেন নীলাদ্রিশেখর রায়, অভিজিৎ মজুমদার প্রমুখ।

# ফাইনালে এনআরআই, শিলিগুড়ি কোচিং সেন্টার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর :** ঈশান ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় শিলিগুড়ি আম্পায়ার্স অ্যান্ড স্কোরার্স অ্যাসোসিয়েশন (এসইউএসএ) আয়োজিত সাব-জুনিয়ার ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল এনআরআই ও শিলিগুড়ি ক্রিকেট কোচিং সেন্টার। ফাইনাল শনিবার। শুক্রবার প্রথম সেমিফাইনালে এনআরআই ৬৬ রানে সবুজের অভিযানকে হারিয়েছে। জাগরণী সংঘের মাঠে টসে হেরে এনআরআই ২০ ওভারে ৩ উইকেটে ২০২ রান তোলে। সূর্য সিং ৬৮ ও জয় রাউত ৫৭ রান করে। সন্তোষ সিং ১৪ রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে সবুজের অভিযান ১৩৬ রানে আটকে যায়। রুদ্র সিংহ ১৬ রান করে। ম্যাচের সেরা সূর্য ৪১ রানে পেয়েছে ৪ উইকেট।



ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছে আয়ুষ রাউত।

দ্বিতীয় সেমিফাইনালে শিলিগুড়ি ক্রিকেট কোচিং সেন্টার ৮ রানে জাভেদ ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে জয় পায়। টসে জিতে শিলিগুড়ি ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ৯৬ রান তোলে। অমিত ১৭ ও বীরেংশু ঘোষ ১৪ রান করে। আরিয়ান ১৭ ও মহম্মদ তাবরেজ ২০ রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে জাভেদ ১৭.৩ ওভারে ৮৮ রানে অল আউট হয়। সাহিল রাজা ২৪ ও অর্ণব প্রসাদ ১৬ রান করে। ম্যাচের সেরা আয়ুষকুমার রাউত ৫ রানে পেয়েছে ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করে শান পালও (২১/২)।